চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 101 Monday, 13 March, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১০১ সংখ্যা ❋ ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৯, সোমবার, ১৩ মার্চ, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

লন্ডনে বসে ভারতীয় গণতন্ত্র নিয়ে রাহুলের মন্তব্যকে খোঁচা মোদির

এটা ভারতের অপমান

১২ মার্চ ঃ লন্ডনের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই হতে পারে কি? প্রশ্ন তুললেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। কর্ণাটকের একটি জনসভায় রাহুল গান্ধীকে একহাত নিয়ে এই কথাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে প্রধানমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিলেন, কেউ ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারবে না। কিছু লোক রয়েছেন যাঁরা অবশ্য গণতন্ত্রের পথে বাধা দিচ্ছেন। কয়েকদিন আগেই ব্রিটেনে রাহুল বলেছিলেন, ভারতে গণতন্ত্র বিপন্ন। এই বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো গণতন্ত্রের রক্ষকরা উদাসীন কেন? লন্ডনের চ্যাথাম হাউস থিঙ্ক ট্যাঙ্কের এক আলোচনাসভায় রাহুল বলেছিলেন, ভারতীয় গণতন্ত্র চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছিলেন, দেশের অখণ্ডতার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছেন রাহুল। তবে এই বিষয়ে এতদিন নীরব ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি কোনও মন্তব্য করেন নি। তবে এবার তিনি গর্জে উঠলেন বলে মনে হল। কর্ণাটকের জনসভায় প্রথমবার মুখ খুলেই নাম না করে রাহুল গান্ধীকে তুলোধনা করলেন তিনি। মোদি বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত। শুধু তাই নয়, গণতন্ত্রের মাতৃসম আমাদের দেশ। তাই লন্ডনের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের গণতন্ত্রের নিন্দা করা, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিছু মানুষ বারাবার ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে অহেতুক প্রশ্ন তুলছেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর মতে যে যাই বলুক, ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হবে না। মোদি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও শক্তির সাধ্য নেই ভারতের গণতন্ত্রকে নষ্ট করার। তা সত্ত্বেও কিছু শক্তি বারবার ভারতের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে। ভারতের মানুষকে অপমান করছে তারা। ভারত তা কখনই মেনে নেবে না। প্রয়োজনে বুক পেতে দাঁড়াবেন। প্রসঙ্গত ব্রিটেনে রাহুল গান্ধীর ভাষণ ঘিরে তুঙ্গে ছিল চাপানউতোর। বিজেপি অভিযোগ করেছিল, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকা এবং ইউরোপের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন কংগ্রেসের 'যুবরাজ'। উল্লেখ্য লন্ডনের চ্যাথাম হাউস থিঙ্ক ট্যাঙ্কের এক আলোচনাসভায় হাজির ছিলেন রাহুল। সেখানে তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় গণতন্ত্র চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তার কয়েকদিন আগে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন রাহুল। ব্রিটেনে রাহুল এও বলেছিলেন, ভারতে গণতন্ত্র বিপন্ন। এই বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো গণতন্ত্রের রক্ষকরা উদাসীন কেন? এদিকে, রাহুলের সেই বক্তব্যকে 'হাতিয়ার' করেছে বিজেপি। তাই প্রধানমন্ত্রী এতদিন চুপ থাকার পরে মুখ খুললেন। রাহুলের দাবি করেছিলেন, আরএসএস আসলে কট্টরপন্থী মৌলবাদী সংগঠন। ভারতের সব স্বশাসিত সংস্থা দখল করার চেষ্টা করছে তারা।

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা! চার মাসে সর্বোচ্চ সংক্রমণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ বলা হল করোনা প্রায় শেষ হয়েছে। তার প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই এল অ্যাডিনো ভাইরাস। অন্যদিকে H3N2। দুই সংক্রামক ভাইরাসের দাপটের মাঝেই এবার নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৫২৪ জন। সংখ্যাটা ১১৩ দিন তথা প্রায় চার মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। রবিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই তথ্য জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আরজি জানিয়েছে, সতর্ক থাকার জন্য। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সচিব রাজেশ ভূষণ একটি চিঠিতে এই বিষয়ে জানিয়েছে, 'গত কয়েক মাসে করোনা সংক্রমণ অনেকটাই কমে গিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি কোভিড ১৯-এর সংক্রমণের হার কয়েকটি রাজ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।' তবে সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে বলে জানাচ্ছেন তিনি। আক্রান্ত, আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতির সংখ্যা এখনও কমই রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে দেশে। কেরলে একজন মারা গিয়েছেন সংক্রমিত হয়ে। সুস্থতার হার এই মুহূর্তে ৯৮.৮ শতাংশ। উল্লেখ্য,দেশে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে H3N2 ভাইরাস। যার প্রচলিত নাম 'হংকং ভাইরাস'। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে বলে সোনা গিয়েছে। গত কয়েক মাস ধরেই এদেশে মাথাচাড়া দিয়েছে ফ্লু। যার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে H3N2। ফ্লু ভাইরাসের মধ্যে এই ভাইরাসে আক্রান্তদের ক্ষেত্রেই হাসপাতালে ভরতির সংখ্যা বেশি। এছাড়াও অনেকেই H1N1 ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যেই নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে। তাই পুনরায় করোনা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইডি বললে টাকা ফেরত দেব, সোমা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ কুন্তলের সঙ্গে পরিচয় না হলেই ভাল হত। অনুশোচনার সুর এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষের বান্ধবী সোমা চক্রবর্তীর গলায়। পাশাপাশি তিনি এও জানালেন, ইডি নির্দেশ দিলে পুরো টাকা দিতে রাজি তিনি। তবে এই গোটা বিষয়টায় অত্যন্ত হতচকিত তিনি, তা সোমার কথায় স্পষ্ট। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তারির তালিকায় একাধিক বড় বড় নাম। তাঁদের জেরা করতেই প্রকাশ্যে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। এভাবেই কুন্তল ঘোষকে গ্রেপ্তারির পর জানা যায় সোমা চক্রবর্তী নামে এক স্যাঁলো মালকিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা। প্রকাশ্যে আসে ৫০ লক্ষ টাকা লেনদেনের তথ্য। এরপরই ইডি জেরার মুখে পড়তে হয় ওই স্যাঁলো মালকিনকে। তিনি বারবার জানিয়েছেন ব্যবসার জন্য টাকা নিয়েছিলেন। তবে এদিন সংবাদ মাধ্যমে জানালেন অনুশোচনার কথা। সোমাদেবী রবিবার বলেন, বড্ড অনুশোচনা হচ্ছে। কুন্তলের সঙ্গে বন্ধুত্ব না হলেও পারত। টাকা না নিয়েই হত। এরপরই তিনি বলেন, আমার ব্যবসায় টাকা এরপর ৩-র পাতায়

শুভেন্দুর সুপারিশে ১৫০ জনের চাকরি!

'তদন্ত হোক', গ্রুপ সি'র নথি দেখিয়ে দাবি কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত চলছে। এবং শুধু তাই নয়, তার জন্য বাতিল ও করা হচ্ছে বহু শিক্ষকের পদ। শুধু তাইই নয়, একের পর এক নাম প্রকাশ্যে চলে আসছে। জড়িয়ে যাচ্ছে তৃণমূলের যুব নেতাদেরও নাম। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা তলব করেছেন শাসকদল ঘনিষ্ঠ দেরও। এসবের মাঝে এবার বিস্ফোরক দাবি করলেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। রবিবার নথি দেখিয়ে তিনি দাবি করেন, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এও বলেন, তাঁর সুপারিশে গ্রুপ সি পদে ১৫০ জনের চাকরি হয়েছিল। আইনের বিচারে তাদের মধ্যে ৫৫ জনের চাকরি বাতিল করা হয়েছে। এখন এই ১৫০ জন কারা? তা জানতে শুভেন্দু অধিকারীকেও তদন্তের আওতায় আনা হোক। দাবি করলেন কুণাল ঘোষ। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষাদপ্তরের একাধিক ব্যক্তি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে আপাতত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হেফাজতে। দুর্নীতির উৎস খুঁজতে গিয়ে একের পর এক সূত্র হাতে আসছে ইডি, সিবিআইয়ের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাতে শাসকদলের যোগ খুঁজে পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। এতে অবশ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন শাসকদলের নেতানেত্রীরা। রবিবার কুণাল ঘোষ পালটা বিরোধী দলনেতা নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত বলে অভিযোগ তুললেন। এদিন নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে বেশ কিছু নথিপত্র তুলে ধরেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। তাঁর দাবি, সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে ৫৫ জন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। সেই ৫৫ জনের চাকরি কিন্তু হয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীর সুপারিশে। শুধু ৫৫ জন, মোট ১৫০ জনের চাকরির সুপারিশ করেছিলেন শুভেন্দু। তাঁর নির্দেশে, তাঁর ব্যবস্থাপনায় এঁদের চাকরি হয়েছিল। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এই দুর্নীতিতে জড়িত শুভেন্দু অধিকারীও। আমরা বলছি, তাঁকে তদন্তের আওতায় আনা হোক। এই ১৫০ জন কারা, কীভাবে চাকরি পেয়েছিলেন, সব খতিয়ে দেখুক সিবিআই, ইডি। প্রসঙ্গত, গত ২০১৬ সালে গ্রুপ সি'তে মোট ২০৩৭ জনকে নিয়োগ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৭৮৫ জনের চাকরি বাতিল করা হয়েছিল আগেই। শুক্রবার আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী শনিবার দু'দফায় মোট ৮৪২ জনের চাকরির নিয়োগপত্র বাতিলের নোটিস জারি করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। অর্থাৎ চাকরি হারান ৮৪২ জন। এরপরই কুণাল ঘোষ পালটা শুভেন্দুর বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুললেন।

'সরকারি কর্মচারীদের পাশে রাজ্যপাল'

রাজ্যপাল-ডিএ আন্দোলনকারী বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) নিয়ে আন্দোলনকারীদের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রবিবার রাজভবনে বৈঠক করলেন। শনিবারই ডিএ সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে আলো চনার ডাক দিয়েছিলেন তিনি। আলোচনার মাধ্যমেই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে জানিয়েছিলেন তিনি। এর পর রবিবার বেলায় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গেল আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দল। রবিবার বেলা ১১টার পর রাজভবনে পৌঁছয় আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দল। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পাঁচ সদস্য রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যান। রাজভবনে বেশ কিছু ক্ষণ ছিলেন তাঁরা। বেরিয়ে এসে জানান, রাজ্যপাল তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন। সিভি আনন্দ বোস নিজেও প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী। তিনি জানিয়েছেন, আন্দোলনকারীদের ডিএ সংক্রান্ত দাবি যথার্থ। সাংবিধানিক পদে থেকে তিনি এই দাবি পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তবে রাজ্যপালের আশ্বাস মিললেও এখনই আন্দোলন বন্ধ করা হচ্ছে না। রাজ্যপালের আশ্বাসের পর কী পদক্ষেপ করা হয়, তা আগে দেখবেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যেরা। সেই অনুযায়ী আন্দোলন নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। প্রসঙ্গত, এর আগে শনিবার রাতে রাজভবন থেকে দু'টি টুইট করেছিলেন রাজ্যপাল। সেখানে তিনি জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএর দাবিতে আং◌োলন চতুর্থ সপ্তাহে পা দিয়েছে, এতে তিনি ব্যথিত। সমস্যাটি জটিল হলেও আলোচনার মাধ্যমেই তার সমাধান সম্ভব। তাই অবিলম্বে অনশন তুলে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল বোস।

ফিল্মি কায়দায় বিরোধীদের হুমকি দিলেন মদন মিত্র

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ১২ মার্চ ঃ চাঁচাছোলা মন্তব্যের জন্য তিনি সব সময়ই বিখ্যাত। সবমিলিয়ে প্রায় সারাবছরই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি থেকে থাকার চেষ্টাওএ করেন। কথা হচ্ছে কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের বিষয়ে। কামারহাটির পাঁচমাথা মোড়ে দলীয় অনুষ্ঠানে ধরা দিলেন সেই পুরানো মেজাজে। বিরোধী দল বিজেপিকে তোপ দাগতে তিনি পিছপা হলেন না। সিপিএমকে ফিল্মি কায়দায় তিনি দেন হুমকিও। এদিন শোনা গেল হিন্দি সিনেমার এক ডায়লক। মাসদেড়েক আগে মুক্তি পাওয়া শাহরুখ খানের ছবি 'পাঠান'। সেই সিনেমার সংলাপ মুখস্থ বেশিরভাগ অনুরাগীর। সেই 'পাঠান' ছবির সংলাপ উদ্ধৃত করে বিরোধী বিজেপি, সিপিএমকে হুমকি দিলেন মদন মিত্র। তিনি বলেন, বিজেপি ও সিপিএম জলদ সে জলদ কুরসি কা পেটি বান্ধ লো। মৌসম বদল রাহা হ্যায়। পাঠান অভি মারা নেহি। পাঠান জিন্দা হ্যায়। টাইগার ইজ ব্যাক। টাইগার আভি জিন্দা হ্যায়। আমাদের গরম করবেন না, গরম করলে এমন গরম হযে. যাব, এলাকায় থাকতে পারবেন না। এর ঠিক একদিন আগে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক। পুলিশের মধ্যেও চর রয়েছে এই অভিযোগ তুলে মদনের হুঁশিয়ারি, পুলিশকে বলি, আপনারা বোধহয় ভুলে যান, তৃণমূল শাসকদল। ক'দিন আগে পৌরসভার ঠিক আগে ৫০টি মাইক লাগিয়ে সিপিএম মিটিং করল। চোখে পড়ল না আপনাদের! উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসছেন? সব পুলিশ নয়, তবে পুলিশের মধ্যে চর রয়েছে। এইটুকু জেনে রাখুন শুধু, বিজেপি বাংলার বাজার গরম করলে, কী করে ঠান্ডা করতে হয় বাংলা, তৃণমূলের কাছে তার প্রয়োজনীয় অস্ত্র রয়েছে। প্রয়োজনে তার প্রয়োগ হবে। বারাকপুর কমিশনারেটের পুলিশ জেনে রাখুন, তৃণমূলের কর্মীরা জানেন কীভাবে চলতে হয়। আর আমরা বাংলা চালাই। সিপিএম, বিজেপিকে আপনারা বাবা বলে ভাবলেও, ওরা কিন্তু আসলে বাবা মোটেই নয়। মদন মিত্র বিরোধীদের বলেন, এরা তিনটেই বদমাইশ। শয়তান। এক বিজেপি, এক কংগ্রেস, আর এক সিপিএম। মনে রাখবেন, এই তিনটেকে বান্ডিলে প্যাক করে কীভাবে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় তর্পণ করাতে হয়, নেড়া করাতে হয়, আমরা তৃণমূলরা জানি। মদন মিত্রের একের পর এক বাক্যবাণকে মোটেও ভাল চোখে দেখছে না বিরোধীরা। কামারহাটির তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্যের সমালোচনায় সরব প্রায় সকলেই। তবে বিরোধীদের আপত্তি কান দিতেই নারাজ তিনি।

বি সি রায় হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ বি সি রায় হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। অ্যাডিনো আতঙ্কের মধ্যেই জ্বর, শ্বাসকষ্টের সমস্যায় এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা

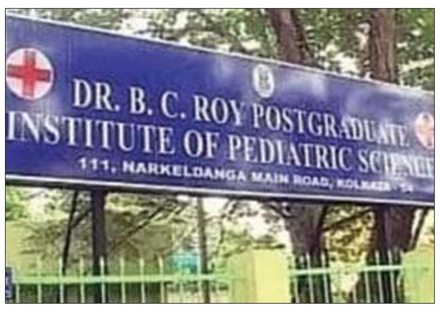

ছড়ায় বি সি রায় হাসপাতালে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফুলবাগান থানার পুলিশ। জানা গেছে, দত্তপুকুরের বাসিন্দা দেড়বছরের শিশু নাজিমুদ্দিন। জ্বর, শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে বুধবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার সকালে মৃত্যু হয় ওই শিশুর। পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতির কারণে শিশুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। যদিও বি সি রায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। অ্যাডিনো আতঙ্কের মধ্যেই বি সি রায় হাসপাতালে বাড়ছে শিশু মৃত্যু। গতকাল রাতে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই নিয়ে ২ মাসে রাজ্যে মৃত্যু হল ১৩৮ জন শিশুর। তবে সর্দিকাশি, জ্বর বা শ্বাসকষ্টে শিশুমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশ কয়েকটি কারণও উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, বিসি রায় শিশু হাসপাতালের উপর একটা চাপ রয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য যে হাসপাতাল রয়েছে, সেখানে এই সমস্ত উপসর্গ নিয়ে শিশু গেলে, বড় অংশকে বিসি রায় শিশু হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে হাসপাতালের পরিকাঠামোর উপর একটা চাপ পড়ছে।

সন্ত্রাসবাদকে বরদাস্ত করবে না বিজেপি দাবি শাহের

হায়দরাবাদ (তেলেঙ্গানা), ১২ মার্চ ঃ মোদী সরকার জঙ্গি কার্যকলাপকে কোনও ভাবেই বরদাস্ত করবে না। এই বিষয়ে কেন্দ্র জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে । রবিবার হায়দরাবাদে সিআই এসএফ এর প্রতিষ্ঠা দিবসের প্যারেডে এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর দাবি, দেশের যে কোনও প্রান্তে যে কোনও ধরনের বিভাজন, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম এবং জাতীয়তা বিরোধী কাজকর্মকে কড়া হাতে সামলাবে বিজেপি সরকার।সিআইএসএফ এর অনুষ্ঠানে তিনি উল্লেখ করেন, গত ৯ বছরে এনডিএ সরকার সফল ভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ সামলেছে। তাঁর দাবি, কাশ্মীরে হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা কমে আসছে। উত্তরপূর্বের অস্থির পরিস্থিতি এখন অনেকটা শান্ত। এমনকী চরম বামপন্থী অধ্যুষিত এলাকাগুলির আয়তন আগের তুলনায় কমেছে। আর তাই এখন মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে । অমিত শাহ এদিন আরও দাবি করেন, জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত মানুষজনের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে। অনেকেই আত্মসমর্পণ করছে। পুলিশের কাছে অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করছে। ১২ মার্চ সিআইএসএফ এর প্রতিষ্ঠা দিবস। আজ তার প্যারেড হচ্ছে হায়দরাবাদের হাকিমপেটের ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি অ্যাকাডেমিতে। এই প্রথম দিল্লির বাইরে অন্য কোনও রাজ্যে সিআইএসএফ এর প্রতিষ্ঠা দিবসের প্যারেড হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। হায়দরাবাদে সিআইএসএফ এর প্রতিষ্ঠা দিবসের প্যারেডে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এখান থেকে তিনি কেরল সফরে যাবেন। সেখানে ত্রিশূরে বীর পুত্র সকথান থাম্পুরানের প্রাসাদ ঘুরে দেখার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। তার পরে সেখানেও তিনি দলের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করবেন বলে জানা গিয়েছে। সিআইএসএফ এর প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার কথাও তিনি সকলে বলবেন।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমন শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ বিরুদ্ধাচারণ করা যার কাজ সে করবেই। এবার তাই শোনা গেল রাস্তাশ্রী প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমন। এই আক্রমন শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই প্রকল্পের প্রচারের সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ করে রাজ্য সরকারের রাস্তাশ্রী প্রকল্পের উদ্দেশ নিয়ে আরও একবার প্রশ্ন তুললেন তিনি। শুভেন্দু দাবি করেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রচারের জন্য এই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এর সঙ্গে রাস্তা মেরামতির তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। রবিবার রাস্তাশ্রী প্রকল্পের প্রচার পরিকল্পনার সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ করেন

শুভেন্দুবাবু। তাতে কী ভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকল্পের প্রচার করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। জেলা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতে হোর্ডিং দিয়ে কী ভাবে প্রকল্পের কথা তুলে ধরতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সেখানে। কী ভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করতে হবে রয়েছে তার রণনীতিও। এই নির্দেশিকা প্রকাশ করে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, অ্যাডিনোভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কোনও উদ্যোগ নেই। মুখ্যমন্ত্রী ৩ শতাংশ ডিএ দিচ্ছেন নইলে তাঁর মুন্ডু। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাস্তাশ্রীর বিজ্ঞাপণে কোটি টাকা খরচ হবে। কারণ পঞ্চায়েতই তৃণমূলের রুজিরুটি। শুভেন্দুর টুইটের জবাবে তৃণমূলের এক মুখপাত্র বলেন, 'ভোট তো লেগেই থাকে। সেজন্য উন্নয়ন আটকে থাকবে না কি?' বিরোধিরা সরকারের ভালো কাজটা কখনই ভালো মনে দেখেন না। তারা শুধু সরকারের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করে। এই ভাবে করতে থাকলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের থেকে আরও দূরে তারা চলে যাবে।

দলীয় সমর্থকদের বার্তা দিতে গিয়ে তোপ ইমরান খানের

'পাকিস্তানের দুরবস্থা নিয়ে মশকরা করছে ভারতের মিডিয়া'

ইসলামাবাদ, ১২ মার্চ ঃ বর্তমানে পাকিস্তানে আর্থিক পরিস্থিতি কারাপের দিকে গিয়েছে। যা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছে। তার পরেও পাক দেশের নেতারা গলা ফাটাচ্ছেন। এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, এদিনই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, পাকিস্তানের দুরবস্থা নিয়ে মশকরা করছে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলি। প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেন, পাকিস্তানের গায়ে মৃত রাষ্ট্রের তকমা লাগিয়ে দিয়েছে ভারতীয় মিডিয়া। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই তোষাখানা কাণ্ডে গ্রেপ্তারি এড়িয়েছেন ইমরান। এই পরিস্থিতিতেই দলীয় সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যমকে বিঁধেছেন ইমরান।

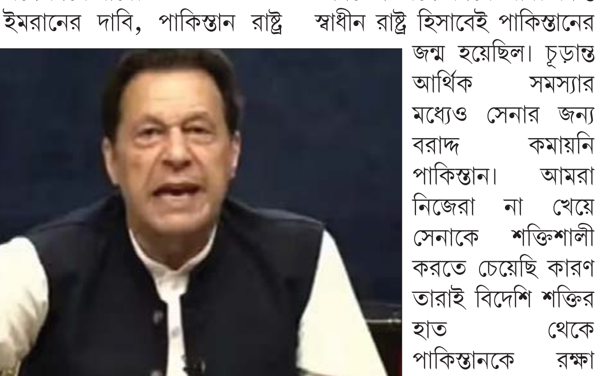

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রধান বলেন, হিন্দুস্তানের টিভি চ্যানেলগুলিতে দেখুন, কীভাবে পাকিস্তানকে নিয়ে মজা করছে। মহানন্দে ওরা ঘোষণা করে দিচ্ছে যে পাকিস্তানের অর্থনীতি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। এমনকি ভারতীয় নেতারা দাবি করছেন যে পাকিস্তান আর নিজে দেশ চালাতে পারবে না, ভারতের সঙ্গে মিশে যাবে।

ইমরানের দাবি, পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সময় থেকেই ভারতীয় নেতারা চেয়েছেন পাক ভূখণ্ড যেন ভারতের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। চূড়ান্ত আর্থিক সমস্যার মধ্যেও সেনার জন্য বরাদ্দ কমায়নি পাকিস্তান। আমরা নিজেরা না খেয়ে সেনাকে শক্তিশালী করতে চেয়েছি কারণ তারাই বিদেশি শক্তির হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে।

তবে পাকিস্তানের প্রশংসা করতে গিয়েও শাহবাজ শরিফ সরকারকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশে আইনের শাসন থাকবে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র। সবকিছুই পেয়েছে আমাদের দেশ, শুধু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, পাকিস্তানের প্রতিটা টিভি চ্যানেলে ইমরানের বক্তৃতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ গ্রেপ্তারি এড়ানোর পরে দেশের প্রশাসনকে বিঁধে বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। এই কাজের জন্য দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে বলেই মত পাক আধিকারিকদের। তবুও তিনি সেই অবস্থাতে দেশের জন্য গলা ফাটানোর চেষ্টা করলেন।

২৪ কোটি মুসলমানকে কি চিনে পাঠাতে চান মোদি সরকার, আক্রমণ ফারুখের

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ ঃ ধর্মের নামে রাজনীতি করা হচ্ছে। বিভাজনের রাজনীতি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই ভাবে কেন্দ্র সরকারকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিলেন জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুখ আবদুল্লাহ। মোদির উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন তোলেন, দেশের ২২-২৪ কোটি মুসলমানকে কি আপনারা সমুদ্রে ফেলে দিতে চান? নাকি চিনে পাঠিয়ে দিতে যান?
৩৭০ ধারা বাতিলের পর প্রায় সাড়ে ৩ বছর পার। এখনও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হল না। এখনও নির্বাচন ঘোষণা করা হয়নি উপত্যকায়। এই পরিস্থিতিতে ফের একযোগে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল কাশ্মীরের দলগুলি। ফারুখ আবদুল্লাহর বাড়িতে কাশ্মীরের বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল একযোগে বৈঠকে বসেছিল। সেই বৈঠক শেষে ফারুখ বলে দেন, যেভাবে একটা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা সম্পন্ন রাজ্যকে

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হল, সেটা এই দেশের জন্য দুঃখজনক। আমরা অবিলম্বে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবি জানাব। ওই সাংবাদিক বৈঠকেই ফারুখ বলেন, গান্ধিজি রামরাজ্যের কথা বলতেন। রামরাজ্য মানে তিনি বোঝাতে চাইতেন, এমন একটা রাজ্য যেখানে সবাই সমান সুযোগ পাবে। কেউ বঞ্চিত হবে না। আমাদের গান্ধীজির দেখানো পথ অনুসরণ করা উচিত। কারও বিরুদ্ধে বিভেদ তৈরি করা উচিত নয়। এরপরই কেন্দ্রের মোদি সরকারকে নিশানা করে আবদুল্লাহ বলে দেন, ঘৃণার রাজনীতি নতুন কিছু নয়। আপনারা ২২-২৪ কোটি মুসলিমকে নিয়ে কী করতে চান? সমুদ্রে ফেলে দিতে চান নাকি চিনে পাঠাতে চান? আবদুল্লাহ জানিয়েছেন কাশ্মীরের সব স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি যৌথভাবে দিল্লিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে দরবার করবে। অবিলম্বে কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো এবং নির্বাচন করানোর দাবিতে সরব হবে। আগামী দিনে বৃহত্তর বিক্ষোভ কর্মসূচিও রয়েছে।

ছোট যানবাহনের জন্য খুলে দেওয়া হল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ১২ মার্চ ঃ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক রবিবার দুদিকে ছোট যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় শ্রীনগর থেকে জম্মু যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে ভারী যানবাহনকে।ঐতিহাসিক মুঘল রোড থেকে বরফ পরিষ্কার করা হচ্ছে। রাস্তাটি একটি বিকল্প জাতীয় মহাসড়ক যা জম্মু অঞ্চলের রাজৌরি এবং পুঞ্চকে কাশ্মীর উপত্যকার শোপিয়ান জেলার সাথে সংযুক্ত করে।

কবিতাকে ফের ১৬ মার্চ তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ ঃ গত শনিবার টানা নয় ঘন্টা ধরে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের মেয়েকে জেরা করে ইডি আধিকারিকরা। ঐদিন রাতে জেরা শেষ হওয়ার পরে আগামী ১৬ মার্চ ফের তাঁকে বৃহস্পতিবার হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।দিল্লি সরকারের আবগারি নীতি নিয়ে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাতে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর মেয়ে কে কবিতার জ।তি থাকার তথ্য মিলেছে বলে দাবি ইডি আধিকারিকদের। গত ৯ মার্চ তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদিও রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে ওই দিন হাজিরা দিতে পারবেন না জানিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে চিঠি পাঠিয়ে সময় চেয়েছিলেন কেসিআর কন্যা। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে এদিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেন ইডির আধিকারিকরা।সেই সমন মেনে এদিন সকাল এগারোটার সময়ে ইডি দফতরে পৌঁছন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর কন্যা। শুরু হয় জেরা। মাঝে মধ্যাহ্ন বিরতির জন্য খানিক বিশ্রাম দেওয়া হয়। তারপরে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের জেরা। টানা নয় ঘন্টা জেরা শেষে রাত আটটার পরে ইডির দফতর থেকে বেরোন কে কবিতা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে অবশ্য সাংবাদিকদের কাছে মুখ খোলেননি তিনি। ঐদিন ৯ ঘন্টা জেরা শেষ হওয়ার পরে ফের রাতেই নোটিশ পাঠিয়ে আগামী ১৬ মার্চ কবিতাকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইডি।

ছাঙ্গু-নাথুলায় তুষারপাতে আটকে বহু পর্যটক, উদ্ধারে সেনা

গ্যাংটক, ১২ মার্চ ঃ আচমকা সিকিমে প্রবল তুষারপাত। যার জেরে পাহাড়ি রাস্তায় আটকে পড়লেন বহু পর্যটক। জেলা পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার বিকেল থেকে সিকিমের আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। পূর্ব সিকিমের নাথুলা ও ছাঙ্গুতে ৮৯টি গাড়িতে প্রায় ৯০০ পর্যটক আটকে পড়েছেন। ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতেই সেনাবাহিনী উদ্ধারকার্যে নেমে পড়ে।সূত্রের খবর, তুষারপাতের জেরে ১৫ মাইল এলাকায় রাস্তা বিপর্যস্ত। গত শনিবার রাত ১১টার মধ্যে অনেক পর্যটককে উদ্ধার করে ৪২ কিলোমিটার দূরে গ্যাংটকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে এখনও বহু পর্যটক সেখানে আটকে রয়েছেন বলে খবর।নাথুলা ও ছাঙ্গু থেকে সিকিমের দিকে ফেরার সময় তুষারপাতে বহু গাড়ি আটকে পড়ে। এখনও বরফের চাদরে ঢেকে রয়েছে এলাকা। পুলিশ-প্রশাসন এবং উদ্ধারকারী দলের তপরতায় বরফ সরানোর কাজ চলছে সেখানে। শনিবার রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ১৫টি গাড়ি উদ্ধার করে আশপাশের সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে সকল পর্যটকেদের চিকিৎসা করেন সেনার চিকিৎসকেরা। পাশাপাশি খাবারের ব্যবস্থাও করা হয় তাঁদের জন্য।প্রশাসন সম্প্রতি কয়েক দিনের জন্য সিকিমের নাথুলা এবং সোমগো লেকে পর্যটকদের জন্য পাস দেওয়া বন্ধ করেছে। পূর্ব সিকিমে প্রবল তুষারপাতের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সেখানকার প্রশাসন সূত্রের খবর।

হান্দওয়ারায় সন্ত্রাসীদের আস্তানা থেকে উদ্ধার অস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ১২ মার্চ ঃ উত্তর কাশ্মীরের হান্দওয়ারার হুংনিকুট এলাকার শালনার গ্রামে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার এক পুলিশকর্তা এ খবর জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো সময় সন্ত্রাসীদার আস্তানা খোঁজ পায়।পুলিশ কর্মকর্তা জানান, গোপন আস্তানা থেকে একটি একে ৪৭ রাইফেল, দুটি ম্যাগাজিন, ৭৫ রাউন্ড গুলি, ১০টি গ্রেনেড, ২৬টি ইউবিজিএল গ্রেনেড, আটটি ইউবিজিএল বুস্টার, দুটি আগুন নিক্ষেপকারী, পাঁচটি রকেট শেল এবং তিনটি রকেট বুস্টার উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী পুলিশের কাছে সামগ্রী হস্তান্তর করেছে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণা সম্পর্কিত বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি,১২মার্চ ঃনমস্কার! বন্ধুগণ,স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন তথা স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টি কোভিড পূর্ববর্তী এবং অতিমারী পরবর্তী - এই দুটি পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের বিচার করা উচিত। সমৃদ্ধ দেশগুলির উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও বিপর্যয়ের কারণে কিভাবে অকেজো হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ আমরা করোনা পরিস্থিতিকালেই চাক্ষুষ করেছি। স্বাস্থ্য পরিচর্যার ওপর বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি অতীতের তুলনায় এখন অনেকটাই উন্নত হলেও এ বিষয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন বা স্বাস্থ্য পরিচর্যার মধ্যেই এখন সীমাবদ্ধ নেই। বরং, এই ক্ষেত্রটিতে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে সার্বিকভাবে ভালো থাকা ও সুস্থ থাকার ওপরই বিশেষ জোর দিয়েছি। এই কারণেই ‘ পৃথিবী এবং স্বাস্থ্যের প্রতি এক অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি’ বিশ্ববাসীর সামনে আমরা তুলে ধরেছি। এর অর্থ হল, মানুষ, প্রাণী বা গাছপালা যাই হোক না কেন, যে কোনও সজীব বস্তুর প্রতি সার্বিক যত্ন গ্রহণের বিষয়টিকে আমরা এখন আরও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছি। বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারীর প্রভাব যোগান শৃঙ্খলের গুরুত্বের বিষয়টিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছে। অতিমারীজনিত পরিস্থিতি যখন চরমে, তখন ওষুধ, ভ্যাক্সিন সহ জীবনদায়ী চিকিৎসার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম দুর্ভাগ্যবশত গুটিকয়েক দেশের করায়ত্ত হয়ে পড়েছিল। বিগত কয়েক বছরের বাজেটে এই বিষয়টির দিকে ভারত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিদেশি রাষ্ট্রগুলির ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনার জন্য আমরা চেষ্টা করে চলেছি। এই পরিস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব রয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই। বন্ধুগণ,স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কয়েক দশকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে এ দেশে সুসংহত তথা দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ অভাব ছিল। সেই কারণে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন তথা স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টি আমরা শুধুমাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হাতে ন্যস্ত করেই থেমে থাকিনি বরং, এ বিষয়টিকে আমরা সরকারেরই একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে সকলের সামনে তুলে ধরেছি। ভারতে চিকিসা ব্যবস্থাকে সকলের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসার বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচির আওতায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা ব্যয়ে চিকিসার সুযোগ এর ফলেই সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ব্যয়সাশ্রয় ঘটেছে ৮০ হাজার কোটি টাকার মতো। অন্যথায় এ দেশের কোটি কোটি রোগীকে চিকিসার জন্য নিজেদেরই ব্যয় বহন করতে হত। গত ৭ই মার্চ। এই দিনটি দেশে পালিত হবে ‘ দিবস’ রূপে। সারা দেশে এখন ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় ৯ হাজারের মতো জনঔষধি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলি থেকে বাজারের চেয়ে অনেক কম দামে ওষুধ সংগ্রহ করা সম্ভব। এই কেন্দ্রগুলি থেকে ওষুধ সংগ্রহের মাধ্যমে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির সাশ্রয় ঘটেছে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। অন্য কথায় বলতে গেলে, এই দুটি কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকরা প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার মতো ব্যয়সাশ্রয়ের সুবিধা লাভ করেছেন। বন্ধুগণ,গুরুতর ধরনের অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার জন্য দেশে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণ যাতে তাঁদের বাড়ির অদূরেই ভালো স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পেতে পারেন সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে আমাদের সরকার। এই লক্ষ্যে সারা দেশে গ।ে তোলা হচ্ছে দেড় লক্ষের মতো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাকেন্দ্র। ডায়াবিটিস, ক্যান্সার এবং হার্টের গুরুতর অসুখ-বিসুখের পরীক্ষার জন্য এই কেন্দ্রগুলিতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এমনকি দেশের ছোট ছোট শহর ও মফঃস্বল এলাকাগুলিতেও গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এই কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আয়ুস্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশনের আওতায়। স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কিত শিল্পোদ্যোগী, বিনি য়োগকারী এবং পেশাদারদের এজন্য নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে।বন্ধুগণ,স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর পাশাপাশি মানবসম্পদও হল সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আরও একটি ক্ষেত্র। গত কয়েক বছরে দেশে স্থাপিত হয়েছে ২৬০টিরও বেশি নতুন মেডিকেল কলেজ। এর ফলে, দেশে বর্তমানে মেডিকেল পঠনপাঠনের জন্য স্নাতক তথা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আসন সংখ্যাও ২০১৪-র তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন যে একজন চিকিসকের সাফল্য নির্ভর করে একজন সফল টেকনিশিয়ানের ওপর। চিকিৎসাক্ষেত্রে মানব সম্পদের বিকাশে মেডিকেল কলেজগুলির কাছাকাছি ১৫৭টি নতুন নার্সিং কলেজ খোলার ঘটনাও একটি ব। ধরনের পদক্ষেপবিশেষ। শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের চাহিদা তথা প্রয়োজন মেটাতেও এগুলি কাজ করে যাবে।বন্ধুগণ,স্বাস্থ্য পরিচর্যা সকলের কাছে সুলভ করে তুলতে প্রযুক্তির ভূমিকা নিরন্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই কারণে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহারের জন্য আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি। ডিজিটাল হেলথ আইডি-র মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা সময়মতো পৌঁছে দেওয়াই হল আমাদের লক্ষ্য। ‘ মাধ্যমে বা।িতে বসেই প্রায় ১০ কোটি মানুষ চিকিসকদের পরামর্শ গ্রহণের সুবিধা ভোগ করছেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে ৫জি প্রযুক্তির হাত ধরে স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলির জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হচ্ছে। ওষুধের যোগান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার পরিবহণ ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এনে দিয়েছে। স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে সার্বজনীন একটি বিষয় করে তুলতে এই ব্যবস্থা আমাদের প্রচেষ্টায় এক বিশেষ মাত্রা যোগ করবে। শুধু তাই নয়, দেশের শিল্পোদ্যোগীদের জন্যও তা থেকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। তবে, শিল্পোদ্যোগীদের একটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে যে কোনও প্রযুক্তিকে আমদানি না করে এই বিষয়টিতে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রচেষ্টার কাজও আমরা শুরু করেছি। চিকিসাপদ্ধতি ও ওষুধের যোগানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় কয়েকটি নতুন কর্মসূচির কাজও আমরা গত কয়েক বছরে চালু করেছি। এই ধরনের কর্মসূচিগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি।গত কয়েক বছর ধরে চিকিৎসাপদ্ধতি ও সাজসরঞ্জামের মতো ক্ষেত্রটিও ১২-১৪ শতাংশ হারে প্রসার লাভ করেছে, আগামী ২-৩ বছরের মধ্যেই অঙ্কের হিসাবে যা বাজারে ৪ লক্ষ কোটি টাকা ছুঁয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি। ভবিষ্যতের উপযোগী চিকিৎসা প্রযুক্তি, উন্নতমানের উৎপাদন ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার কাজও আমরা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছি। আইআইটি সহ দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে চিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থাও ক্রমান্বয়ে চালু হয়ে যাবে। এর ফলে উপকৃত হবে দেশের বায়ো-মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অনুরূপ ধরনের অন্যান্য কোর্সগুলি। আমাদের এই প্রচেষ্টায় বেসরকারি ক্ষেত্রগুলির অংশগ্রহণ বা।াতে এবং শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারের মধ্যে সর্বোচ্চ সমন্বয় তথা যোগসূত্র গড়ে তুলতে আমাদের একযোগে কাজ করে যাওয়ার বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে হবে।বন্ধুগণ,কখনও কখনও বিপর্যয়ও আমাদের সামনে সুযোগ এনে দিতে পারে। কোভিড পরিস্থিতিতে দেশের ওষুধ উপাদন ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কোভিড অতিমারীকালে ভারতের ওষুধ শিল্প যেভাবে সমগ্র বিশ্বের আস্থা অর্জন করেছে তা এক কথায় নজিরবিহীন। বিশ্ববাসীর এই আস্থাকে আমরা বিশেষ মূলধন বলেই মনে করি এবং সেইমতো আমাদের আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যে সাফল্য, সুখ্যাতি এবং আস্থা আমরা অর্জন করেছি তা যাতে বিফলে না যায়, সে সম্পর্কে আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। বরং, আমাদের ওপর এই আস্থা যাতে উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পায় তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। কয়েকটি উকর্ষ কেন্দ্রের মাধ্যমে ওষুধ উপাদন ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবন প্রচেষ্টাকে উৎসাহদানের কাজও আমরা শুরু করে দিয়েছি। আমাদের এই প্রচেষ্টা দেশের অর্থনীতিকেই শুধুমাত্র মজবুত করে তুলবে না, একইসঙ্গে সৃষ্টি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও। এই বিশেষ ক্ষেত্রটির আজকের দিনে বাজার মূল্য হল প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা। যদি আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ক্ষেত্রগুলির মধ্যে আরও বেশি করে সমন্বয় গড়ে তুলতে পারি তাহলে এই মাত্রা ১০ লক্ষ কোটি টাকাতেও উন্নীত করা সম্ভব। ওষুধ উপাদন শিল্পকে আমি পরামর্শ দেব, গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে সেইমতো অর্থ বিনিয়োগের জন্য। গবেষণার কাজকে উৎসাহ দিতে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আমাদের সরকার। দেশের যুব সমাজ এবং গবেষণা শিল্পের বিকাশে কয়েকটি আইসিএমআর গবেষণাগার স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সরকারিভাবে। এই ধরনের আরও কিছু পরিকাঠামো গ।ে তোলা যায় কিনা সে সম্পর্কে আমরা অবশ্যই চিন্তাভাবনা করব। বন্ধুগণ,প্রতিরোধ মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টার একটি বিশেষ দিকও রয়েছে। দেশের প্রতিটি প্রান্তকে আবর্জনা মুক্ত করার লক্ষ্যে ‘ ভারত অভিযান’, ধোঁয়া থেকে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে ‘ যোজনা’ কর্মসূচি, দূষিত জলের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে ‘ জীবন মিশন’ - এই ধরনের কর্মসূচিগুলির ইতিবাচক ফল আমরা লক্ষ্য করেছি। একইভাবে, রক্তাল্পতা ও অপুষ্টি আমাদের দেশের আরও দুটি প্রধান সমস্যা। এর মোকাবিলায় ‘ পুষ্টি মিশন’-এর কাজ আমরা শুরু করেছি। খুবই আনন্দের কথা যে মিলেট তথা শ্রী অন্ন-এর ব্যবহারের ওপর আমরা এখন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। কারণ, শ্রী অন্ন হল এক কথায় এমন এক সুপারফুড যা দেশের প্রত্যেকটি পরিবারে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে অপুষ্টির মতো সমস্যা মেটানো সম্ভব। ভারতের এই প্রচেষ্টার সুবাদে বর্তমান বছরটিকে ‘ বাজরা বর্ষ’ রূপে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। ‘ মাতৃ বন্দনা যোজনা’ এবং ‘ইন্দ্রধনুষ’-এর মতো কর্মসূচিগুলিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সুস্থ মাতৃত্ব এবং সুস্থ শৈশব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি।যোগাভ্যাস, আয়ুর্বেদ এবং ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন নানা ধরনের অসুখ-বিসুখের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। আয়ুর্বেদের মতো ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং ওষুধের চাহিদা এখন বিশ্বব্যাপী। ভারতের এই প্রচেষ্টার সূত্র ধরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরম্পরাগত চিকিসার গ্লোবাল সেন্টারটি ভারতে স্থাপিত হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সকল পক্ষকে এবং আয়ুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছে আমি আর্জি জানাব, প্রমাণকে সাক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রচেষ্টাকে আরও বা।িয়ে তোলার জন্য। মনে রাখতে হবে যে ফলাফলই যথেষ্ট নয়, কার্যকারিতার প্রমাণও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ শিল্পের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন তাঁদের উচিত গবেষণাকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজে এগিয়ে যাওয়া। বন্ধুগণ,আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো এবং চিকিৎসা সম্পর্কিত মানবসম্পদ গড়ে তোলার পাশাপাশি সরকারি প্রচেষ্টার আরও একটি বিশেষ দিকও রয়েছে। দেশে এই ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে শুধুমাত্র দেশবাসীর মধ্যেই তা যাতে সীমাবদ্ধ না থাকে তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। এখন কোনও দেশই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। তাই, চিকিৎসার দিক থেকে ভারতকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যটন গন্তব্য রূপে তুলে ধরার এক বিশেষ সুযোগ আমাদের সামনে রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, চিকিৎসা পর্যটন ভারতে একটি বড় ধরনের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে চলেছে। শুধু তাই নয়, দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।বন্ধুগণ,‘ প্রয়াস’ অর্থাৎ, সকলের মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নত ভারতে আমরা উন্নত ধরনের এক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি। আজ এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারী সকলের কাছেই আবেদন জানাব যে আপনারা আপনাদের নিজেদের প্রস্তাব ও পরামর্শ আমাদের কাছে তুলে ধরুন। একটি নির্দিষ্ট রোডম্যাপ অনুসরণ করে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাকে সঙ্গে নিয়ে বাজেট প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত হোক একথা যেমন আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, একইসঙ্গে এই বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা যাতে সঠিক সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করা যায় তাও আমাদের কাছে এক বিশেষ দায়িত্বের বিষয়। তাই, আগামী বছরের বাজেটের আগেই এই স্বপ্ন যাতে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আমি আর্জি জানাই আপনাদের সকলের কাছেই। আমাদের বাজেট প্রস্তাবগুলি যাতে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয় সেই লক্ষ্যে আপনাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত তথা পরামর্শ আমাদের কাছে পেশ করুন। দেশের সার্বিক সঙ্কল্প এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণ নিশ্চিতভাবেই আমাদের সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনাদের সকলকেই জানাই আমার বিশেষ শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ।

৬ ও ৭ এপ্রিল কাজিরঙায় হাতি মহোৎসবে আসছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

গোলাঘাট (অসম), ১২ মার্চ ঃ আগামী ৬ এপ্রিল অসমে আসবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে অনুষ্ঠেয় হাতি মহোৎসবে যোগদান করতে আসবেন। দুদিনের কার্যসূচি নিয়ে অসমে আসবেন রাষ্ট্রপতি। রবিবার কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের অধিকর্তা যতীন্দ্র শর্মা এ খবর দিয়েছেন। তিনি জানান, আগামী ৬ এবং ৭ এপ্রিল কাজিরঙায় হাতি মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠেয় হাতি মহোৎসবে অংশগ্রহণ করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।অধিকর্তা শর্মা তথ্য দিতে গিয়ে আরও জানান, কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান সফরকালে রাষ্ট্রপতি জিপ এবং হাতি সাফারিও করবেন। জিপ এবং হাতির পিঠে চড়ে তিনি কাজিরঙার নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ করবেন। এছাড়া কাজিরঙার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠেয় হাতি মহোৎসবের নানা কার্যসূচিতেও তিনি অংশগ্রহণ করবেন। তবে মূল অনুষ্ঠানস্থল ছাড়া অন্য স্থানগুলি এখনও নির্দিষ্ট হয়নি। উচ্চস্তরীয় বৈঠকে ওই সব স্থান নির্দিষ্ট করা হবে, জানান কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের অধিকর্তা যতীন্দ্র শর্মা। তিনি জানান যে, কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে প্রতি বছর হাতি উৎসব পালন হয়। জাতীয় উদ্যানে এশিয়াটিক হাতিদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় সহায়তা করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় উৎসব। রাজ্যে হাতি-মানুষের ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি এর সমাধান খোঁজার লক্ষ্য নিয়ে পর্যটন এবং বন দফতর এ ধরনের উৎসব সংগঠিত হয়।মাথা থেকে পা পর্যন্ত সজ্জিত একশোর বেশি গৃহপালিত এশিয়াটিক হাতি নাচ-গান, ফুটবল, প্যারেড এবং রেস সহ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করে।

ফের বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে 'হামলা', পাথরের ঘায়ে ভাঙল জানলার কাচ

ফরাক্কা, ১২ মার্চ ঃ ফের বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে হামলা। পাথরের ঘায়ে ভাঙল রাজ্যের প্রথম সেমি হাইস্পিড ট্রেনের কাচ। যাত্রীরা কেউই জখম হননি। তবে আতঙ্কিত প্রায় সকলেই। গত শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায়। একের পর এক বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন রেল কর্তৃপক্ষও। শুরু করা হয়েছে তদন্ত।নির্দিষ্ট সময়মতো বঃেদ ভারত এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হাওড়া ফিরছিল। রেল সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ছাড়ার সময় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হয়। পাথরের ঘায়ে জানলার কাচ ভেঙে গিয়েছে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত যাত্রীরা। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, এই ঘটনাটি অত্যন্ত দু ঃখজনক। কে বা কারা বন্দে ভারত লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ল তা খতিয়ে দেখা হবে।উল্লেখ্য, বছরের শুরু থেকে রাজ্যের প্রথম সেমি হাইস্পিড বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে যাত্রী পরিষেবা শুরু হয়। তারপর থেকে বারবার ওই ট্রেনটিতে হামলা চালানো হয়। প্রথমবার মালদহ ঢোকার পথে কুমারগঞ্জ, পরদিন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন, তৃতীয়দিন অর্থা বিহারের বারসোই স্টেশন ছাড়ার পর বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাথর ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ।

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

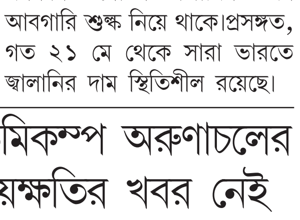

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

৩.৭ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প অরুণাচলের দিবাং ভ্যালিতে, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

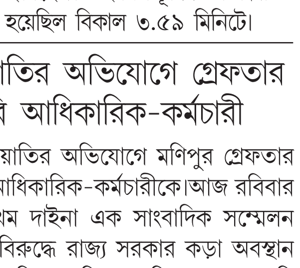

অরুণাচল প্রদেশ, ১২ মার্চ ঃ ৩.৭ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে অরুণাচল প্রদেশের দিবাং ভ্যালি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। তবে মৃদু ভূমিকম্পের ঘটনায় কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। বেলা ১২.১২ মিনিটে দিবাং ভ্যালিতে সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৩.৩ মাত্রা ধরা পড়েছে। সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ভূগর্ভের ৫ কিলোমিটার গভীরে ২৮.৫৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৫.৯১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ছিল।প্রসঙ্গত, গত ৮ মার্চ গুয়াহাটি এবং এর প্রতিবেশী অঞ্চলে ৪.১ প্রাবল্যের নিম্ন-ঘনত্বের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল। ওই দিন ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল বিকাল ৩.৫৯ মিনিটে।

পঞ্জাবে ‘বন্দুক’ সংস্কৃতি’র বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ, বাতিল ৮১৩ বন্দুকের লাইসেন্স

চণ্ডীগড়, ১২ মার্চ ঃপঞ্জাবে ‘বন্দুক সংস্কৃতি’র বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। ৮১৩টি বন্দুকের লাইসেন্স বাতিল করল ভগবন্ত মান-এর নেতৃত্বাধীন সরকার।বন্দুকের যে লাইসেন্সগুলি বাতিল করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে লুধিয়ানা গ্রামীণ এলাকার ৮৭টি, শহিদ ভগ সিং নগরের ৪৮টি, গুরুদাসপুরের ১০টি, ফরিদকোট এলাকার ৮৪টি, পাঠানকোটের ১৯৯টি, হোশি য়াপুরের ৪৭টি, কাপুরথালার ৬টি, এসএএস কসবা এলাকার ২৩৫টি। বাতিল করা হয়েছে সাংরুর এলাকার ১৬টি বন্দুকের লাইসেন্স এবং অমৃতসর কমিশনারেট এলাকায় ২৭টি বন্দুকের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। বাতিল লাইসেন্সের তালিকায় রয়েছে জলন্ধর কমিশনারেট এলাকার ১১টি-সহ আরও বহু। পঞ্জাব সরকার এখনও পর্যন্ত ২ হাজারের বেশি অস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল করেছে।পঞ্জাব সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বন্দুক রাখার জন্য নিয়ম মেনে চলতে হবে। পাবলিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয়.স্থান, বিবাহ অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ

সতীশ কৌশিককে খুন করেছে আমার স্বামী চাঞ্চল্যকর দাবি মহিলার

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ ঃবলিউড অভিনেতা তথা নির্দেশক সতীশ কৌশিকের মৃত্যুর ঘটনায় নয়া মোড়। দিল্লির এক ব্যবসায়ীর স্ত্রী দাবি করলেন ১৫ কোটি টাকার জন্য তাঁর স্বামী সতীশ কৌশিককে খুন করেছেন । আর এই টাকা তিনি দুবাইতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে অভিনেতার থেকে নিয়েছিলেন । দিল্লি পুলিশ কমিশনারের অফিসে দায়ের করা একটি অভিযোগে এমনটাই জানিয়েছেন ওই মহিলা । তিনি এও জানান, সতীশ সেই টাকা ফের চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর স্বামী তা দিতে চাননি । এই কারণেই সতীশকে কিছু ওষুধ খাইয়ে খুন করা হয়েছে যার পুরোটাই তাঁর স্বামীর মস্তিস্কপ্রসূত । অভিনেতার মৃত্যুর তদন্তে নেমে শনিবার এক সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছিলেন যে তাঁরা দিল্লির ফার্মহাউস থেকে কিছু 'ওষুধ' উদ্ধার করেছেন । মৃত্যুর আগে এখানেই ৬৬ বছর বয়সি অভিনেতা সতীশ কৌশিক একটি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে । তবে মহিলার বক্তব্য এটি একটি পরিকল্পিত খুন । তাঁর দাবি, ২০১৯ সালে ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ের পর অভিনেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় । ভারত ও দুবাইয়ে নিয়মিত তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন সতীশ । ২০২২-এর ২৩ অগস্ট দুবাইতে তাঁদের বাড়ি গিয়ে তাঁর স্বামীর কাছে ১৫ কোটি টাকা দাবি করেন অভিনেতা । তাঁর কথায়, আমি তখন ড্রয়িং রুমে ছিলাম । আর সেখানেই সতীশের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন আমার স্বামী । সতীশ তখন বলেছিলেন, তাঁর টাকার খুব প্রয়োজন ছিল এবং তিনি আমার স্বামীকে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ১৫ কোটি টাকা দিয়েছেন ৩ বছর হয়ে গিয়েছে । এমনকী সেই টাকা বিনিয়োগ করা তো দূর অস্ত তাঁকে ফেরতও দেওয়া হয়নি । তিনি প্রতারিত হয়েছেন ।মহিলার দাবি ব্যবসায়ী সতীশকে বলেছিলেন, যে অগ্রিম টাকা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তার কোনও প্রমাণ নেই । তবে তিনি এটা শোধ করতে চান কিন্তু একটু সময় লাগবে । মহিলার আরও বলেন, এরপর আমার স্বামীকে সতীশ বলেন যে তিনি তাঁকে একটি প্রতিশ্রুতি নোট দিয়েছিলেন । আর এখন সতীশের মৃত্যুর খবর পড়লাম । এই ঘটনার পরই আমার সংেদহ যে আমার স্বামীই তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে অভিনেতাকে মাদক দিয়ে খুন করেছে যাতে তাঁকে টাকা ফেরত দিতে না হয় । তবে এই বিষয়ে আরও জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা কোনও মন্তব্য করতে চাননি । জানা গিয়েছে, ফার্ম হাউসের পার্টিতে যোগ দানকারী ২৫ জনকে জিজ্ঞাসা বাদের জন্য তলব করা হবে।

মণিপুরে জমির নথি জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার মহিলা সহ পাঁচ সরকারি আধিকারিক-কর্মচারী

ইমফল, ১২ মার্চ ঃ জমির নথি জালিয়াতির অভিযোগে মণিপুর গ্রেফতার করা হয়েছে মহিলা সহ পাঁচ সরকারি আধিকারিক-কর্মচারীকে।আজ রবিবার ইমফল পূর্ব জেলা কমিশনার খুমানথেম দাইনা এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এ খবর দিয়ে জানান, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কড়া অবস্থান নিয়েছে। তিনি জানান, গিফট ডিলের দলিলে মণিপুর ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০-এর অধীনে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল। সরকারি জমির রেকর্ড জালিয়াতির বিষয়ে দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে এইচএনজি থানায় ২৭(৩)২০২৩ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৯ ৪২০ ৪৬৫ ৪৬৮ ৪৭১ ১২০বি, এমএলআর ১৪৮ এবং জমি সম্পর্কিত আইনের ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে।এর পর তদন্তে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কিছু প্রামাণিক তথ্য হাতে আসার পর তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁরা জি চিংলেনসানা কাবুই (৫১), মইরাংথেম সানাতম্বা (৪৮) এবং লেইশাংথেম বিশ্বনাথ (৪৮) নামে তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হযেছিল। তাদের পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ মার্চ ফের তাঁদের আদালতে পেশ করা হবে, জানান জেলা কমিশনার।ইমফল পূর্ব

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৩ মার্চ ঃসোমবার, ২৮ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৩মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৮ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৮ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২২.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৭৮শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার- সকাল ১০টা ২০ মিনিট এবং রাত-১০টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১০টা ২০মিনিট। রাত-১০টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৫৫মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৪০মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। সন্তান হতে পারে আজ

বৃষভ রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। অর্থ ব্যয় হবে না।

মিথুন রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে

কর্কট রাশিঃ আপনি আপনার ইতিবাচক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার চারপাশের মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারবেন। শুভ দিন হবে

সিংহ রাশিঃকোন শারীরিক যন্ত্রণায় ভোগা আজ প্রবলভাবে সম্ভাব্য। কোন শারীরিক বলপ্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন যা আপনার শরীরের উপর আরো চাপ দেবে। অর্থ ব্যয় হবে

কন্যা রাশিঃআপনার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস ভালো

তুলা রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। শুভ দিন

বৃশ্চিক রাশিঃআজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন।

ধনু রাশিঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন ।

মকর রাশিঃআপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। বিবাহের যোগ হবে আজ

কুম্ভ রাশিঃ এক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। বাড়িতে অতিথি।

মীন রাশিঃআজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। আজ, এই সাইনটির কিছু

রাজ্যপালের হস্তক্ষেপে সরকার এবং সরকারি কর্মীদের আলোচনায় বসা দরকার, ডিএ প্রশ্নে মন্তব্য দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মার্চ ঃ ডিএ নিয়ে সরকারি কর্মীদের অনশন চলছে। রবিবার বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ দিল্লি যাওয়ার পথে হাওড়া স্টেশনে বলেন রাজ্যপালের হস্তক্ষেপে সরকার এবং সরকারি কর্মীদের আলোচনায় বসা দরকার। আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র বেরতে পারে। তিনি অভিযোগ করেন সরকার তার কর্মীদের কথা শুনছে না। চিরকুট দিয়ে বাজেটে ডিএ ঘোষণা করেছে। কেন ৬ শতাংশ দিতে পারছে না তা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলুক। কোর্ট ডিএ এর কথা বলেছে। কর্মীদের ধর্মঘট করার অধিকার আছে। সরকার তাদের দিয়ে সব রাজনৈতিক কাজ করাচ্ছে অথচ তাদের কথা শুনছে না। তাই মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য রাজ্যপালের হস্তক্ষেপে কথা শুরু হওয়া উচিত। অনুব্রত ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, বীরভূমের তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের লটারির জেতা এখন ইডির আতসকাচের তলায়। এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন একজন বারবার প্রথম পুরস্কার পাচ্ছে তাহলে তা সন্দেহের কারণ আছে। ৬০ লক্ষ টাকার টিকিট ৮০ লক্ষ টাকায় কেনা হয়েছে। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ তার মাথায় থাকার কারণে তিনি যত অপরাধমূলক কাজ করেছেন। এখন তদন্ত হওয়ায় সবকিছু বেরিয়ে আসবে। এডিনো ভাইরাসের প্রকোপে রাজ্যের শিশু মৃত্যু বন্ধ হচ্ছে না। এ নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজ্য সরকার দিশেহারা। নেতা বাঁচাবে না মন্ত্রী বাঁচাবেন। বাচ্চাদের কথা মনে নেই। রাজ্য সরকারের উচিত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে গোটা ঘটনার তদন্ত করা। রাজ্য সরকারের দাবি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে এ ব্যাপারে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, সরকার সব সময় বলেন নিয়ন্ত্রণে আছে। কিন্তু মানুষ দেখছে শিশুদের জন্য বেড নেই, ওষুধ নেই, শিশুদের চিকিৎসা ঠিক মতো হচ্ছে না। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা চাওয়া উচিত। বিরোধী নেতাদের বাড়িতে সিবিআই এবং ইডি অভিযান নিয়ে দিলীপবাবু বলেন প্রতিবার ভোট এলেই বিরোধীরা নানা ইসুতে শোরগোল তোলার চেষ্টা করে। আগে পেগাসাস সহ নানা ইস্যুতে চেঁচামেচি করেছিল। এখন আবার সিবিআই ইডিকে নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু সিবিআই বা ইডি যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই টাকা উদ্ধার করছে। এই টাকা বিরোধীরা পেয়েছে চাকরি বিক্রি করে অথবা জমি বিক্রি করে। এটা মানুষ দেখছে। আগামী ভোটের আগে বিরোধীদের অর্ধেক নেতা জেলে চলে যাবে। বিরোধীরা মোদির সঙ্গে পেরে উঠছে না। বিরোধীরা পিছু হটছে। আগামী লোকসভা ভোটেও বিজেপি জিতবে। বিরোধীরা কিছু করতে পারবে না। প্রসঙ্গত এদিন ডিএ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, সাধারণ মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য অনশন ভাঙা এবং কাজ চালিয়ে যাওয়া দুটোই আমরা চাইছি। রাজ্যপাল হস্তক্ষেপ করেছেন। ইনি একবার সরকার এবং আন্দোলনকারী দুই পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করুন। সরকার কোনও কথা শুনতেই রাজি নয়।

কর্মচারীদের এই ডিএর দাবি আছে। কোর্টও বলেছে। সরকার যাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সকল রাজনৈতিক কাজ করে নিচ্ছেন কিন্তু তাদের দাবি পূরণ করা হচ্ছেনা। তারা তো আন্দোলন করবেনই। সেইজন্য রাজ্যপালের উচিৎ দুইপক্ষকে নিয়ে বসার। তাতে হয়তো সমস্যা সমাধান হয়ে যেতো। আমার মনে হয় কথা শুরু হওয়া উচিৎ। অনুব্রত ইস্যুতে নাম না করে দিলীপ ঘোষ বলেন, লটারির ব্যাপারটা আগে এসেছে। সব লটারিতে যদি প্রথম পুরস্কার কেউ পায় তাহলে তো সন্দেহ হবেই। জানা গিয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা পুরস্কার কেনা হয়েছে ৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে। যার কাছে প্রথম পুরস্কারের টিকিট ছিল তিনিই বলেছেন। যতরকম অপরাধ সম্ভব সব করেছেন। সব জায়গায় যুক্ত আছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে এটা হয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর থেকে অনুমতি যদি না থাকে তাহলে এটা হয় না। সমস্ত রাস্তা ওইদিকেই যাচ্ছে। তদন্ত হোক। কেউ যেন ছাড়া না পায়। অ্যাডিনো প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, সরকার দিশেহারা। মন্ত্রী বাঁচাবে, সরকার বাঁচাবে নাকি নেতা বাঁচাবে। জনগণের কথা মনে নেই। সরকার নিজের নিজের বাঁচাতে ব্যস্ত। সেইজন্য এখনও সময় আছে। না হলে করোনার মতো হাতের বাইরে পরিস্থিতি চলে যাবে। এক্সপার্ট কমিটি তৈরি করে দেখা উচিৎ। তারপর দেখা উচিৎ অ্যাডিনো ভাইরাসে নাকি অন্য কারণে শিশু মৃত্যু হচ্ছে তা দেখে ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক বাচ্ছা অসুস্থ। হাসপাতালে বেড পাওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি ঠিক নেই। সরকার যেন গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি নিয়ে দেখে। আসলে কিছুই নিয়ন্ত্রণে নেই। শুধু ভগবান ভরসায় আছে। মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা যা বলেন তা কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। মানুষ যেটা চোখের সামনে দেখছেন সেটাই বিশ্বাসের। সেইজন্য সমাধানের চেষ্টা করা উচিৎ না হলে এই নিয়ে কেন্দ্রের সাহায্য নেওয়া উচিৎ। ইডি, সিবিআই তদন্ত প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, যখন ভোট কাছে আসে তখনই বিরোধীরা তৎপর হয়। কারণ জনগণের সামনে দাঁড়াতে হবে। উত্তর দিতে হবে। সিবিআই, ইডি যেখানে হাত দিচ্ছে সেখানেই নোটের বান্ডিল পাচ্ছে। এসব সামনে আসছে। জনগণ বলছে। পরবর্তী নির্বাচনে কি ইস্যু নিয়ে মোদির সামনে দাঁড়াবে। লোকসভা অধিবেশনে মিথ্যা ইস্যু নিয়ে বিতর্ক শুরু করে। কিন্তু সবই মিথ্যা প্রমানিত হয়। এতকিছু করেও কিছু করতে পারছে না। মোদি এগিয়ে যাচ্ছে। আর বিরোধীরা পিছিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় ২০২৪এর লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের আরও খারাপ ফল হবে। অর্ধেক লোক জেলে যাবে। দেশে অনেক বছর ধরে এত বড় কেলেঙ্কারি হয়েছে জনগণের সামনে তা প্রকাশ পেয়েছে। এই কারণে না জিততে পারবে, না জেল থেকে বেরতে পারবে। যাদের পয়সা লুটেছে তারা কেউ ভোট দেবে না।

পুকুরের জলে বিষক্রিয়ায় বালির খামার পাড়ায় ১৬টি হাঁসের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মার্চ ঃ পুকুরের জলে বিষ মেশানোর অভিযোগ, জলে বিষক্রিয়ায় বালির খামার পাড়ায় রাজহাঁস সহ ১৬টি হাঁসের মৃত্যু। ক্ষোভে ফুঁসছেন গোটা এলাকার মানুষ। যে বা যারা এই ষড়যন্ত্রে জড়িত তাদের শাস্তির দাবি উঠেছে। জানা গেছে, পুকুরে বিষক্রিয়ায় শনিবার থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত রাজহাঁস সহ ১৬টি হাঁসের মৃত্যু ঘটেছে। বাকি জীবিত হাঁসগুলো জলের বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বালির পি কে গাঙ্গুলি রোড ও খামার পাড়ার মানুষ এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন। যিনি এই হাঁসগুলোর প্রতিপালন করেন হাঁসগুলোর মৃত্যুতে তাঁরও এখন সর্বস্বান্ত অবস্থা। এই পুকুরের জল ব্যবহার করেন এলাকার বাসিন্দারাও। তাঁরাও দোষীর শাস্তি দাবি করছেন। স্থানীয় পি কে গাঙ্গুলী রোডের একটি পুকুরের জলপান করে এখনও পর্যন্ত ২টি রাজহাঁস সহ মোট ১৬টি হাঁসের মৃত্যু হয়েছে। হাঁসের মালিক প্রণব ঘোষ জানান, পুকুরে বিষক্রিয়া করায় এই ঘটনা ঘটেছে। পুকুরের জলে বিষ দেওয়া হয়েছে আগে জানা গেলে এতগুলো নিরীহ প্রাণীর মৃত্যু ঘটতো না। এই ঘটনার পর থেকে এলাকার মানুষজন পুকুরের জল ব্যবহার করতেই এখন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অবিলম্বে যে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তার শাস্তির দাবি জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে হাঁস লালনপালন করছেন শেখ সেলিম। তিনি জানান, অবলা

প্রাণীদের এভাবে বিষক্রিয়া ঘটিয়ে যে মৃত্যু ঘটানো হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি চাইছি। গ্রামেগঞ্জে এমন হলে মারাত্মক ঘটনা আকার ধারণ করত। আমরা দোষীর শাস্তি চাই।শেখ সেলিম আরও বলেন, আমিই হাঁসেদের দেখাশোনা করি। সকালবেলায় একবার দেখে গিয়েছিলাম। দুপুর ১২টা নাগাদ এসে দেখি সব হাঁস ছটপট করছে, মারা গিয়েছে। পুকুরে মাছ মারার তেল দেওয়ায় এই ঘটনা। মনে হয় ওষুধ বেশি দেওয়ার কারণেই এমন ঘটনা। ছোট হাঁস ১৫টা এবং বড় হাঁস ১টা মারা গিয়েছে। যে করেছে তার শাস্তি চাইছি। হাঁসের মালিক প্রণব ঘোষ বলেন, পাশের পুকুরে হাঁসগুলো চরে বেড়ায়। কেউ ওই পুকুরে বিষ দিয়ে দিয়েছে। এমনই পরিমাণে বিষ দিয়েছিল যে হাঁসগুলো জলে নামার ৫ মিনিটের মধ্যে ছটপট করতে করতে মারা যাচ্ছে। অনুমান স্থানীয় একজন এই পুকুরে বিষ দিয়েছে। এই পুকুরের জল স্থানীয় মানুষজন ব্যবহার করেন। এই পুকুরে এত শক্তিশালী বিষ দেবে তা বোঝা যায়নি। ২৪টা হাঁসের মধ্যে ১৫টাই মারা গিয়েছে। বাকিগুলো ধুঁকছে। যে বা যারা এই কাজ করেছে তাদের শাস্তি দাবি করছি।

হুগলির শান্তনু ব্যানার্জির কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির হদিস

বনস্পতি দে, হুগলি, ১২ মার্চ ঃ হুগলির ডাক সাইটে তৃণমূল নেতা শান্তনু ব্যানার্জি গ্রেপ্তার হওয়ার পর আস্তে আস্তে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরোচ্ছে তার কত সম্পত্তি আস্তে আস্তে সব বেরোচ্ছে। জানা গেল হুগলির বলাগড়ের বাসিন্দা শান্তনু তাকে এলাকার লোকেরা বলে পাকা মাগুর তার কারণ গভীর জলে থাকে এবং বিষ হয় যেটা জানালেন এলাকা বাসিরা তাদের আরো বক্তব্য শান্তনুর একসময় মোবাইলের দোকান ছিল। তারপর তার বাবা মারা যাওয়ার পর সে রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিতে চাকরি পায় মানে বাবার চাকরি আর কি তখনও সে যুব তৃণমূলের ছোটখাটো নেতা ছিল তারপর সে হলো ২০১৪ সালে হুগলি জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি তারপর আর তার পেছনে ফেরার বালাই ছিল না। বলাগর এলাকার যত মাটি মাফিয়া বেআইনি মাটিকাটা সব শান্তনুর সিগন্যাল ছাড়া হতো না বড় বড় রিসোর্ট কয়েকটি ধাবা, সেই ধাবা ছিল জাঁকজমকপূর্ণ বেআইনি বালির কারবার তোলাবাজি বেআইনি চাকরি লেনদেন সবই। ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে প্রথমে কিছুই ছিল না এখন তার বেশ কিছু বিলাস বহুল ফ্ল্যাট কোটি কোটি টাকার লেনদেন এলাকাবাসীরা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া হুগলির বালির মোড়ের কাছে শান্তনুর বিলাস বহুল ফ্ল্যাট কেনার খবর পাওয়া গিয়েছে চন্দননগরে আরো কয়েকটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ওই এলাকার লোকেদের বক্তব্য সরস্বতী পূজার সময় শান্তনু তার পরিবারের লোক নিয়ে এসেছিল চুঁচুড়া তে তার বড় ধাবা আছে। বিলাসবহুল রিসোর্ট আছে যার মধ্যে সুইমিং পুল আছে কি করে এত হল প্রশ্ন চুঁচুড়া নাগরিকদের। শান্তনুর সুপারিশে ৩১২ জনের মধ্যে ৩১০ জনের চাকরি হয়েছে তার মানে কত কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে শান্তনু প্রশ্ন বলা গড়ের কিছু বাসিন্দাদের।

কলকাতায় গৃহস্থের বাড়িতে চুরি, সিসি টিভির ছবি দেখে ধরা পড়ল চোর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ খরগোশ খুব দ্রুত গতিতে ছোটে। ঠিক তারই মতই। অবিকল খরগোশের মতই গৃহস্থের বাড়িতে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি চলাফেরা করছে। সিসিটিভিতে তাকে দেখে চিনতে ভুল হল না পুলিশের। চুরির অভিযোগে ফের গ্রেফতার হল খরগোশ ওরফে অমিত সোনকার। মেদিনীপুরে ডাকাতির মামলায় জেলে ছিল অমিত। প্রায় ১০ বছর জেলে খাটে। দেড়মাস আগে হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছিল। জেলে থাকাকালীন সে হয়তো শুধরে গিয়েছিল এমনটাই ভেবেছিল পরিচিতরা। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র নিজেকে পরিবর্তন করেনি। জেলথেকে বেরিয়ে ফের অপরাধ জগতে ঢুকে পড়ে। বড়তলা থানার একটি গৃহস্থের বাড়িতে চুরির তদন্তে গিয়ে তার কীর্তি ফের সামনে আসে।

সম্প্রতি উত্তর কলকাতায় বড়তলায় এক গৃহস্থের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে লুটপাট করে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি। বাড়ির একতলা থেকে ১৫টি ঘড়ি, ৩টি ল্যাপটপ, রূপোর বাসনপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় চুরির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। চুরির তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন পুলিশ। তখন দেখেন এক ব্যক্তি দ্রুত গতিতে হাঁটাচলা করছেন। খুব ভালো করে সিসিটিভিতে চোরের হাঁটার গতি ও ভঙ্গি লক্ষ্য করতে থাকেন পুলিশ। চোরের হাঁটার গতি ও ভঙ্গি দেখেই অমিতকে চিহ্নিত করেন। এরপর উত্তর কলকাতার গোপন ডেরা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ছোটখাটো চেহারার অমিত দ্রুত গতিতে হাঁটতে পারে। তাই সকলে খরগোশ বলে ডাকে। সিসিটিভিতে অমিতের মতই হাঁটছিল চোরটি। তারপরই উত্তর কলকাতায় তার গোপন ডেরাতে হানা দেওয়া হয়। জেলে থাকায় অমিত হয়তে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে ভেবেছিলাম বলে জানায় তার পরিচিতরা। জেল থেকে বেরিয়ে তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সে যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। এটাই তার প্রমাণ। জেলথেকে ফিরে নতুন করে চুরি ডাকাতির ছক কষছিল সে। এবার সেটাই মনে হচ্ছে।

উলুবেড়িয়ায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্মেলন

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া,১২ মার্চ ঃ উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো খলিশানী জাতীয় বিদ্যাপীঠের মাঠে, রবিবার এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত দফতরের মন্ত্রী পুলক রায়,আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল,হাওড়া জেলা গরামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়, বাগানের বিধায়ক রাজা সেন, বিধায়িকা পিয়া পাল,হাওড়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সেখ ইমানুর রহমান, উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আকবর আলী, উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আকবর হোসেন প্রমুখ।

হুগলির চন্দননগরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর উদ্যোগে নাট্যমেলা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,১২ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর উদ্যোগে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায়, বিধায়ক ও মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের উদ্যোগে, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২২ তম নাট্য মেলা ১১ থেকে ১৭ই মার্চ চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে সন্ধ্যা ছটা থেকে সাত দিনব্যাপী নাট্যমেলার চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে। এই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী হুগলি জেলা সভাধিপতি মেহবুব রহমান নাট্য একাডেমীর সদস্য সচিব দেব কুমার হাজরা এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক কর্তারা। নাট্য একাডেমীর কোঅর্ডিনেটর জয়ন্ত দাশগুপ্ত জানালেন এই নাট্য উৎসবে দর্শক সমাগম হয়েছিল যথেষ্ট। চন্দননগর শহর জুড়ে সাড়া পড়ে যায়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা প্রথম ইন্টারন্যাশনাল এফআইডিই রেপিড ও ব্লিটজ রেটিং দাবা টুর্নামেন্ট আয়োজিত

মালিগাঁও, ১২ মার্চ ঃ ২৫ থেকে ২৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ভারতের সর্ববৃহৎ প্রথম এনএফআর ইন্টারন্যাশনাল এফআইডিই রেপিড ও ব্লিটজ রেটিং দাবা টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে। এই টুর্নামেন্টটি এন. এফ. রেলওয়ে অডিটোরিয়াম, মালিগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল চেস ফেডারেশন (এফআইডিই) এবং অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশন (এআইসিএফ)-এর দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অল অসম চেস অ্যাসোসিয়েশন (এএসিএ)-এর সাথে হাত মিলিয়েছে এন. এফ. রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। এই টুর্নামেন্টটি রেপিড ওপেন ও ব্লিটজ ওপেন এই দুটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত হবে। রেপিড ওপেন ক্যাটাগরি অনুষ্ঠিত হবে ২৫ ও ২৬ মার্চ, ২০২৩ তারিখে। অন্যদিকে ব্লিটজ ওপেন ক্যাটাগরি অনুষ্ঠিত হবে ২৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখে। বিভিন্ন বয়সের অংশগ্রহণকারীরা এই টুর্নামেণ্টে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রেপিড ওপেন টুর্নামেন্টের ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারীরা যথাক্রমে

১,০০,০০০ টাকা, ৭০,০০০ টাকা এবং ৫০,০০০ টাকা নগদ লাভ করবেন। ব্লিটজ ওপেন টুর্নামেন্টের ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারীরা লাভ করবেন যথাক্রমে নগদ ৫০,০০০ টাকা, ৩০,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকা। রেপিড ওপেনের জন্য প্রথম ৪০ টি স্থান এবং ব্লিটজ ওপেনের জন্য প্রথম ৩০টি স্থানাধিকারীর জন্য পুরস্কার থাকবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য একজন খেলোয়াড়কে অবশ্যই এআইসিএফ এর পঞ্জীয়নভুক্ত হতে হবে। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হবে ২৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখে। রেজিস্ট্রেশন ও বিশদ বিবরণের জন্য আগ্রহী অংশ গ্রহণকারীরা ৮০১১৭ ২৭২০০, ৮৮১২৮ ৯২৩৯১ এবং ৭০০২২০৭৩৮৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। গ্র্যান্ড মাস্টার, ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার, উইমেন গ্র্যান্ড মাস্টার ও উইমেন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টারদের জন্য প্রবেশ বিনামূল্যের। উত্তর পূর্বাঞ্চলে ক্রীড়া কার্যকলাপ প্রচারের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এটি হলো আরেকটি প্রচেষ্টা।

কালবৈশাখী ঝড়ে তাপমাত্রায় রাশ বঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ ওড়িশার উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত এবং মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের আকাশে মুখ লুকোল সূর্য। অথচ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা অব্যাহত। কয়েকদিন আগে গরম আর ঘামে ভ্যাপসা আবহ অস্বস্তি বাড়িয়েছিল। গত ৪৮ ঘণ্টায় হঠাৎ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। সূর্য ডুবলে বেশ একটা ঠাণ্ডা ভাব। আর দিনেও চাঁদিফাটা রোদ এবং গরম বলা যাবে না। সবমিলিয়ে চৈত্রের আগে আবহাওয়ায় গরমের দাপট নেই। ইতিমধ্যে পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে গত দু'দিন ধরে সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত হয়েছে। আজ রবিবার ফের ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

এসইআর-র সেন্ট্রাল হাসপাতালে কার্ডিওপালমোনারি লাইফ সাপোর্ট ওয়ার্কশপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ই মার্চঃ বেসিক কার্ডিওপালমোনারি লাইফ সাপোর্ট এবং কম্প্রিহেনসিভ কার্ডিওপালমোনারি লাইফ সাপোর্ট কর্মশালা ১১ এবং ১২ মার্চ, ২০২৩-এ সেন্ট্রাল হাসপাতাল, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে, গার্ডেন রিচ, কলকাতায় অ্যানেস্থেসিওলজিস্টদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এসইআর সেন্ট্রাল হাসপাতাল এবং অন্যান্য হাসপাতালের ৫০ টিরও বেশি ডাক্তার, নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল স্টাফ হ্যান্ডঅন ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন এবং ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন।

হাওড়া স্টেশনে এক যুবকের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মার্চ ঃ হাওড়া স্টেশনে সন্দেহজনক এক যুবকের কাছ থেকে নগদ ৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার। আটক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ। আবারও বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হলো হাওড়া স্টেশন থেকে। উদ্ধার হয়েছে নগদ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। আরপিএফ সূত্রের খবর, হাওড়া স্টেশনের ৮ নম্বর প্লাটফর্মে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল এক যুবক। সেই সময় কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ানরা তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তার সঙ্গে থাকা নীল ব্যাগ খুললে নগদ ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। ওই টাকা তিনি কেন এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন সে ব্যাপারে কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি তিনি। কোনও বৈধ কাগজ তিনি দেখাতে পারেননি। এরপরই আরপিএফ তাকে আটক করে এবং তার সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করে। আটক যুবকের নাম প্রহ্লাদ রাম জাখর (৩৩)। বাড়ি রাজস্থানের বিকানিরে। আরপিএফের পক্ষ থেকে সমস্ত টাকা এবং ওই যুবককে কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কবি সুকান্ত মেট্রো স্টেশনে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনের ৫.৪ কিমি প্রসারিত অংশ যে কোনও দিন খুলে দেওয়া হবে। এই প্রসারিত বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলি শুরু হলে এটি কলকাতা মেট্রোর মুকুটে একটি নতুন পালক যোগ করবে। এই প্রসারিত পাঁচটি স্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের নামে। কবি সুকান্ত সেই স্টেশনগুলির মধ্যে একটি যা তরুণ বাঙালি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এটি এই প্রসারিত দ্বিতীয় স্টেশন যা একজন কবির নামে নামকরণ করা হয়েছে। কবি সুভাষ এই প্রসারিত আরেকটি স্টেশন যা একজন কবির নামে নামকরণ করা হয়েছে। কবি সুভাষ প্রান্ত থেকে এই প্রসারিত পাঁচটি স্টেশনের মধ্যে কবি সুকান্ত মেট্রো স্টেশনটি চতুর্থ স্টেশন হতে চলেছে। এই স্টেশনটি কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্রুত বর্ধনশীল এলাকা কালিকাপুরের মানুষকে পরিষেবা দেবে। এছাড়াও এই এলাকায় কয়েকটি বিখ্যাত বড় হাইরাইজ রয়েছে। অভিষিক্তা, রুচিরা রেসিডেন্সির মতো এই হাইরাইজ কমপ্লেক্সের বাসিন্দারা এই প্রসারিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন যাতে তারা কোনও ঝামেলা ছাড়াই পার্ক স্ট্রিট, এসপ্ল্যানেড এলাকায় পৌঁছাতে পারে। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাড়াও এই স্টেশন থেকে খুব বেশি দূরে নয়। নবনির্মিত কবি সুকান্ত মেট্রো স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই স্টেশনে ৮ টি এসকেলেটর, ৪ টি লিফট দেওয়া আছে। এগুলি ছাড়াও ১২টি পাবলিক সিঁড়িও থাকবে। কবি সুকান্ত স্টেশনে ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্মও থাকবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক টিকিট কাউন্টার, বসার বেঞ্চ, প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ, মহিলাদের জন্য টয়লেট, ভদ্রমহিলা এবং দিব্যাঙ্গজন, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা, এএফসিপিসি গেটস, জরুরী আলোর ব্যবস্থা থাকবে। যাত্রী।, অন্ধদের জন্য স্পর্শকাতর মেঝে সূচক। এগুলি ছাড়াও, এই স্টেশনে অত্যাধুনিক ধোঁয়া উত্তোলন, আগুন সনাক্তকরণ এবং দমন ব্যবস্থা রয়েছে। এই স্টেশনটিও সুন্দরভাবে ম্যুরাল এবং পেইন্টিং এবং শিল্পকর্ম দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে।

ডিএ ধর্মঘটে বন্ধ ছিল স্কুল, পড়ুয়াদের সম্মতিতে রবিবার বসল স্কুল

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ১২ মার্চ ঃ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ)-র দাবিতে শুক্রবার রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বাগদাতে একটি স্কুলের শিক্ষকরাও এতে অংশ নেন। বাগদা কোনিযারা যাদবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আগেই জানিয়েছিলেন যে তারা শুক্রবার ডিএ ধর্মঘটে যোগ দেবেন। সেজন্য সেদিন স্কুল বন্ধ থাকবে। কিন্তু এই একদিনের পড়ালেখার অভাব মেটাতে রবিবার ক্লাস করার কথা ভেবেছিলেন শিক্ষকরা। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। রবিবার স্কুল খুললে তারা কি পড়াশোনা করবে? এ প্রশ্নের জবাবে শিক্ষার্থীরা জানান, তাদের কোনও আপত্তি নেই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপম সরদার বলেন, গতকাল আমরা

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করেছি তারা রবিবার স্কুলে আসতে প্রস্তুত কিনা। রবিবার ক্লাস হলে শিক্ষার্থীর অভাব পূরণ হবে। সবাই রাজি হয়ে গেল। তাই রবিবার স্কুল করছি। অনুদান সংগ্রহ করে বিকেলে শিক্ষার্থীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছি। একই সঙ্গে শিক্ষকদের এ ভূমিকায় খুশি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। শুক্রবার ডিএ ধর্মঘটে যোগ দিতে স্কুলে না আসায় শনিবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল শিক্ষকরা বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়েছেন। যেখানে বাগদার কোনিয়ারা যাদবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ঘটনা উল্টো। এখানে শিক্ষকেরা দায়িত্ব নেন এবং এক দিনের পড়াশোনার অভাব পূরণ করেন।

ইডি বললেই টাকা ফেরত দেব

১-র পাতার পর

প্রয়োজন ছিল। ও আমার ব্যবসা, পরিশ্রম, চেষ্টা সবটা দেখেছিল। তাই টাকা দিয়েছিল হয়তো। আমি দেখিনি ও কোথা থেকে টাকা পেয়েছে। সেটা আমার ভুল। তবে ৫০ লক্ষ টাকা লেনদেনকে বিরাট করে দেখতে রাজি নন সোমা। তাঁর কথায়, আমি যে ফ্ল্যাটে থাকি তাঁর লোন ১ কোটি টাকা, আমার গাড়ির লোন ৩০ লক্ষ টাকা। তাই ৫০ লক্ষ টাকাকে এভাবে দেখার কারণ নেই। তবে ইডি নির্দেশ দিলেই টাকা ফেরত দেবেন বলেই জানিয়েছেন সোমা চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, আমাকে একটু সময় দিলেই আমি লোন করে টাকা ফেরত দেব। এমনকী ইতিমধ্যেই ব্যাংকে যোগাযোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে সোমাও দাবি করেছেন, একাধিক টলি তারকার সঙ্গে কুন্তলের পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁদের নাম প্রকাশ্যে আনতে চাননি সোমা।

গোরখপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাস-গোরখপুর হোলি স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর ১২ মার্চ ঃ রেল প্রশাসনের হোলি উৎসবের সময় প্রচুর ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, ০৫০০৭-০৫০০৮ গোরখপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাস-গোরখপুর হোলি স্পেশাল ট্রেন ১৩ মার্চ, ২০২৩ সোমবার গোরক্ষপুর থেকে এবং আনন্দ বিহার টার্মিনাস থেকে চলবে ১৪ মার্চ, ২০২৩ মঙ্গলবার ০১ রাউন্ডের জন্য করা হবে। এটিতে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সময়ে সময়ে জারি করা সমস্ত মান অনুসরণ করতে হবে।০৫০০৭ গোরখপুর- আনন্দ বিহার টার্মিনাস হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ১৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখে ২০.৫৫ ঘন্টায় গোরখপুর ছাড়বে, খলিলাবাদ থেকে ২১.৩৫ টায়, বাস্তি ২২.০৫ টায়, গোন্ডা ২৩.২৫ টায়, লখনউ ৫ ঘন্টায়, বরইল ০২ ০৫ টায়, লখনউ ০৫ ঘন্টায়। দ্বিতীয় দিনে, মোরাদাবাদ থেকে ০৭.৩৫ এ এবং গাজিয়াবাদ ১০.১০ এ ছেড়ে আনন্দ বিহার টার্মিনাস ১০.৪০ এ পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫০০৮ আনন্দ বিহার টার্মিনাস- গোরখপুর হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ১৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে ১২.৪০ টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাস ছেড়ে যাবে, গাজিয়াবাদ থেকে ১৩.১২ টায়, মোরাদাবাদ ১৫.৫০ টায়, বেরেলি থেকে ১৭.২৫ টায়, ১৭.২৫ মিনিটে (লুথারওয়ে)। ঘন্টা, গোন্ডা থেকে ২৩.৩৫ ঘন্টা, দ্বিতীয় দিন এটি ০১.০০ টায় বাস্তি এবং ০১.৩২ টায় খলিলাবাদ ছেড়ে যাবে এবং ০২.৩০ টায় গোরখপুরে পৌঁছাবে। এই গাড়িতে এসএলআরডি। দ্বিতীয় শ্রেণীর ০২টি, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ০৪টি, স্লিপার শ্রেণীর ১২টি এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তৃতীয় শ্রেণীর ০৫টি সহ মোট ২৩টি কোচ বসানো হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১০১ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ ফাগুন, ১৪২৯

সম্পাদকীয়

ভারত বন্ধুত্ব চায় পাক প্রধানমন্ত্রী

ভারতকে পাশে রাখতেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তিনি বলেছেন, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান বন্ধুত্ব রাখতে চায়। কিন্তু কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাক যে বিবাদ রয়েছে তার অবসান করতে হবে। প্রতিটি পাক প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর ছাড়া কোনও কথা বলতে পারেন না। ভারত আর কাশ্মীর নিয়ে কোনও আলোচনা করতে চায় না পাকিস্তানের সঙ্গে। ভারত পরিস্কার করে বলে দিয়েছে কাশ্মীর ভারতের অংশ। ভারতের অংশ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তান বিপাকে। তারা এখন কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে কোথাও কোনও কথা বলতে পারছে না। কাশ্মীরকে সমানে রেখে যারা এতকাল ধরে সুখভোগ করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদের অবস্থা একেবারে কাহিল। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে কাশ্মীরের কোনও নেতাকে আর টাকা দেওয়া হচ্ছে না। জানা যায় যে এক সময়ে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মাথা ঠাণ্ডা করতে ভারত সরকার নাকি আগে টাকা দিত। সেই দিন চলে গিয়েছে। আগে লালবাগে কোনও দিন ভারতের পতাকা উড়তে দেখা যেত না। এখন সেখানে জাতীয় পতাকা এবং ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে। ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে 'ভরত জোড়ো' পদযাত্রা সমাপ্ত করেছেন রাহুল গান্ধি কাশ্মরীরের লালাবগে। কাশ্মীর আবার কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। এদিকে পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। তার ফলে পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী বারতের সঙ্গে মৈত্রী করা কথা বলতে শুরু করেছেন। কিন্তু বাধা দিতে শুরু করেছে বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা। তারা বলতে শুরু করেছে ভারতের দ্বেসহগ কোনও মৈত্রী করা চলবে না। আবার বিরোধী কথা না বললে পাকিস্তানের গদি থাকা অসম্ভব সেটা নতুন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ভালো করেই জানেন। তাঁর দাদা নওয়াজ শরিফকে গদি ছেড়ে দিতে হয়েছিল তার অন্যতম কারণ ছিল ভারত প্রেম। ভারত প্রেম করলেই পাকিস্তানের গদিতে থাকা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে সেটা সেখানকার সব রাজনৈতিক নেতারা জানেন। পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যামেসম্বিল প্রতিটি সাংসদই ভারত বিরোধী। তারা ভারত বিরোধী কথা না বলে নির্বাচনে বিপুল ভোট পাবেন না। সত্তর বছরের পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ কিন্তু কাশ্মীর ইস্যুকে সামনে ভারত প্রেমের কথা বলেছেন। কিন্তু ভারত থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে কাশ্মীর নিয়ে একটি কথাও পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। কাশ্মীরের মতো বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসার মধ্যে দিয়ে ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করছেন শাহবাজ। দুটো দেশ মিলে শান্তির পথ খোঁজা এবং উন্নয়নের দিকে বেশি করে নজর দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন শাহবাজ। প্রধানমন্ত্রী মোদির মুখেও শান্তির বার্তা ছিল। ভারতের পাক জঙ্গিরা প্রবেশ করে যাতে হামলা না করতে পারে তার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দুই দেশ মিলে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার কথা বলেও তা কিন্তু করতে সময় লাগছে। তবে শাহবাজ আবার বলেছেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতেই হবে। পাকিস্তানের গুপ্তচর বিভাগ আইএসআই ভারত বিরোধিতাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক পাকিস্তানে নয়া পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। তালিবানরা যাতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তার দিকেও প্রবল দৃষ্টি রাখছে ভারত সরকার। শাহবাজের আমলেই ভারত পাক সীমান্ত মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করছেন রাজনৈতিকবিদেরা।

ইউক্রেনে কি রাশিয়ার পুতুল সরকার?

ইউক্রেনে কি আগামি দিনে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা হবে? তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। রাশিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে জেলেনস্কিকে প্রেসিডেন্ট পদে রাখা চলবে না। ইউক্রেনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিচকে বেলারুশের মিনস্কে নিয়ে গিয়েছে রাশিয়া। তাঁকে ইউক্রেনের নতুন প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা দিতে পারে রাশিয়া। রাশিয়া পরিস্কার করে বলে দিয়েছে জেলেনস্কি থাকলে রাশিয়া ইউক্রেন থেকে বিদায় গ্রহণ করবে না। এর শেষ দেখে ছাড়বে রাশিয়া। এদিকের আমেরিকা রাস্তায় নেমে পড়েছে। নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে নেটোর চাপে। নেটোর সদস্য দেশ হচ্ছে আমেরিকা। ব্রিটেন ফ্রান্স জার্মান ইউক্রেনের পক্ষে নেমেছিল আগেই। ইউক্রেনকে শক্তিশালী ড্রোন দিয়েছে বেশ কয়েকটি দেশ। তাই দিয়ে প্রচণ্ড লড়াই করে চলেছে ইউক্রেনের সেনারা। আধুনিক ড্রোন কোথা থেকে পেল তা নিয়ে রাশিয়ার মাথা ব্যথা হতে শুরু করেছে। এদিকে ইউক্রেনের ড্রোনের হামলায় রাশিয়ার সেনারা লুকিয়ে থেকেও বাঁচার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ইউক্রেন সেনারা এখন গেরিলা আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিশাল রুশ বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ না করে গেরিলা আক্রমণ করতে শুরু করেছে ইউক্রেনের সেনারা। ইউক্রেনের সেনাদের ড্রোনের ভয় পেতে শুরু করেছে রুশ বাহিনী। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেনের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে চায় রাশিয়া। সেটা কিন্তু হবে না। রাশিয়া চেষ্টা করছে আমাকে মেরে ফেলতে। সেটাও করতে পারবে না। এদিকে জেলেনস্কিকে নিরাপত্তা দিতে বিশেষ বাহিনী তৈরি করা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রায় ছদ্মবেশে ইউক্রেন সেনাদের সাহস দিতে শুরু করে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। এদিকে রাশিয়া বুঝতে পেরে গিয়েছে যে জেলেনস্কি যতদিন থাকবে ততদিন ধরে যুদ্ধ চলবে। সহজে থামবে না। যুদ্ধ থামাতে গেলে জেলেনস্কিকে বন্দি বা মেরে ফেলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা নেই রাশিয়ার কাছে। এদিকে রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে দেওয়ার ফলে তারা যুদ্ধ থামিয়ে দিগতে পারছে না। রুশ সেনারা মারা পড়তে শুরু করেছে। রুশ সেনারা ইউক্রেনের রাস্তাঘাট চেনে না।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হরায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। বিদ্যাং শক্তিদায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি।

সলমন রুশদির নতুন উপন্যাস 'ভিকট্রি সিটি' কি আসলে 'বিজয়নগর'?

রবীন্দ্রকুমার শীল

আমেরিকাতে সলমন রুশদি আক্রান্ত হওয়ার আগেই তাঁর নতুন উপন্যাস 'ভিকট্রি সিটি' প্রকাশ হতে ছাপাখানায় চলে গিয়েছিল। তার ফলে তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠকেরা এই উপন্যাসটি পড়ার সুযোগ পেল। তিনি তাঁর এই নতুন উপন্যাসে খুব সম্ভবত 'ভিকট্রি সিটি' বলতে বুঝিয়েছেন বিজনগরকে। বিজয়নগর এক সময়ে ভারতের প্রসিদ্ধ শহর ছিল। নগর সভ্যতার উন্নতি পরিলিক্ষিত হয়। এই শহরেক নিয়ে বাংলার বহু ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করে গিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন বাংলার বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তো 'তুঙ্গ ভদ্রার তীরে' উপন্যাস রচনা করে বাঙালিদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়ে দিয়েছিলেন। বিজয়নগর নগর সভ্যতার দিক দিয়ে কতখানি উন্নতছিল তার চিত্র অঙ্কিত করে গিয়েছিলেন লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা সাহিত্যিকের কাজই হচ্ছে উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রোমান্টিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা। সেই রোমান্টিকতার মধ্যে নিষিদ্ধ প্রেমের মধ্যে থাকতে পারে। আবার সভ্যতার বিকাশের কথাও থাকতে পারে। সাহিত্য রচনা করার ক্ষেত্রে রেমান্টিকতা থকলো গল্পের মেজাজ পাওয়া যায়। বিজয়নগরকে ঘিরে এখনও বহু জিজ্ঞাসা রয়ে গিয়েছে। তার সন্ধান করতে থাকে বর্তমান যুগের লেখকেরা। মানসচক্ষু দিয়ে বা তৃতীয় নেত্র দিয়ে তার অনুসন্ধান করতে থাকেন লেখকেরা। সেইটাই দেখতে পাওয়া গেল সলমন রুশদির নতুন উপন্যাসে। তিনি বিদ্যাসাগর শব্দটিকে শুধু মাত্র একজন বাংলার পণ্ডিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি ভারতের গুহাবাসী এক সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সেই গুহাবাসী সন্ন্যাসী বিশ্ব শান্তির সন্ধান করতে সাধনা করছেন। সেখানেও একজন নারীকে উপস্থিতকরেছেন সলমন রুশদি। সেই নারী এই উপন্যাসের নায়িকা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। পম্পা কাম্পনা পিতৃহীন বালিকা। মা জহরব্রত গ্রহণ করেছেন। তার ফলে সে মাতৃহীনও বটে। এই অনাথা বালিকাকে সন্ন্যাসী আশ্রয়দান করেছেন। বালিকা ক্রমশ তরুণীতে পরিণত হচ্ছে। তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সন্ন্যাসী। নারী তো সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়ার একটি অন্যতম সেরা সোপান। সেটাকে তো সন্ন্যাসী অস্বীকার করতে পারছে না। রোমান্টিকতা কিন্তু সন্ন্যাস জীবনের বাইরে অবস্থান করে না। প্রতিটি মানব দেহের মধ্যে রোমান্টিকতা বাস করে। কিন্তু সেই রোমান্টিকতা কখন স্বেচ্ছায় উপস্থিত হয় আবার কখন বলপুর্ব্বক গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মানুষের মনের ভিতরের চাহিদা কিন্তু একই রকম থেকে যায়। বিশ্ব শান্তি সাধনা প্রভৃতি মহৎ কাজের মধ্যেও নারী ভোগ করাটা কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষন রয়েছে। কখন সেটা সুপ্ত অবস্থায় আবার কখন সেটা উগ্র প্রকাশ্যের পথ ধরে। সলমন রুশদি ভারতে বিজয়নগর শহরের ঐতিহ্যের নিয়ে গল্প রচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি কাল্পনিক দৃষ্টি দিয়ে সত্যের প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন। কল্পনাটাই হচ্ছে বিশালত্ব। সেখানে

ইতিহাসকে খুঁজে বের কার একেবারে অবান্তর। তবুই উপন্যাসকে বিস্তৃত করতে তিনি ইতিহাসের শরনাপন্ন হয়েছেন। ইতিহাস দিয়ে তৈরি করেছেন উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৫ সালে 'তুঙ্গ ভদ্রার তীরে' উপন্যাস রচনা করে ভূমিকায় লিখেছেন,' রবার্ট সিওয়েলের 'এ ফরগোটেন এম্পায়ার' সূত্রকে নির্দেশ এটা রচিত। সিওয়েলের রচিত উপন্যাস 'এ ফরগোটেন এম্পায়ার' লেখা দেখেই 'তুঙ্গ ভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি রচনা করতে উৎসাহিত হন লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগর শহরের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্কের প্রধানমন্ত্রী। তিনি একদিকে দার্শনিক। সংস্কৃত ভাষায় অনুভূতি প্রকাশ, জীবন্মুক্তিবিবেক গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি দর্শন দিয়ে মানুষের জীবন মুক্তির উপায় বের করার পথ খুঁজছেন। মানব মুক্তির উপায়কে বের করার পথ খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র থেকে শুরু করে প্রতিটি রচনার মধ্যেই মানব মুক্তি উপায়কে বের করার ইচ্ছা প্রকাশিত। 'ভাগবত গীতা'ও সেই পথ ধরেই রচিত হয়েছে। 'গীতা'ও মানব মুক্তির কথা বলে। বিজনগরের এই দাশনিক একজন যোদ্ধা এবং তিনি 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' বিখ্যাত একটি গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীকৃষ্ণ গীতার মধ্যে দিয়ে তাঁর দর্শনকে প্রকাশ করেছেন। তিনিও একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় দেখতে পাই প্রায় সব দার্শনিকই ছিলেন একজন সেরা যোদ্ধা। তারা যেমন অস্ত্র বিদ্যা জানতেন, ধুনর্বিদ্যা জানতেন আবার কলম বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। প্রায় ভারতের প্রতিটি দর্শন শাস্ত্র কী করে ভারতের প্রচলিত সব ধর্মকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যুক্তি পূর্ণ বিতর্ক সৃষ্টি করতে হয় তার উল্লেখ দেখতে পাওযা যায়। নাস্তিক চার্বাক থেকে শুরু করে বৌদ্ধ, জৈন শৈব বৈষ্ণব সবার কথা সেখানে বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। মছলি প্রিয় বাঙালিরা হিন্দু কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বিজয়নগেগর সন্ন্যাসীর কথাকে উল্লেখ করেছেন,'' মাছে আঁশ, কাঁটা দুই থাকে। লোকেরা সব ত্যাগ করে শুধু সারভাগটুকু গ্রহণ করে। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে বাঙালিরা দর্শনের সারভাগটাকে গ্রহণ করে বাকি অংশটকে ফেলে দেয়। এখানে রূপক করে সন্নাসী বাঙলিদের দর্শন শাস্ত্র পাঠের নিদর্শনকে উপস্থাপিত করেছেন। বিজয়নগরের কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক কলকাতাকে একেবারে বাদ দিতে পারেননি। তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কথাকে ব্যক্ত করেছেন। কলকাতায় ছাপাখানা আসার আগেই মাধবাচার্যের দুটো বই ছিল। একটি ছিল সংস্কৃত কলেজে আর একটি ছিল এশিয়াটিক সোসাইটিতে। তখন পাশ্চাত্যের দার্শনিকেরা এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে প্রাচ্য দর্শন চর্চা করতে এগিয়ে আসতেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ছিল বিদেশি দার্শনিকদের শেষ ভরসা স্থল। সলমন রুশদির হাত থেকে বাদ গেলন না বেনারস। সেখানেও তিনটি পুঁথি পাওয়া গেল। এই সব পুঁথিগুলিকে সম্পাদন করতে নামলেন বিদ্যাসাগর। বাংলার বিদ্যাসাগর এসে উপস্থিত হলেন সলমন রুশদির উপন্যাসে। পাঁচ বছর পরিশ্রম করে সেই পুস্তক ১৮৮৫ সালে সেই বইটি প্রকাশ করলো। বাঙালি বিদ্যাসাগর বলতে বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা, বর্ণপরিচয়, বহু বিবাহ প্রথা নিয়ে অনেক কিছু ভেবে থাকে। কিন্তু তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের কথা কেউই ভাবে না বা আলোচনা করে না। সলমন রুশটি সেই প্রাচীন দর্শন নিয়ে একেবারে মানুষ আলোচনা করে না বলতে গেলে একেবারে ভুলে মেরে দিয়ে বসে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে তাকে আবার উদ্ধার করতেই ব্রতী হয়েছেন রুশদি এই নতুন উপন্যাসে 'ভিকট্রি সিটি'তে। ভারতের নগর সভ্যতা সমৃদ্ধ ছিল। তাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না সেটাই ব্যক্ত করতে সলমন রুশদি কলম ধরলেন। এশিয়াকি সোসাইটি এই বইটি না প্রকাশ করলে 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশ লাভ করতো না। ১৮৫৮ সালে বইটি প্রকাশ হওয়ার পর ই বি কাওয়েল এবং এ ই গফ ইংরেজি অনুবাদ করতে আগ্রহী হলেন। টানা চার বছর ধরে বেনারসের সংস্কৃত পত্রিকা পণ্ডিত'তে ছাপা হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুপর সেটা বই আকারে প্রকাশিত হয়। কলকাতা শহরের সঙ্গে বেনারসের নাড়ি যোগসূত্র আগে থেকেই ছিল। সেটা ক্রমশ সুদৃঢ় হতে থাকলো গ্রন্থ চর্চা এবং প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে। মাধবাচার্যকে নিয়ে এসেছেন তাঁর উপন্যাসে। তারপরে এসেছে শঙ্করাচার্য, রামানুজ দর্শন। প্রতিটি দার্শনিকদের নিয়ে তিনি গল্প কথার ওপরে ভিত্তি করে রসাভিত্তিক কথাসাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

ভারতীয় দর্শনকে নিয়ে কথা সাহিত্যে নয়া চর্চা

নতুন দৃষ্টিতে চর্চা করলেন ভারতের প্রতিটি ধর্মের মধ্যে দর্শন এর স্থান রয়েছে। দর্শনকে বাদ দিয়ে ভারতে কোনও ধর্ম প্রচারিত হয়নি। হিন্দু ধর্ম থেকে শুরু করে জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে দর্শন নিহিত রয়েছে। কিন্তু তিনি সব ধর্মীয় দর্শনের কথাকে উল্লেখ করতে দিয়ে একেবারে কৃষ্ণ প্রেম ধর্মকে বাদ দেননি। তিনি তাকে বেশি করে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ একজন দার্শনিক হলেও তার মধ্যে প্রেমের রোমান্টিক প্রকা। রাধাপ্রেমকে সমানে রেখে বিশ্ব জয় করার একটা প্রবণতা দেখতে পেয়েছেন লেখক সলমন রুশদি। রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ সবাই কিন্তু বৈদান্তিক দর্শনকে সমানে রেখে আলোচনা করতে আগ্রহী এবং সামনে দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছেন। গাছপালা থকে শুরু করে ভারতের রাম রহিম সবই কিন্তু একম অদ্বিতীয়তম। ব্রহ্মের প্রকাশ। ভেদাভেদ মাত্র বহির্প্রকাশ। রুশদির কাছে বিদ্যাসাগর শব্দটি ভারতের প্রতিটি দার্শনিকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। তিনি ভারতীয় দার্শনিকদের বিদ্যাসাগর বলে অভিহিত করেছেন। সেখানে তিনি শুধু মাত্র বাংলার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাগারকে বিদ্যাসাগর বলে গ্রহণ করেনি। সব দার্শনিকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সত্ত্বাকে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি গুহা বাসী সন্ন্যাসীকেও বিদ্যাসাগর বলে অভিহিত করেছেন। সন্ন্যাস বিদাসাগর ভক্তদের বলছেন,' পৃথিবীতে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সবাই মায়া। মনের 'আত্নন' সেটাও ব্রহ্ম। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সূত্রকে আধুনিক দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখেছেন সলমন রুশদি। ভারতয়ী দর্শনের সত্যকে প্রকাশ করাই হচ্ছে তাঁর লক্ষ্য। সেই পথ ধরে তিনি চলতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁর নতুন উপন্যাসে 'ভিকট্রি সিটি'তে। উপন্যাসে আছে অরণ্যানী। সেখানে মানুষ সব কিছুকে আস্বাদন করে থাকে। সেখানে ঢুকলে ছেলেরা মেয়ে হয়ে যায়। আসলে কথা সাহিত্যিক সলমন রুশদি একজন রোমান্টিক ঔপন্যাসিক। তিনি প্রায় সময়ে রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে সত্যের প্রকাশ করে থাকেন। সেখানে কোনও একটি বিশেষ ঘটনার ওপরে বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষন করেন না। সেই কারণে তিনি 'ভিকট্রি সিটি'তে প্রাচীন ভারতীয় নগর সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে আধুনিক ভারতের নগর সভ্যতাকে নিয়ে এসেছেন একেবারে গল্পের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। সলমন রুশটি শৃঙ্গরী শব্দটি ব্যবহার করেছেন একটি মঠের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে। আসলে ভারতের প্রাচীন নগর সভ্যতার বিকাশ কীভাবে হয়েছিল এবং কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল তার বিবরণকে তিনি সাহিত্যের রঙে পাঠকদের পরিবেশন করলেন। তিনি ভেবেছেন আজকের যে নগর সভ্যতা দেখতে পাওযা যায় তার চেয়ে শতগুণ সমৃদ্ধশালী ছিল ভারতের প্রাচীন কালের শহরগুলি। সেখানে সাহিত্য চর্চা থেকে শুরু করে সংস্কৃত চর্চার সমৃদ্ধ হতে থাকে। বণিকতন্ত্রই সব কিছুকে ভেস্তে দিয়েছিল। তার ফলে আর নান্দনিক চর্চা প্রসারিত হতে পারলো না। ওজন দাঁড়ি পাল্লা সব কিছুকে গ্রাস করে নিল। বলা যেতে পারে দর্শন চর্চাকে ত্যাগ করে মানুষ অধিকতর অর্থ লোভী হতে থাকলো। মানুষ বেশি করে ব্যবসায়িক হয়ে উঠতে থাকলো। অর্থ সম্পদকে প্রধান করার ফলে সংস্কৃত সম্পদ ক্রমশ পথ হারাতে শুরু করলো যার হাত থেকে আজও রেহাই পাচ্ছে না কেউই । আমদের প্রাচীন সংস্কৃতির পীঠস্থান- বেনারস, বিজননগর, হাম্পি, কলকাতা ক্রমশ হারিয়ে যেতে শুরু করলো। কিন্তু ভারতের নগর সভ্যতা এতটা নিঃস্ব ছিল না। প্রতিটি নগরের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পদতে পরিপূর্ণ ছিল। সেই সব স্বর্ণ যুগ হারিয়ে গিয়েছে। উপন্যাসে পম্পা কাম্পান বলছে, স্বর্ণ যুগ লোকে ভাবে অনন্তকাল ধরে থাকবে। আসলে স্বর্ণ যুগ মাত্র কয়েক বছর টিঁকে থাকে ।

বিজেপিকে জাতীয় স্তরে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় বাম-কংগ্রেস নেতারা ঃ নবেন্দু

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বিজেপিকে জাতীয় স্তরে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে বিশালগড়ের নেহালচন্দ্রনগরে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের নেতারা পরিকল্পনামাফিক ঘটনা মঞ্চস্থ করেছেন। সিপিএম কংগ্রেসের সংসদীয় দলের উপর হামলার যে অভিযোগ গতকাল করা হয়েছে, বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য এভাবেই খণ্ডন করেছেন। তাঁর দাবি, ওই ঘটনার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে।প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় থানাধীন নেহালচন্দ্রনগর সিপিএম কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রতিনিধি দলের উপর হামলার অভিযোগের বিষয়টিতে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় . পদাধিকারী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব বিস্তর চর্চা করেছেন। দল মনে করে, ওই ঘটনার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। ত্রিপুরা এবং বিজেপিকে জাতীয় স্তরে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে জনবিচ্ছিন্ন কায়েমি স্বার্থান্বেষী বামগ্রেস নেতারা পরিকল্পিতভাবে ঘটনাটি মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেছেন, জোর গলায় দাবি করেন তিনি।তাঁর কথায়, বাম কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার অব্যবহিত পরেই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা দিল্লি থেকে ফোনে পুলিশ মহানির্দেশকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছেন। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে মোতাবেক পুলিশের পদস্থ আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যও স্থানীয় . পুলিশ প্রশাসন এবং সাধারণ প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন, নবেন্দু জানিয়েছেন।নবেন্দুর দাবি, বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্ব খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছে, বামগ্রেসের সাংসদ ও বিধায়করা সংশ্লিষ্ট এলাকায় যাওয়ার আগে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগও করেননি। ফলে,

আচমকা এই সফরের পেছনে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বলেন, পুলিশের কাছে আগাম বার্তা না থাকা সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে নিরাপত্তারক্ষীরা ছিলেন। প্রতিনিধি দলটি সেখানে গিয়ে. স্থানীয় জনগণকে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের কথা বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। এরই প্রতিবাদ হয়েছে সেখানে। কিন্তু কোথাও কোনও হামলা বা আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি।সাথে তিনি যোগ করেন, উপস্থিত সুরক্ষা কর্মীরাও যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন এবং প্রতিনিধি দলটিকে ওই এলাকা থেকে নিয়ে. আসেন। তাঁর বক্তব্য, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা যায় না। সেখানেও মানুষ গণতান্ত্রিক উপায়েই বামগ্রেস নেতাদের অপকৌশলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন মাত্র। অসত্য অভিযোগ জনগণ মেনে নেননি এবং এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কথা তাঁরা অস্বীকার করেছেন। তা বামগ্রেস নেতাদের সহ্য হয়নি, কটাক্ষ করেন তিনি।নবেন্দুর কথায়, ত্রিপুরায় নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন বামগ্রেস নেতৃবৃন্দ বহুবার প্ররোচনামূলক বক্তব্য পেশ করেছেন। ক্ষমতায় এলে বিজেপি কার্যকর্তাদের প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত বহুবার দিয়েছেন তাঁরা। ভোটগ্রহণের অব্যবহিত পর থেকে ওই সব জনবিচ্ছিন্ন নেতাদের ইঙ্গিতে বহু অনভিপ্রেত ঘটনাও ঘটেছে। তবুও বিজেপি প্রদেশ নেতৃত্বের নির্দেশিকা মেনে দলীয় কার্যকর্তারা সংযম পালন করে চলেছেন, কোনও প্ররোচনার ফাঁদে পা দেননি, বলেন তিনি।

তাঁর দাবি, ২০১৮ সালে নির্বাচনের পর এই দ্বিতীয় বিধানসভা নির্বাচন, যেখানে কোনও শাসক দলের প্ররোচনায় নির্বাচনোত্তর কোনও সন্ত্রাস সংগঠিত হয়নি। এমন কি কোনও প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেনি। অথচ অতীতে যে কোনও নির্বাচনের আগে এবং পরে বাম সন্ত্রাস ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ত্রিপুরাকে সেই অপসংস্কৃতি থেকে উত্তরণের চেষ্টা চলছে। যদিও বিরোধীদের অপচেষ্টা বহাল রয়েছে, বিদ্রুপের সুরে বলেন তিনি।নবেন্দুর মতে, বিরোধী দলের নেতারা হয়তো নির্বাচনী ফলাফল থেকে এখনও কোনও শিক্ষা নেননি। সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে. অসত্য অভিযোগ তুলে ত্রিপুরাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা থেকে দূরে থাকা উচিত তাঁদের। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে জনগণ রায়. দিয়েছেন। জনগণের রায় মাথা পেতে নেওয়া উচিত।তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরাকে বদনাম করার মাধ্যমে জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলে রাজ্যবাসী কাউকে ক্ষমা করবেন না। অসত্য তথ্য পরিবেশন এবং ত্রিপুরাবাসীর মানহানির এই অপচেষ্টার বিজেপি তীব্র নিন্দা করছে। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের চক্রান্ত রুখতে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের পাশাপাশি জনগণেরও বড় ভূমিকা রয়েছে বলে বিজেপি মনে করে, বলেন নবেন্দু ভট্টাচার্য।

আপনারা আসুন, বিনিয়োগ করুন, বাংলাদেশ সবসময় প্রস্তুত ঃ শেখ হাসিনা

শ্যামল সান্যাল ১১ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের যাত্রাকে মসৃণ করতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য বিশ্বের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।তিনি বলেন, 'আপনারা আসুন, বিনিয়োগ করুন, বাংলাদেশ সবসময় প্রস্তুত আপনাদের আগমনের জন্য। বাংলাদেশকে নিজের দেশ মনে করেই বিনিয়োগ করুন।'প্রধানমন্ত্রী আজ ১১ মার্চ শনিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ বিজনেস সামিট ২০২৩' উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন।ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র (এফবিসিসিআই) সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সহযোগিতায় (বিডা) এফবিসিসিআই এই সম্মেলনের আয়োজনঁ করছে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দদের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ আয়ের উন্নত, সমৃদ্ধ এবং উদ্ভাবনী স্মার্ট দেশ হিসেবে বিনির্মাণের জন্য আমাদের অভিযাত্রায় যুক্ত হতে আমি আপনাদের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।'বাংলাদেশ এখন ২০২৬ সাল নাগাদ এলডিসি থেকে বের হয়ে যাবার জন্য ৫ বছর প্রস্তুতিমূলক সময় পার করছে, উল্লেখ করে তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ আমাদের দেশের জন্য একইসঙ্গে অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করবে আবার অনেকগুলো চ্যালেঞ্জও আমাদের মোকাবিলা করতে

হবে।'কিন্তু আমি বিশাস করি আমরা কঠোর বাণিজ্য প্রতিযোগিতাসহ নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সক্ষমতাও অর্জন করবো। আমি দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এসব সুযোগ কাজে লাগাতে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আহবান জানাচ্ছি, বলেন তিনি।তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'এখানে কোন হতাশার কথা শুনতে চাইনা। এখন থেকে নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে। যেসব চ্যালেঞ্জ সামনে আছে, সেগুলো আমরা মোকাবেলা করবো ইনশাল্লাহ।'উত্তরণ-পরবর্তী পরিবেশে চ্যালেঞ্জসমূহ মেকাবিলায় তাঁর সরকার ব্যবসায়ীদের সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাবে বলেও কথা দেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯-এর অভিঘাত, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বাণিজ্যিক অবরোধ ও পাল্টা অবরোধ বাংলাদেশের মত উন্নয়নকামী দেশগুলোকে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি করেছে। এমনকি উন্নত দেশগুলোও হিমসিম খাচ্ছে।'নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দামবৃদ্ধিসহ মূল্য স্ফীতির চাপে সাধারন মানুষ কষ্ট পাচ্ছে ' উল্লেখ করে তিনি ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসার উপায় খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে নিজেরা নিজেদের বাজার হারাবেন।'সরকার প্রধান বলেন, সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছি। সমৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত রাখতে হলে আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করতে হবে যেখানে ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'আমাদের প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে আমরা কোনমতেই ব্যর্থ হবো না। যে কোন ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই সফল হব প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ ঘটাতে। কারণ, আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনকারি একটি দেশ, আমরা বিজয়ী জাতি। বিজয়ী জাতি হিসেবেই আমাদের দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ করে বিশে মাথা উঁচু করে চলতে চাই। তাই সকলের সহযোগিতা আমাদের একান্তভাবে দরকার।' বলেন তিনি।পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন, সৌদি বাণিজ্যমন্ত্রী ড.মাজিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসাবি, ভুটানের শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী কর্মা দরজি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উপমহাপরিচালক রাষ্ট্রদূত জিয়াং চেন ঝাং, বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।স্বাগত বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বাংলা দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র ও প্রদর্শিত হয়

দলীয় কর্মীদের মনোবল ফেরাতে মিছিল তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১২ মার্চ ঃ সাগরদিঘীর প্রভাব সব থেকে বেশি পাশের ব্লক নলহাটিতে, তাই কর্মী মনোবল চাঙ্গা করতে রবিবার মিছিল হলো নলহাটির তিনটি অঞ্চলে। জেলা নেতা ত্রিদিব ভট্টাচার্য স্বীকার করে নেন যে পাশের ব্লক সাগরদিঘীর একটা প্রভাব নলহাটি সহ জেলার কয়েকটি জায়গায় পড়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই কর্মীদের চাঙ্গা করতে চলছে মিছিল। সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় আউটডোর অনুষ্ঠান বন্ধ থাকছে। তার মধ্যে বুথ কমিটির বৈঠক শেষ করতে হবে। রবিবার কেন্দ্রের বঞ্চনা, জনবিরোধী নীতি ও পেট্রোপন্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হলো বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমায়। জানা গেছে, নলহাটির নোয়াপাড়া, শীতলগ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভদ্রপুর এক পঞ্চায়েতে মিছিল হয়। আজকের তিনটে অঞ্চলের মিছিল হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক চ্যাটার্জী, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ আবু জাহের রানা ও অঞ্চল সভাপতি শামসুল হুদা বকুল সহ অন্যান্য নেতা নেত্রীরা। এদিন মিছিলে কেন্দ্রের বঞ্চনা, জনবিরোধী নীতি ও পেট্রোপন্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। জানা গেছে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই সমস্ত বুথ কমিটির বৈঠক শেষ হবে। কোর কমিটির আহ্বায়ক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, উনিশে মার্চ কোর কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা। সেখানে দেখা হবে কাদের বুথ কমিটি ও দিদির কর্মসূচি বাকি আছে। উল্লেখ্য, কেষ্ট মণ্ডলের অবর্তমানে বোলপুরে তৃণমূলের মধ্যে গা ঝাড়া ভাব লক্ষ্য করা গেছে। পাশাপাশি, সাগরদীঘি ভোটের একটা প্রভাব তো আছেই।

ক্যামেরায় নজর

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ১২ মার্চ ঃ যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে হলে সিসি ক্যামেরার বিকল্প আর কিছু নেই। তাই এবার রায়গঞ্জের কুলিক পাখিরালয়ে বসল সিসি ক্যামেরা। এর মধ্যে দিয়ে এদিকে যেমন পাখিরালয়ের গহীন অরণ্যের পাখি, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ সহ বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ করা সুবিধাজনক হবে, তেমনি রোধ করে দেওয়া যাবে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা। জানা গেছে, কুলিক পাখিরালয়ে প্রতিদিন বহু পর্যটক বেড়াতে আসেন। কেউ পরিবার সহ আসেন, আবার কমবয়সী যুবক যুবতীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত। সোমবার কুলিক পাখিরালয়ের গেট বন্ধ থাকলেও বাকি দিনগুলোতে নিয়ম করে আসে প্রচুর পর্যটক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও বন আধিকারিকেরা। তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই এমন উদ্যোগ বলে জানালেন রায়গঞ্জ বন আধিকারিক দাওয়া লামা। তিনি বলেন, কুলিক পাখিরালয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যামেরাগুলি লাগানো হয়েছে। কারণ কুলিকে বন্য পশুপাখিদের পাশাপাশি রয়েছে কীটপতঙ্গ ও অজস্র বৃক্ষ। এই পাখিরালয় দেখতে প্রতিদিন অসংখ্য পর্যটক আসেন। তাই প্রয়োজনে ক্যামেরাগুলি লাগানো হয়েছে। ২৪ ঘণ্টাই কুলিকের মনিটরিং সেল থেকে প্রতিটি সিসি ক্যামেরার দিকে নজর রাখা হয়েছে। জানা গেছে, নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতেই রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাসের চারিদিকে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হল। প্রথম দফায় বন দপ্তরের উদ্যোগে বসানো হয়েছে ৪টি ক্যামেরা। পরের ধাপে আরও ক্যামেরা বসানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

খুন হওয়া সিভিক ভলান্টিয়ারের পরিবার ক্ষুব্ধ তৃণমূলের ভূমিকায়

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ১২ মার্চ ঃ সিভিক ভলান্টিয়ার হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মেহেবুবকে তৃণমূল দল থেকে বহিষ্কার করা হলেও, খুশি নয় মৃতের পরিবারের লোকজন। রবিবার কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর) মৃতের বাড়িতে উপস্থিত হন। সেখানে তৃণমূল ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনকে নিয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি উচ্চবাচ্য করছেন না কেন বলে প্রশ্ন তোলেন তিনি। মৃতের দাদা শাহনওয়াজ আলম বলেন, ঘটনার মাস্টার মাইন্ড জাকির। তাকে পুলিশ এখনও গ্রেফতার করেনি। আমরা জাকিরের শাস্তি চাই। ভিক্টর বলেন, কানাইয়ালাল আগরওয়াল প্রধানকে বহিষ্কার করার কথা জোর গলায় ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মূল ষড়যন্ত্রকারী জাকিরকে নিয়ে তিনি নীরব কেন? উল্লেখ্য, ধৃত প্রধান বর্তমানে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন। জাকিরের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না কেন? এই প্রসঙ্গে কানাইয়া বলেন, অভিযোগ তোলা আর তা প্রমাণ হওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। অন্যদিকে, এদিন ভিক্টর বলেন, জাকিরের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে ইসলামপুর মহকুমাজুড়ে আমরা জোরদার আন্দোলনে নামব। অভিযুক্ত মেহেবুব আলমকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে সাংবাদিক বৈঠক করে মেহেবুবকে বহিষ্কারের কথা জানান জেলা তৃণমূল সভাপতি কানহাইয়ালাল আগরওয়াল। তবে বিরোধীদের দাবি, পুরোটাই আইওয়াশ। গত ৮ মার্চ ইসলামপুরের মাটিকুন্ডা গ্রামে তৃণমূল নেতার ভাই শাকিব আখতারকে বোমা মেরে খুন করে দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, সেই হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান মেহেবুব আলম। এর পরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ইসলামপুর। স্থানীয় বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী অভিযোগ করেন, অভিযুক্ত মেহেবুব আলম জেলা তৃণমূল সভাপতি কানহাইয়ালা আগরওয়ালের অনুগামী। এমনকী এই ঘটনার পিছনে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের মদত রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে তৎপর হতে অনুরোধ করেন তিনি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা হলে বিধায়কপদে ইস্তফার হুঁশিয়ারি দেন। তবে নির্দিষ্ট সময় পার হলেও পদত্যাগ করেননি তিনি। মেহেবুব আলমকে বহিষ্কার করে শাকিব খুনে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। তবে বিরোধীদের দাবি, পুরোটাই চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা। জেলার এক বিজেপি নেতা বলেন, তৃণমূল মানুষকে কি বোকা ভাবে? মেহেবুব আলমের বিরুদ্ধে কি আগে কম অভিযোগ ছিল? তার পরও তাঁকে কেন প্রধান করেছিল তৃণমূল?

পানের জন্য খালের জল ভরসা পৌরসভা এলাকার বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১২ মার্চ ঃ পাড়া-গাঁ নয়, গোটাটাই পৌর এলাকা। কিন্তু, শহরে বসবাস করেও পান করতে হচ্ছে খালের জল। এই ছবিই দেখা যাচ্ছে ঝাড়গ্রাম পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের তালডাঙ্গা এলাকায়। এই এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট দীর্ঘদিন থেকেই। সে কারণেই এলাকার বাসিন্দারা নহড় খালের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু, নেই পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। তালডাঙা এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় ২৫টি পরিবার বসবাস করেন। অভিযোগ, এই এলাকায় না আছে রাস্তা, না আছে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। নেই কোনও ঠিকঠাক রাস্তাও। অথচ তাঁরা নাকি শহরের বাসিন্দা। এলাকার মানুষেরা দীর্ঘদিন থেকেই যাতায়াতের সুবিধার জন্য নহড়খালের উপর সেতু নির্মাণের দাবি করে আসছেন। কিন্তু, তাও হয়নি। তাতেই ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। স্বাধীনতার পর ৭৫ বছর কেটে গেলেও এখনও এলাকায় সরকারি কোনও পানীয় জলের লাইন পৌঁছায়নি। নেই পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। খালের জল একমাত্র ভরসা। বর্ষাকালে খালে জল নোংরায় ভরে গেলে দেখা দেয় তীব্র জল সঙ্কট। এলাকায় পাম্প বসানো হলেও তাতেও ঘোলা জল। খেলে নিশ্চিত রোগভোগের জ্বালা। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, সব জেনেও কিছুই করছে না ঝাড়গ্রাম পৌর প্রশাসন। এলাকার বাসিন্দা জিশান হাঁসদা বলেন, পৌর এলাকায় থাকলেও আমরা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন। পাকা সেতুও হয়নি। জলও নেই। পার্টি-প্রশাসন সবাইকে জানিয়েছি। কিন্তু, সবাই প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এই ছবি সামনে আসতেই তা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ঝাড়গ্রাম পৌরসভার জল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর গৌতম মাহাতো বলেন, ওই এলাকায় একটা পাম্প বসানো হয়েছিল। তাতে ঘোলা জল বেরোচ্ছে। নতুন করে পাইপ বসানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হয়েছে। বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো বলেন, জঙ্গলমহল হাসছে এটাই তার নমুনা। এটা কোনও গ্রাম নয়, এটা একটা শহর। ঝাড়গ্রাম শহরের তালডাঙার মানুষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। সেই সঙ্গে তারা বঞ্চিত পানীয় জল থেকে। কবে ওই মানুষগুলোর উন্নয়ন হবে তা এখনও জানা যায়নি। এ ব্যাপারে দলের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক আধিকারিককে বারবার জানানো হয়েছে। কাজের কাজ তো কিছুই হয়নি।

আলুর বন্ড বন্টন ঘিরে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ১২ মার্চ ঃ আলুর বন্ড বন্টনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে। রবিবার সকাল থেকেই ইসলামপুর এলাকার শ্রীকৃষ্ণপুর হিমঘরে আলু রাখার বন্ড নিতে ভিড় করেন হাজার হাজার কৃষক। বেলা বাড়তেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আলুর বন্ড দেওয়া ঘিরে। প্রথম দিকে এই ঘটনায় মহিলা সহ বেশ কয়েকজন আহত হন। পরবর্তীতে অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাড়তি পুলিশ বাহিনী। আলুর বন্ড নিতে আসা উত্তেজিত কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে চলে ব্যাপক লাঠিচার্জ। হিমঘরে বন্ড পাওয়া নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড শ্রীকৃষ্ণপুরে। হিমঘরে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল চাষিদের বিরুদ্ধে। শনিবার রাত থেকেই কুপনের জন্য লাইন দিয়েছিল বহু কৃষক। এদিন সকালে হিমঘর খুলতেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় গেটের সামনে। ধাক্কাধাক্কিতে অল্পবিস্তর আহত হন কয়েকজন চাষি। অভিযোগ, বেলা পেরিয়ে গেলেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। বরং পরিস্থিতি আরও হাতের বাইরে চলে যায়। আলু চাষিদের অভিযোগ, রাত থেকে লাইন দিয়ে কুপন পেয়েও দেখা যাচ্ছে সেই কুপনে কত প্যাকেট আলু রাখা যাবে তা উল্লেখ করা নেই। ঘটনার খবর পেয়ে হিমঘর এলাকায় ছুটে আসেন কৃষক নেতা আব্দুল করিম সহ আরও অনেকে। অভিযোগ, বেশকিছু দিন ধরে কৃষক সভা ও বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল আলুর বন্ড দেওয়ার সময় যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়। বন্ডের কুপন দেওয়ার সময় রবিবার যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী প্রশাসন।

বন দফতরের উদাসীনতায় গ্রাম ছেড়ে দূরে পালাচ্ছেন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ী, ১২ মার্চ ঃ মাত্র পাঁচশো মিটার দূরে ঝাড়খণ্ড। একদিকে সিদ্ধেশ্বরী নদী। আরেকদিকে বিস্তীর্ণ জঙ্গল। মাঝে বীরভূমের রাজনগর ব্লকের গাঙমুড়ি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পটলপুর গ্রাম। ২০০৮ সাল থেকে গ্রামে ইতিউতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাসবাড়ি আছে। কিন্তু মানুষজন নেই। জানা গেছে তার আগে তিরিশ ঘর পরিবার ছিল। কিন্তু ঝাড়খণ্ড থেকে আগত দলমা হাতির হানায় এলাকাবাসীরা কেউ পাশের জয়পুর বা রাজনগরে বাসা উঠিয়েছে। অথচ কৃষি প্রধান এই গ্রামের বাসিন্দা উজ্জ্বল দাস ২০১৭ সালে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কৃষক রত্ন পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ও তার ভাইপো ও আরেকটি ঘর মিলে তিনটি ঘরের বাস পটলপুরে। তিনি বলেন, হাতির অত্যাচারে সবাই গ্রাম ছেড়েছে। আরেক বাসিন্দা বলেন, ঝাড়খণ্ডের হাতির দল রাতে বাড়ি দরজা ভাঙে। তারপর শুড় ঢুকিয়ে খাবার খোঁজে। কিছু পেলে ভালো। না হলে চলে যায়। কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুকে চোখে দেখে কে আর এখানে থাকতে সাহস করবে বলুন! তাই আস্ত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে! যদিও বন দফতরের পক্ষ থেকে উদাসীনতার অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তায় তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকেন।

ছেলের সাথে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছেন ৩৮-এর মা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ১২ মার্চ ঃ শত বাধা পেরিয়ে একসঙ্গেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছেন মা ও ছেলে। ছেলের সঙ্গেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবেন বছর ৩৮-এর লতিকা। তাঁর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নদীয়ার শান্তিপুর থানার নৃসিংহপুর সর্দার পাড়ার বাসিন্দা লতিকা মন্ডল। কথায় বলে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। প্রায় ১৯ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল লতিকা মন্ডলের। বিয়ের আগে থেকেই পড়াশোনার প্রতি ছিল দারুণ আগ্রহ। একদিকে আর্থিক অনটন, অন্যদিকে মার শারীরিক অসুস্থতা। তাই বিয়ের আগে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েই পড়াশোনার পাট সেই সময়ের মত শেষ করেছিলেন লতিকা। বিয়ের পর সংসারের চাপে আর হয়ে ওঠেনি পড়াশোনা। তাঁর স্বামী কাজের সুবাদে ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। বর্তমানে লতিকার দুই সন্তান। একটি ছেলে ও ১টি মেয়ে। মেয়ে রানি মন্ডল শান্তিপুর কলেজের বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। ছোট ছেলে সৌরভ মন্ডল বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা অম্বিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। এবার সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে। ছোট বেলায় মেয়ের পড়া সামলাতে সামলাতে পড়াশোনার দিকে নতুন করে আগ্রহ জাগে তাঁর। আবার কি শুরু করা যায়? কি করবেন যখন ভাবছেন সেই সময় এক আত্মীয় লতিকার পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁরই উদ্যোগে নতুন করে পড়াশোনা করার সিদ্ধান্ত নেন গৃহবধূ লতিকা। এরপরেই শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুলে ভর্তি হন। ২০১৯-২০ বর্ষে মাধ্যমিক পাস করেন। মিউনিসিপাল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করে নৃসিংহপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এবছর ছেলের সৌরভ মন্ডলের সঙ্গে পরীক্ষায় বসতে চলেছেন লতিকা। প্রতিদিন সংসারের কাজ সামলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নিয়ম করে ছেলের সঙ্গে পড়তে বসেন ওই বধূ। পরিবারের তরফ থেকেও অনেকটা সাহায্য পেয়েছেন বলেই জানান তিনি। এ বিষয়ে লতিকা মন্ডল বলেন, শুধুমাত্র চাকরি পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করা নয়, শিক্ষালাভের জন্য পড়াশোনা করা অনেক জরুরি। মায়ের এই উদ্যোগে খুশি ছেলে সৌরভও। আগামী দিনে দু'জনেই ভালো রেজাল্ট করবেন বলে আশাবাদী ছেলে। তবে অসীম মণ্ডলের সামান্য উপার্জনে পরিবারের সংসার খরচের সঙ্গে তিন সদস্যের পড়াশোনার মধ্যে সংসার খরচ জোগাড় করার জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা। অনেকেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আগামীতে এভাবেই নতুনভাবে পড়াশোনার জীবন শুরু করার জন্য।

ইসিএলে বিক্ষোভ খনি শ্রমিকদের

দুরন্ত বার্তা, সালানপুর, ১২ মার্চ ঃ ইসিএলের খনির উৎপাদন ও পরিবহন সহ দপ্তরের সমস্ত কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির। বিক্ষোভকারিদের অভিযোগ, সময়মত খনি শ্রমিকদের মাসিক বেতন না হওয়া এবং শ্রমিকদের প্রোমোশন না দেওয়া, প্রতিমাসে ইনকাম ট্যাক্স না কেটে হঠাৎ করে এক মাসেই সমস্ত ট্যাক্স কেটে নেওয়ার ফলে বিপাকে পড়তে হচ্ছে খনির শ্রমিকদের। ফলে দেখা যাচ্ছে কোন এক মাসে এসে শ্রমিকদের মাইনের টাকায় ট্যাক্স বা অন্যান্য বাবদ কেটে নেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকরা হাতে পাচ্ছেন কেউ মাত্র দশ হাজার, কেউ মাত্র বিশ হাজার কেউ আবার তিরিশ হাজার। ফলে পরিবার চালানোর ক্ষেত্রে ওই সময়গুলিতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে খনি কর্মীদের। কর্তৃপক্ষের এই সিস্টেম বদলের দাবিতে এদিন ইসিএলের সালানপুর এরিয়া ডাবর খনির সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভে নামেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের পতাকা তলে থাকা খনি শ্রমিকরা। এদিন বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা দিনেশ লাল শ্রীবাস্তব ।তিনি এদিন শ্রমিকদের নিয়ে তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে ডাবর খনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে তাদের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। সব দাবি শোনার পরে কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন তাদের সমস্যাগুলি উচ্চতম আধিকারিকদের জানিয়ে সমাধান করা হবে। আর এই আশ্বাসের পর বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

ভেজাল মদের কারখানায় হানা আবগারি দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ ভেজাল মদ তৈরির কারখানায় হানা দিল আবগারি দপ্তর। জেলায় এই প্রথম বিপুল পরিমাণ ভেজাল মদ সহ তৈরির সামগ্রী উদ্ধার বলে দাবি আবগারি দপ্তরের। দিনভর চলল অভিযান। পরপর গাড়িতে রাশি রাশি সামগ্রী চাপিয়ে আনা হল দপ্তরে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের শিকারপুর অঞ্চলের প্রধানপাড়ার ঘটনা ঘিরে এলাকায় শোরগোল। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় ভেজাল মদের কারবার চলছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। বিশাল বাহিনী সঙ্গে করে এলাকায় অভিযান চালান আবগারি দপ্তরের আধিকারিকেরা। এলাকার দুটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ মদের সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। জানা গিয়েছে, ভেজাল মদ তৈরি করে নামজাদা কোম্পানির লেবেল লাগানো হত বোতলে। এদিন অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদের বোতল, ভেজাল মদ এবং কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে আবগারি দপ্তরের অধিকর্তারা। ভক্তিনগর ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর দেবীপ্রসাদ দাস জানান, সম্ভবত হোলি খেলাকে সামনে রেখেই নকল মদ তৈরি করা হচ্ছিল। এই মদ বিহারের দিকে পাচার করা হত। যদিও এদিনের ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। এদিন দুটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত ধরা হল। ক'দিন আগেও এরকম অভিযান চালানো হয়েছে। আগামীতেও চলবে।

প্রতিবাদে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১২ মার্চ ঃ রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বঞ্চনা, পেট্রোল, ডিজেল সহ রান্নার গ্যাস ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রবিবার আসানসোলের বারাবনিতে বারাবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে একটি মিছিল হয়। মিছিলটি হয় বারাবনির পানুড়িয়া আমবাগান থেকে মাজিয়াড়া মোড়। এই প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় ও বারাবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অসিত সিংহ। হাজার কয়েক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা এদিন বাইকে মিছিলে যোগদান করেন। আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গোটা দেশের মানুষদের শোষণ করে চলেছে। কেন্দ্র সরকার বাড়ির টাকা ও ১০০ দিনের কাজ টাকা বন্ধ করে রাজ্য সরকারকে বঞ্চিত করছে। তার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত দেশের মানুষকে শোষণ করে চলেছে বিজেপি সরকার। রান্নার গাসের পাশাপাশি পেট্রোল, ডিজেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে চলেছে। আর তার বিরোধিতা করলেই কেন্দ্র সরকার কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি ও সিবিআই লাগিয়ে প্রতিবাদ দমন করার চেষ্টা করে চলেছে। এদিন এই সবেরই প্রতিবাদে বারাবনিতে মহা প্রতিবাদ মিছিল করা হল।

ফের উত্তেজনা চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ মার্চ ঃ ফের উত্তেজনা কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে। নিয়মবহির্ভূতভাবে পরের ট্রাক আগে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে রবিবার উত্তেজনা ছড়াল জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের স্থলবন্দরে। যার ফলে কিছু সময়ের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজও থমকে যায়। এরপরেই খবর পেয়ে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রেই জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকটি ট্রাক নিয়ম ভেঙে পরে এসেও পণ্য নিয়ে দ্রুত বাংলাদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এই অভিযোগ এনে স্থানীয় কিছু ট্রাক মালিক ওইসব ট্রাকের পথ আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে আরও কিছু ট্রাক মালিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলন শুরু করলে মুহূর্তেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আংদোলনের জেরে কিছু সময়ের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজও থমকে যায়। এরপরেই খবর পেয়ে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণের মধ্যে মাথাভাঙার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা, মেখলিগঞ্জ পুলিশের এসডিপিও অরিজিৎ পাল চৌধুরী, ওসি রাহুল তালুকদার প্রমুখ হাজির হন। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ক্ষুব্ধ ট্রাক মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। অভিযোগের বিষয় নিয়ে এই স্থল বন্দরে কর্তব্যরত পরিবহণ দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন। গত কয়েকদিন থেকে মাঝেমধ্যেই এই ধরণের ঘটনায় বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজে সমস্যা তৈরি হওয়াতে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রশাসনের কর্তারাও। যদিও এনিয়ে ব্যবসায়ীরা সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি ঠিকঠাক রয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজ সুষ্ঠভাবে চলছে বলে মাথাভাঙার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা জানিয়েছেন।

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH
& BDO JBPUR, Howrah
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in
Sealed tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide Notice no- : **NIT-140,142(EO, JBPUR) & 583 (BDO JBPUR).**
Each NIT- 01 no of work. Publication Date-**10.03.23(E-NIT).** Fund-15th FC(2 NOS OF WORK) & Rastashee (RIDF) (1 no of work) all re tender 2nd call.
SD/- Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah
& BDO JBPUR, Howrah

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং-০৪/২০২৩ তারিখ ০৯.০৩.২০২৩
টেন্ডার খোলা হবে ২৭.০৩.২০২৩

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	বিবরণ	পরিমান	ইএমডি (টাকায়)	টেন্ডার খোলার তারিখ
১	১৩২৩৫২৯০	যোগান ও প্রতিস্থাপন লেয়ার-৩ সুইচ সঙ্গে ২৪ এসইপি স্লট আপলিংকের জন্য সঙ্গে রেডুনড্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই এবং এসএফপি-র সাথে সজ্জিত সংযুক্ত থাকা নির্দিষ্টরণ অনুসারে।	১৪টি	৪৯৭০০/-	২৭.০৩.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট যা হল -**https://www.ireps.gov.in** । **(২)** ই-দরপত্র ছাড়া অন্য কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য নহে উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে, ঠিকাদারদের অনুরোধ নিজেদের রেজিস্টার করাতে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ডিজিটাল সিগনেচার শংসাপত্র সহকারে যা জারি করবে সিসিএ অধীন আইটি আইন ২০০০। **(৩)** দর আর্থিক পাতায় উল্লেখ থাকতে হবে এবং তা স্বাক্ষরিত থাকতে হবে তাহাই কেবল বিবেচিত হবে এবং অন্য কোন ধরণের আর্থিক সংযুক্তি অন্য যে কোন ফর্ম / চিঠিতে যদি সংযুক্ত থাকে তাহলে তা সরাসরি বাতিল হবে এবং বিবেচিত হবে না। **(৪)** সংযুক্ত করা নথিপত্রের ওপর স্বাক্ষর থাকতে হবে। **(৫)** বরাদ্দ ''কস্ট অফ ড্রয়িং'' হল জেড-৬৫০ এবং ''বায়না মূল্য জমা (ইএমডি)'' জমা করতে হবে বিবিধ স্টোর্স-০০৮৪৪৫১৭ অনুকূলে। উপরোক্ত টেন্ডার নোটিস আপলোড করা হয়েছে-**https://www.ncr.indianrailways.gov.in**। যদি কোনরূপ সমস্যা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে হেলডেস্ক পাওয়া যাবে।

367/23 FA

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

চোরেদের দৌরাত্ম্যে উধাও চা কারখানা

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ১২ মার্চ ঃ একের পর এক চুরির জেরে চোপড়ার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি চা কারখানা কার্যত মাটিতে মিশে গিয়েছে। ওই এলাকায় এখন গরু-ছাগল চরে বেড়ায়। রাহাদিগছ মোড় এলাকায় ডানকানস গ্রুপের ওই চা বাগানের কারখানাটির জমিও এবার দখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই নিয়ে এলাকায় রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক হামিদুল রহমান অবশ্য এই ঘটনায় পুলিশের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, পুলিশ সেই সময় সক্রিয় হয়ে উঠলে এত বড় ঘটনা ঘটত না। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওই বাগানের অচলাবস্থা শুরু হয়। মালিকপক্ষ কাউকে কিছু না জানিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। শ্রমিকরাই কমিটির মাধ্যমে বাগান পরিচালনার দায়িত্ব নেন। কিন্তু নজরদারির অভাবে বন্ধ কারখানা থেকে একের পর এক যন্ত্রাংশ চুরি হতে শুরু করে। শ্রমিক নেতারা বিষয়টি রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশের নজরে আনলেও শেষরক্ষা হয়নি বলে অভিযোগ। বড় পাঁচমৌজ ডিভিশনের বাগানবাবু হাসিবুল ইসলাম ও লালবাগ ডিভিশনের বাগানবাবু মজিবর রহমানের কথায়, ১৯৯৮ সালে চা কারখানাটি চালু হয়। প্রায় দেড়শো শ্রমিক কাজ করতেন। প্রায় ছয় বছর আগে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। এমন অবস্থা হয় যে, ধীরে ধীরে সবকিছু খুলে নিয়ে চলে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। প্রায় সাত কোটি টাকার সম্পত্তি শেষপর্যন্ত রক্ষা করা যায়নি বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। ক্রমশ একটি কারখানা মাটিতে মিশে গিয়েছে। এলাকার বাসিন্দা নজরুল ইসলাম, দেবু টুডুদের বক্তব্য, চোখের সামনে একটি শিল্প নষ্ট হয়ে গেল দেখে আফসোস হচ্ছে। অনেকেই কাজ হারিয়ে এখন ভিনরাজ্যে কাজ করছেন। চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরুদ্দিনের বক্তব্য, গোটা কারখানা লুটপাটের পর এবার ফাঁকা জমি দখলের চক্রান্ত শুরু হয়েছে। অনেক মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এর পিছনে শাসকদলের হাত রয়েছে। এই বিষয়টিকে পঞ্চায়েত ভোটের ইস্যু করা হবে। সাধারণ মানুষ ব্যালট বাক্সে এর জবাব দেবেন। সিপিএম নেতা আনসারুল হকের কথায়, বাম আমলে তৈরি একটি চা কারখানা মাটিতে মিশে গেল। কারখানা ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি এলাকার চা বাগানগুলিতেও অচলাবস্থা চলছে। দেখার কেউ নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের ঘিরনিগাঁও অঞ্চল সভাপতি আশরাফুল হক অবশ্য বিরোধী শিবিরের ঘাড়েই দোষ চাপিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কারখানার যন্ত্রাংশ লুঠ হওয়ার পিছনে সিপিএম-কংগ্রেস জোটের বড় মদত রয়েছে। ওই সময় বিরোধীরা দুষ্কৃতীদের আশকারা দিয়ে এতবড় ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে জমি দখলের কোনও অভিযোগ নেই। এদিকে চোপড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, কারখানার বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। কয়েকজনকে বিভিন্ন সময়ে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ আলু চাষিদের

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ আলুর বন্ড না পেয়ে জলপাইগুড়িতে ফের বিক্ষোভ দেখালেন আলু চাষিরা। জাতীয় সড়ক অবোরোধ করেন তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ির শালবাড়িতে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ধূপগুড়ি থানার পুলিশও কৃষকদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা বাধে পুলিশের। পরে পুলিশের আশ্বাসে উঠে যায় অবরোধ। পুলিশ সূত্রের খবর, সকাল থেকেই হিমঘরে আলুর বন্ডের জন্য কৃষকরা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ড না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন কৃষকরা। হিমঘর থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। পাশাপাশি এদিন বন্ড দেওয়ার দাবিও তোলেনও। কৃষকদের অভিযোগ, শালবাড়ি হিমঘর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নোটিস লাগিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় আলুর বন্ড শেষ। এদিকে দু'দিন আলুর বন্ড দেওয়ার পরেই এই নোটিস লাগানোয় ক্ষুব্ধ তাঁরা। তাই আলুর বন্ড দেওয়ার দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কৃষকরা। পরে কৃষকদের মধ্যে পাঁচ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে হিমঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। অবশেষে হিমঘর কর্তৃপক্ষ বন্ড দিতে রাজি হলে অবরোধ তুলে নেন কৃষকরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন ধূপগুড়ির সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মা। তিনি বলেন, ওই হিমঘরে আলুর প্যাকেট রাখার জায়গা অনুসারে বন্ড বিলি হয়েছে। জায়গার বাইরে তো বন্ড বিলি করা যায় না। তাই হিমঘরে আলুর রাখার জায়গা অনেকটাই পূরণ হয়ে যাওয়াতে বন্ড বিলি বন্ধ রাখা হয়। পরবর্তীতে হিসেব করে ধারণ ক্ষমতা বের হলে নোটিস দিয়ে ফের বন্ড দেওয়া হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, গাদং ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আরও দুটি হিমঘর রয়েছে। সেগুলি এখনও খোলেনি। সেগুলি খুললে সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে।

SBI **কৃষ্ণনগর শাখা**
পোস্ট-কৃষ্ণনগর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০১ (প.ব.)
অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(ধারা ৮(১)

যেহেতু ঃ
নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত রয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করেছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ **১১.১০.২০২২** জানানো যায় গ্রাহক **সুশান্ত কুমার বিশ্বাস**, পিতা-সুনীতি কুমার বিশ্বাস ও **শ্রীমতি সুজাতা বিশ্বাস**, স্বামী-সুশান্ত কুমার বিশ্বাস, উভয় নিবাস-৬/ ১ ডি. এল. রায় রোড, বউবাজার, পোস্ট-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালি, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত রাশি যা হল **টাকা. ২৩,২৭,৪১৪.৯২ (তেইশ লক্ষ সাতাশ হাজার চারশত চোদ্দ টাকা বিরানব্বই পয়সা মাত্র)** ২৫.০৭.২০২২ তারিখে সঙ্গে সুদ ২৬.০৭.২০২২ থেকে উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
গ্রাহক যদি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক / জামিনদার প্রতি বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করবেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত রয়েছে তার ওপর অধীন উপধারা-৪ অধীন ধারা ১৩ উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ **৯ মার্চ, ২০২৩ তারিখে।**
গ্রাহককে বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে ওই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দাবী করবে টাকা. ২৩,২৭,৪১৪.৯২ (তেইশ লক্ষ সাতাশ হাজার চারশত চোদ্দ টাকা বিরানব্বই পয়সা মাত্র) ২৫.০৭.২০২২ তারিখে সঙ্গে সুদ ২৬.০৭.২০২২ থেকে এবং আনুষ্ঠানিক ব্যয় এবং খরচ ইত্যাদি।
গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) অধীন ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক ঃ সুশান্ত কুমার বিশ্বাস, পিতা-সুনীতি কুমার বিশ্বাস ও **শ্রীমতি সুজাতা বিশ্বাস**, স্বামী-সুশান্ত কুমার বিশ্বাস, উভয় নিবাস-৬/ ১ ডি. এল. রায় রোড, বউবাজার, পোস্ট-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালি, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ।
সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী বাস্তু জমি এবং বাড়ি সম্পত্তির পরিমাপ প্রায় ০২ ডেসিমেল, অধীন মৌজা-৯২ কৃষ্ণনগর, জেএল নং. ৯২, আরএস প্লট নং-৭৪৫২, এলআর নং. ১৫৫২/ ১, আরএস খতিয়ান নং-২৫৮৪, এলআর ৬৪৬৬, কৃষ্ণনগর পৌরসভা, ডিড নং. -১-৭৯১৬ সাল ২০০৬, পোস্ট-কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালি, জেলা-নদীয়া, পিন নং-৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ।

দ্রষ্টব্য ঃ অধিগ্রহণ নোটিস ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে গ্রাহক/ জামিনদারকে স্পিড পোস্টে। যদি, গ্রাহক/ জামিনদার তা না পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এই নোটিস ধার্য্য হবে পরিবর্ত প্রদানের মাধ্যম হিসাবে।

তারিখ ঃ ০৯.০৩.২০২৩, স্থান ঃ কৃষ্ণনগর **অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

শুরু থেকেই শিশুর দাঁতের যত্ন

দুরন্ত বার্তা ঃ শিশুর দাঁত ওঠার পর থেকেই দরকার সঠিক যত্নের। কিন্তু অনেকেই এই সম্পর্কে অবগত নন। ছয় মাস বয়স থেকে দুই বা আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর দাঁত ওঠে। একে দুধদাঁত বলে। যার যত্ন প্রথম থেকেই নেওয়া প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, এই দাঁত তো আর স্থায়ী নয়, কয়দিন পরেই তো পড়ে যাবে এবং স্থায়ী দাঁত উঠবে, তাই এই দাঁতের বাড়তি যত্নের তেমন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই ধারণা মোটেও ঠিক নয়। কারণ এই দুধদাঁতগুলোই ১২ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় নানাভাবে সহায়তা করে।

ব্রাশ নির্বাচন ঃ শিশুর প্রথম দাঁত ওঠে সাধারণত ছয় মাস বয়স থেকে। দুই থেকে আড়াই বছরের মধ্যে দাঁত ওঠা শেষ হয়। দাঁত ওঠার আগে থেকেই শিশুর মাড়ির যত্ন নিতে হবে মাকে অথবা যে শিশুর দেখাশোনা করবে তাকে। এ জন্য নরম সুতি কাপড় বা গজ জলে ভিজিয়ে ভালোমতো চিপে শিশুর প্রতিবেলা খাবারের পর দাঁতের মাড়ি মুছে দিতে হবে। দু-একটা দাঁত ওঠা পর্যন্ত একই নিয়মে করতে হবে। যখন শিশুর দাঁতের সংখ্যা একটু একটু করে বাড়বে, তখনো এই কাপড় দিয়ে একইভাবে পরিষ্কার করা যাবে অথবা বাজারে এক ধরনের খুব নরম আংটির মতো আঁশযুক্ত ব্রাশ পাওয়া যায়, যেটা আঙুলে পরে মা শিশুর দাঁত পরিষ্কার করতে পারবে খুব সহজেই। সে যখন একটু বড় হবে, তখন ছোট সাইজের ব্রাশ পাওয়া যায়, তা দিয়ে মায়েদেরই ব্রাশ করে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, ব্রাশের মাথা যেন ছোট হয়। মাঝেমধ্যে শিশুদের হাতে কিছুক্ষণ ব্রাশ ছেড়ে দিয়ে পরে মায়েরা ব্রাশ করে দেবেন।

ব্রাশের অভ্যাস ঃ শিশুর দাঁত ব্রাশের অভ্যাস শিশু বয়স থেকেই করানো উচিত। তাই প্রতিবেলা খাবারের পর বিশেষ করে রাতে খাবারের পর ঘুমানোর আগে দাঁত ব্রাশ করে ঘুমানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। শিশু যাতে রাতে ব্রাশ করার নিয়ম রপ্ত করতে পারে এ জন্য মা, বাবা অথবা শিশুর যিনি দেখাশোনা করেন তিনিও নিয়মিত ব্রাশ করবেন, যেন তা দেখে শিশু শিখতে পারে। শিশুর হাতে কিছুক্ষণ ব্রাশ ছেড়ে দিয়ে মা, বাবা তার সামনে ব্রাশ করলে শিশুরা উৎসাহিত হবে। পরবর্তী সময়ে আবার শিশুকে সঠিক নিয়মে ব্রাশ করাতে হবে। বড়রা যেমন তিন বেলা খাবার খায়, শিশুরা কিন্তু একটু পর পর খাবার খেয়ে থাকে। তাই বলে এতবার ব্রাশ করা শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই খাবার খাওয়ার পরপরই একটু পরিষ্কার জল খাইয়ে দেওয়া ভালো এবং কুলকুচা করার অভ্যাস করাতে পারলে আরও ভালো হয়। বিশেষ করে যে শিশু ফিডার খায়, তাদের খাওয়ার পর একটু জল খাইয়ে দেওয়া উচিত। এতে মুখের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

পেস্ট নির্বাচন ঃ বাজারে এখন দুই ধরনের পেস্ট পাওয়া যায়, যেমন ফ্লুরাইডযুক্ত পেস্ট ও ফ্লুরাইড ছাড়া পেস্ট। পেস্টের সঙ্গে ফ্লুরাইড যুক্ত করা হয় দাঁত মজবুত করার জন্য। এই ফ্লুরাইডের আবার নির্দিষ্ট একটা ডোজ আছে। যার পরিমাণ লেভেলের চেয়ে বেড়ে গেলে ফ্লুরাইড তখন দাঁতের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে যায়। শুধু দাঁতের জন্যই নয়, হাড় ও শরীরের অন্যান্য অংশেরও ক্ষতি করে। এ জন্য শিশুরা যতক্ষণ ঠিকমতো কুলকুচা করতে না পারে এবং থুথু ফেলতে না শেখে, ততক্ষণ শিশুদের ফ্লুরাইডযুক্ত পেস্ট দেওয়া উচিত নয়। কারণ শিশুদের পেস্টের ফ্লেবার (রং, গন্ধ, স্বাদ) আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন ফল বা চকোলেটের মতো দেওয়া হয়। তাই বেশির ভাগ বাচ্চা ব্রাশ করার সময় পেস্ট গিলে ফেলে। আর চার-পাঁচ বছরের শিশুদের স্নায়ুর গঠন পুরোপুরি হয় না। যার জন্য শিশুদের কো-অর্ডিনেশনটাও ঠিকমতো হয় না। পাঁচ বছরের পর নরমাল শিশুরা ফ্লুরাইডযুক্ত পেস্ট ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, যেসব শিশু একটু স্লো তাদের দাঁত উঠতে দেরি হয়, কথা বলতে দেরি হয় বা তাদের বোঝার ক্ষমতাটাও অনেক দেরিতে হয়। তাদের বয়স পাঁচ বছরের হলেও যত দিন পর্যন্ত তারা ঠিকমতো থুথু ফেলতে এবং কুলকুচা করতে না শিখবে, তত দিন পর্যন্ত ফ্লুরাইডযুক্ত পেস্ট দেওয়া উচিত নয়। আর অটিস্টিক বা ডাউন সিনড্রোম বেবিদের জন্য ফ্লুরাইডযুক্ত পেস্ট না দেওয়াই উচিত। তাদের যারা দেখাশোনা করে তাকেই ব্রাশ করে দিতে হবে। বেশি বড় হয়ে গেলে ব্যাটারিচালিত ইলেকট্রিক টুথব্রাশ দিলে তা অটোমেটিক ক্লিন করতে সাহায্য করবে।

নিতে হবে সঠিক যত্ন ঃ দুধদাঁতের যত্ন না নিলে দাঁতে ক্ষয়রোগ (ডেন্টাল ক্যারিজ) অথবা মাড়ির ইনফেকশন (জিনজিভাইটিস) হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে শিশুর দাঁত সময়ের আগেই ফেলে দিতে হতে পারে। এ কারণে শিশু ঠিকভাবে কথা বলতে পারবে না, আবার খেতে অসুবিধা হবে। আর কম খাওয়ার কারণেই শিশু অপুষ্টির শিকার হতে পারে। তা ছাড়া অসময়ে দুধদাঁত পড়ে গেলে দেখতে অসুন্দর লাগায় শিশু অনেক সময় মানসিক কষ্টে ভোগে। তাই শিশুর সৌন্দর্য রক্ষায়ও দুধদাঁতের যত্ন নেওয়া দরকার।

দুধদাঁত সময়ের আগে পড়ে গেলে স্থায়ী দাঁতগুলো আঁকাবাঁকাভাবে উঠতে পারে, আবার অনেক সময় দাঁত পড়তে দেরি হলেও তার স্থায়ী দাঁতগুলো অন্য জায়গা দিয়ে উঠতে শুরু করে, যা দেখতে অত্যন্ত অসুন্দর লাগে। আঁকাবাঁকা দাঁতে ময়লাও বেশি জমে, তাই দাঁত ও মাড়িতে ইনফেকশন হতে পারে।

শিশুরা প্রতিদিন যদি নিয়মিত ব্রাশ না করে, তাহলে তারা যে খাবারগুলো খায়, সবই দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে, বিশেষ করে যেগুলো মিষ্টিজাতীয় খাবার এবং আঠালো খাবার। যেমন-চিপস, জুস, কেক, পেস্ট্রি, চকোলেট, আইসক্রিম, দুধ, ভাত, সুজি-এগুলো সাধারণত পরিষ্কার করা হয় না। ২৪ ঘণ্টার বেশি দাঁতের ফাঁকে খাবার জমা থাকলে ওখানে রোগ-জীবাণুর আধিক্য বেশি হয় এবং ফাঁকে ফাঁকে জমা খাবারগুলো পচে অ্যাসিড তৈরি হয়। শরীর থেকে এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ বের হয়, যা দাঁত ও মাড়ির জন্য ক্ষতিকারক। যত দিন যাবে, এই জমাকৃত খাবার আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে পাথরের রূপ নেবে, যা মাড়িকে আক্রান্ত করবে। এই অবস্থাকে বলে জিনজিভাইটিস।

রোগ-জীবাণুর আধিক্যের কারণে মুখের মধ্যে একটি এসিডিক পরিবেশ তৈরি হয়, যা দাঁতকে ক্ষয় করে, যাকে ডেন্টাল ক্যারেজ বলা হয়। দাঁতের মূল দুটি অসুখই হলো জিনজিভাইটিস এবং ডেন্টাল ক্যারিজ। ঠিকমতো পরিচর্যা না করলে পরবর্তী সময় এই রোগগুলো থেকে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। ছয় বছর থেকে দুধের দাঁত আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করে এবং সেখানে স্থায়ী দাঁত ওঠা শুরু করে।

সঠিক ব্রাশ করার নিয়ম ঃ দাঁত ব্রাশ করার অনেক নিয়ম আছে। তবে দাঁতের প্রতিটি অংশ পরিষ্কারের সহজ পদ্ধতি হলো-

-ওপরের দাঁতের ক্ষেত্রে ওপর থেকে নিচের দিকে ব্রাশ করতে হবে।
-নিচের দাঁতের ক্ষেত্রে নিচ থেকে ওপরের দিকে ব্রাশ করতে হবে।
-দাঁতের বাইরে ও ভেতরে ঠিক একই ধরনের মুভমেন্ট করতে হবে।
-চোয়ালের দাঁতগুলোর ওপরের অংশও ব্রাশ করে পরিষ্কার করা উচিত।

সতর্কতা ঃ শিশুর নতুন দাঁত উঠতে শুরু করলে অনেকের ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত লালা ঝরতে পারে। এতে ভয়ের কিছু নেই। শিশুর মাড়ি কিড়মিড়, অস্বস্তি ভাব বা ব্যথা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে হাত ধুয়ে আস্তে আস্তে মাড়ি মালিশ করে দিতে হবে। হাড় বা শক্ত জিনিস শিশুর নাগালের বাইরে রাখুন। তীব্র দাঁত ব্যথা হলে ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিন।

মস্তিষ্কের রোগ পারকিনসন্স

দুরন্ত বার্তা ঃ ব্রেন বা মস্তিষ্কের ছোট ছোট অসুখও অনেক সময় পুরো দেহে বিরাট প্রভাব ফেলে। মস্তিষ্কের রোগ স্ট্রোক, মাইগ্রেন, ব্রেন টিউমার ইত্যাদির সঙ্গে আমরা পরিচিত হলেও পারকিনসন্স ডিজিজ সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। মস্তিষ্কের প্রাণঘাতী রোগের তালিকায় এর অবস্থান দ্বিতীয়।

পারকিনসন্স কী ঃ এটি মস্তিষ্কের ক্ষয়জনিত রোগ। মস্তিষ্কের সাবস্ট্যানশিয়া নাইগ্রা নামের অংশের স্নায়ুকোষ (নিউরোন) শুকিয়ে যাওয়ার কারণে ডোপামিন নামের নিউরোট্রান্সমিটারের (এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ) ঘাটতি দেখা দেয়। এটাই হচ্ছে পারকিনসন্স ডিজিজ। স্বাভাবিক অবস্থায় মস্তিষ্কের ব্যাজাল গ্যাংলিয়া নামের অংশ শরীরের চলাফেরা বা গতি বা নড়াচড়া করার সমন্বয় করে থাকে। ডোপামিনের অভাবে এই সমন্বয় নষ্ট হয়ে যায়।

কারণ ও জটিলতা ঃ ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে পারকিনসন্স রোগের কারণ অজানা। পাঁচ শতাংশ ক্ষেত্রে জেনেটিক বা বংশগত কারণে হয়। অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ নানা কারণে হয়। যেমন-স্ট্রোক, টিউমার, বারবার আঘাত, মস্তিষ্কের ইনফেকশন, উইলসন ডিজিজসহ মস্তিষ্কে ক্ষয়জনিত অন্যান্য রোগ-যেগুলোকে বলা হয় পারকিনসনিজম। পারকিনসন্স ডিজিজে আক্রান্ত রোগীর চলাফেরার ওপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায় আস্তে আস্তে। ভয়ংকর ব্যাপার হলো, এই রোগের কোনো নিরাময় নেই, শুধু রয়েছে রোগের লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণের কিছু পদ্ধতি।

উপসর্গ ঃ এই রোগের প্রধান উপসর্গ বা লক্ষণ তিনটি।

-হাত-পা কাঁপুনি।
-হাত-পা স্বাভাবিকের চেয়ে শক্ত হওয়া।
-চলাচলের গতি ধীর হয়ে যাওয়া।

এ ছাড়া যে লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে তা হলো-সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটা, কথার স্বর ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, কম কথা বলা, চোখের পাতার নড়াচড়া কমে যাওয়া, বারবার পড়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, হতাশাগ্রস্ততা ইত্যাদি।

কাদের হতে পারে ঃ পুরুষ-নারী সমানভাবে সবাই আক্রান্ত হয়। সাধারণত ৫৫ বছরের পরে এই রোগটি হয়। জেনেটিক ক্ষেত্রে কম বয়সে যেমন ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

চিকিৎসা ঃ সঠিক সময়ে এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা গ্রহণ করলে রোগী দীর্ঘদিন ভালো থাকে। এই রোগে আক্রান্ত রোগীকে আজীবন ওষুধ সেবন করে যেতে হয়। তবে এটি সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য রোগ নয়। এই রোগে অপারেশনের কোনো ভূমিকা নেই। তবে ডিবিএস পদ্ধতিতে অতি ক্ষুদ্র ইলেকট্রোড মস্তিষ্কের গভীরে স্থাপন করা হয়। এতে ওষুধ অনেক কম লাগে। উপসর্গগুলো ৯০ শতাংশ কমে যায়, রোগী দীর্ঘদিন ভালো থাকে। কিন্তু এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এই পদ্ধতি আমাদের দেশে সীমিত পরিসরে চালু হয়েছে।

অ্যাডভান্স পারকিনসন্স ডিজিজ রোগীর ক্ষেত্রে লিভোডোপা প্যাঁচ এবং লিভোডোপা ইনফিউশন পাম্প রয়েছে। এগুলো বেশ ব্যয়বহুল। বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের নিউরোলজি বিভাগ ছাড়াও বেসরকারি হাসপাতালে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা এই রোগের চিকিৎসা করে থাকেন।

করণীয় ঃ পারকিনসন্স রোগ প্রতিরোধের তেমন কোনো উপায় নেই। গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে নিউরোডিজেনারেটিভ অসুখের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারকিনসন্স ডিজিজ এগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই রোগী ও পরিবারের লোকজনকে সচেতন থাকতে হবে। এতে রোগীকে সচল রেখে জটিলতা এড়ানো সম্ভব।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৬ বছর, ওজন ৫৬ কেজি, উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। সমস্যা হলো, আমার ঘন ঘন ঠাণ্ডা লাগে আর কফ হয়। ঠাণ্ডা লাগার পর এক সপ্তাহ খুব কফ হয়, তারপর কমে যায় কিন্তু কফ অনেকটা কালচে বর্ণের হয়। আর জ্বর জ্বর থাকে কিন্তু ১০০ সে.-এর বেশি হয় না। সন্ধ্যা ও সকালে বেশি জ্বর জ্বর বোধ হয়, ওষুধ খেলে একটু কমে। এভাবেই চলছে প্রায় দুই মাস। কী করব পরামর্শ চাই?

উত্তর ঃ আপনার বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, এটা ঠাণ্ডাজনিত অ্যালার্জির কারণে হতে পারে। ঠাণ্ডায় অ্যালার্জি থাকার কারণে প্রায়ই এই হাঁচি, কাশি, সর্দি হয় এবং এর থেকে ইনফেকশন হয়ে জ্বর হয় ও কফ বের হয়। পরিবেশের বায়ুদূষণের কারণে ধুলাবালি ও ধোঁয়া শ্বাসের সঙ্গে যায়। এগুলো কফের সঙ্গে বের হলে কফ কালচে রঙের হয়। দুই মাস ধরে সমস্যা মানে শীতকালেই হচ্ছে, মানে এটা 'অ্যালার্জি রাইনাইটিস' ও-অর্থাৎ শ্বাসনালির সংক্রমন। এসব সমস্যায় প্রতিকার পেতে হলে ঠাণ্ডা পরিহার করতে হবে। কুসুম কুসুম গরম জল ব্যবহার করতে হবে। ধুলাবালি থেকে দূরে থাকতে হবে। আর জ্বর সহজে না সারলে বক্ষব্যাধি বা নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৭০ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, ওজন ৬৫ কেজি। আগে ধূমপান করতাম, এখন ১০ বছর হলো ধূমপান করি না তবে পান খাই। শীতকাল এলেই বুকে কফ জমে থাকে আর শাঁইশাঁই শব্দ হয়। তিন বছর আগে টিবি রোগ ছিল, তখন নিয়মিত ওষুধ সেবনে এই রোগ ভালো হয়ে যায়। বর্তমানে শ্বাসকষ্টটা খুব বেড়েছে। ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছি না। রাতে কাশির কারণে ঘুমাতে পারি না। প্রায় দুই মাসের মতো কাশিটা আছে। কাশি কমানোর ওষুধ খেলে একটু কমে, আর না খেলে আবার বাড়ে। কাশির সঙ্গে দু-একবার রক্তও বের হয়। কী করব, পরামর্শ চাই?

উত্তর ঃ আগে ধূমপানের কারণে অর্থাৎ প্রায় ৪০ বছর ধূমপানের কারণে আপনার 'সিওপিডি' রোগ হয়েছে। শীতকালে ঠাণ্ডাজনিত কারণে অথবা পরিবেশগত কারণে এখন ইনফেকশন হতে পারে। এতে কফ বেড়ে যায়, শাঁইশাঁই শব্দ হয়, রাতে কফ, কাশি, শ্বাসকষ্টের পরিমাণ বেড়ে যায়। রাতে ভালো ঘুম হয় না। টিবি হওয়ার কারণেও ফুসফুসের সেই স্থান থেকে কাশির সঙ্গে মাঝেমধ্যে রক্ত যেতে পারে। তবে এতে ভয়ের কিছু নেই। কারণ টিবি হওয়ার কারণে ফুসফুসের কিছু জটিলতা যেমন-পোস্টপিটি ব্রংকিয়াকটেসিস, ফাইব্রোসিস ইত্যাদি হওয়ার কারণেও রক্ত যেতে পারে। আবার টিবির ইনফেকশন হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং চিকিৎসা নিতে হবে। আপনি ধূমপান বন্ধ করুন। পান খেলেও সাদাপাতা ও জর্দা পরিহার করুন এবং একজন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৬৫, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, ওজন ৭৩ কেজি। ডায়াবেটিস আছে। সকালে হাঁটতে গেলে খুব শ্বাসকষ্ট হয় ঠাণ্ডার কারণে। সারা রাত সিপেপ মেশিনের সাহায্যে শ্বাস নিতে হয়। সন্ধ্যায়ও হাঁটতে পারি না ধুলাবালির কারণে, যদিও মাস্ক ব্যবহার করি। আমার মাথা ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট সহ্যের বাইরে। তবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেই আছে। পরামর্শ চাই।

উত্তর ঃ উচ্চতা অনুযায়ী আপনার ওজন বেশি। অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া (ওএসএ) নামক একটি রোগের কারণে সিপেপ মেশিনে শ্বাস নিতে হয়। এ জন্য সকালে হাঁটতে গেলে ঠাণ্ডায় অ্যালার্জির কারণে অ্যাজমা হয়েও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তা ছাড়া অ্যাজমার সমস্যাও থাকতে পারে। আপনি একজন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। পাশাপাশি ডায়াবেটিস ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ঘুম ও খাদ্যের প্রতি নজর রাখুন।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিতা। বয়স ১৯। আমার দেহে প্রচণ্ড এলার্জি। ত্বক ফুলে লাল হয়ে থাকে। এ যেন এক বিড়ম্বনা। আমি এই সমস্যা থেকে মুক্তি চাই।

উত্তর ঃ আপনি আপনার ্যালার্জির ধরন এখানে উল্লেখ করেননি। অ্যালার্জির উপসর্গ দেখে তবেই চিকিৎসা করা সঠিক। একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন। তাছাড়াও বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইমিউনো থেরাপির মাধ্যমে এলার্জি অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মূল করা সম্ভব। যার ফলে ভয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

আইবিএস একটি অস্বস্তিকর পেটের পীড়া

দুরন্ত বার্তা ঃ ইংরেজি পরিভাষায় পেটের পীড়া আইবিএস হচ্ছে ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম। ইংরেজিতে সিনড্রোম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একটি রোগের বিভিন্ন উপসর্গ বা লক্ষণের সমষ্টি। তাই আইবিএসকে পেটের কয়েকটি উপসর্গ বা লক্ষণের সমন্বয়ে সংজ্ঞা হিসেবে ধরা হয়। এই রোগে পেট অধিকতর স্পর্শকাতর হয় বলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য দেশে প্রতি ১০ জনে অন্তত একজন মানুষ এই রোগে তার জীবদ্দশায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

আইবিএস কেন হয় ঃ আজ পর্যন্ত এই রোগের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। অনেক কারণে এই রোগ হয় বলে চিকিৎসার অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এখন পর্যন্ত কেবল উপসর্গের চিকিৎসা দিয়ে রোগীকে ভালো রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন কারণের মধ্যে খাদ্যনালির অতি সংবেদনশীলতা, পরিপাকতন্ত্রের নাড়াচাড়ার অস্বাভাবিকতা বা অন্ত্র থেকে মস্তিষ্কে পাঠানো বার্তায় ত্রুটির কারণে আইবিএসের লক্ষণগুলো দেখা দেয়। এছাড়া স্নায়ুর চাপ এবং দুঃশ্চিন্তা, খাদ্যাভ্যাস, অন্ত্রের প্রদাহ এবং সংক্রমণ, হরমোন (নারীদের মাসিকচক্রের সঙ্গে), মাদক গ্রহণ, বংশগত কারণ, পেটের যে কোনো অপারেশন ও দীর্ঘকাল ধরে অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের কারণে আইবিএসের সমস্যাকে বাড়িয়ে দেয়।

উপসর্গ ঃ পেটব্যথা, পেটফাঁপা, পায়খানার সঙ্গে আম যাওয়া, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমন্বয় ইত্যাদি। কোনো রোগীকে আইবিএস হিসেবে শনাক্ত করতে হলে এই লক্ষণগুলোতে অন্তত দুটি লক্ষণ তিন মাস পর্যন্ত উপস্থিত থাকতে হবে। এছাড়া অন্য যেসব লক্ষণ থাকতে পারে, সেগুলো হল- পেটে অত্যধিক গ্যাস, পেটে অত্যধিক শব্দ, বুক জ্বালা, বদহজম, পায়খানা সম্পূর্ণ না হওয়া, পেটে ব্যথা হলে টয়লেটে যাওয়ার খুব তাড়া, পেটব্যথা হলে পাতলা পায়খানা হওয়া, শারীরিক অবসাদ ও দুর্বলতা, মাথাব্যথা, পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ, নারীদের ক্ষেত্রে মাসিক চলাকালীন কিংবা মিলনের সময় ব্যথা। যদি পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে, শরীরের ওজন কমে যায় এবং হঠাৎ পায়খানার ঘনত্বের পরিমাণ কমে যায়, তবে এগুলো অন্য কোনো রোগের এমনকি কোলোরেকটাল ক্যানসারের উপসর্গও নির্দেশ করে। এই অবস্থায় অতিসত্তর কোনো গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টের শরণাপন্ন হতে হবে।

রোগ নির্ণয় ঃ এই রোগ সাধারণত উপসর্গের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়। রোগীর বয়স ও সুনির্দিষ্ট লক্ষণের ওপর নির্ভর করে এক বা একাধিক পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। ৪০ বছরের কম বয়সী রোগীদের ক্ষেত্রে লক্ষণের ওপর নির্ভর করে রোগ শনাক্ত করা যায়। বয়স ৪০ বছরের ওপরে হলে কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। তবে আইবিএস রোগীর ক্ষেত্রে এসব পরীক্ষার ফলাফল স্বাভাবিক থাকবে। পরীক্ষাগুলো হল-রক্ত পরীক্ষা, মল পরীক্ষা, পেটের এক্স-রে, বেরিয়াম এনেমা, প্রক্টোসিগময়ডোস্কপি বা কোলোনোস্কপি।

আইবিএস ঝুঁকিপূর্ণ রোগ নয়, সংক্রামক রোগও নয়, এমনকি বংশগত রোগও নয়। এই রোগ অন্ত্রের ক্যানসার কিংবা অন্য কোনো ক্যানসারের কারণ নয়, এই কথাগুলো রোগীর চিকিৎসা শুরুর আগে রোগীকে ভালো করে বুঝতে হবে। প্রথমেই রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে নিতে হবে। তাহলেই এই রোগের চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যাবে। রোগীর উপসর্গ কমে না বলে রোগী ঘন ঘন চিকিৎসক পরিবর্তন করেন। ঘন ঘন চিকিৎসক পরিবর্তন করলেই ভালো ফল লাভ করা যাবে না, এ কথা রোগীকে বুঝতে হবে। বিদেশী সমীক্ষায় দেখা গেছে, আইবিএস রোগীদের মধ্যে ১০ শতাংশ চিকিৎসকের কাছে যান। অধিকাংশ রোগী সামান্য ব্যবস্থায়ই উপশম লাভ করেন। তাদের ২৫ শতাংশ রোগীর উপসর্গের কোনো পরিবর্তন হয় না। এমনকি তাদের অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ বর্তমানে আইবিএসের চিকিৎসা উপসর্গভিত্তিক। ডায়রিয়াপ্রবণ আইবিএস (IBS-D), কোষ্ঠকাঠিন্যপ্রবণ আইবিএস (IBS-C) ও উভয় লক্ষণ থাকলে (IBS-M) সে অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া হয়। আইবিএস চিকিৎসায় কোনো একক ওষুধ সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী নয়।

-প্রথমত, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। দুধ ও দুধজাতীয় খাবার রোগীর উপসর্গ বাড়িয়ে দেয়। তাই এগুলো পরিহার করতে হবে। খাবার খাওয়ার সময় লক্ষ্য করুন কোন খাবারগুলো আপনার উপসর্গ বাড়িয়ে দেয়, সেগুলো পরিহার করুন।

-মানসিক চাপ কমাতে হবে। এমনকি মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। ব্যায়াম করতে পারেন অথবা মনকে আনন্দ আর প্রশান্তি দিতে পারে এমন কিছু করতে পারেন। রিলাক্সেশনথেরাপির মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানো যেতে পারে।

-আইবিএসডির ক্ষেত্রে লোপেরামাইড, ডাইফেনোঅক্সালেট, অক্সিফেনোনিয়াম প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধগুলো অন্ত্রের নাড়াচাড়া কমানোর মাধ্যমে কাজ করে।

-আইবিএসসির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের লেক্সোটিভ-জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। ইসবগুলের ভুসি ও অন্য আঁশ এ ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

-যেসব রোগীর ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা, আইবিএসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপসর্গ সে ক্ষেত্রে অ্যান্টিস্পাসমোডিক্স-জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এগুলো অন্ত্রের সংকোচন কমানোর মাধ্যমে কাজ করে।

> **আজ পর্যন্ত এই রোগের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। অনেক কারণে এই রোগ হয় বলে চিকিৎসার অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এখন পর্যন্ত কেবল উপসর্গের চিকিৎসা দিয়ে রোগীকে ভালো রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন কারণের মধ্যে খাদ্যনালির অতি সংবেদনশীলতা, পরিপাকতন্ত্রের নাড়াচাড়ার অস্বাভাবিকতা বা অন্ত্র থেকে মস্তিষ্কে পাঠানো বার্তায় ত্রুটির কারণে আইবিএসের লক্ষণগুলো দেখা দেয়**

শিশুদেহে রক্তশূন্যতার সমস্যা

দুরন্ত বার্তা ঃ অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা। শিশুর শরীরে আরবিসি বা লোহিতকণিকার সংখ্যা কমে যায়। এই লোহিতকণিকা ব্রেনে এবং শিশুর সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ করে। অস্থিমজ্জায় নতুন নতুন লোহিতকণিকা উৎপন্ন হয় এবং তা রক্তপ্রবাহ স্রোতে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে তাদের আয়ুষ্কাল হবে ১২০ দিনের। শিশু রক্তাল্পতায় ভোগে প্রধানত তিন কারণে-

-প্রয়োজনমাফিক আরবিসি উৎপন্ন না হয়ে থাকলে-

-নবজাতক শিশু উচ্চমাত্রার হিমোগ্লোবিন ও লোহিতকণিকা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। তবে দুই মাস বয়সে এসে তা নিচু মাত্রায় চলে আসে। এরপর সিগন্যাল পেয়ে বেশি আরবিসি উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলে। এই সময়ের নির্দোষ অ্যানিমিয়া ক্ষতিকর নয়। কোনো ওষুধের চিকিৎসা লাগে না, শুধু মায়ের দুধপানই যথেষ্ট।

-দেহে যখন সুস্থ আরবিসি তৈরি হয় না, তখনও এই সংকট সৃষ্টি হয় যেমন- আয়রন বা অন্যান্য উপাদানের ঘাটতিজনিত কারণে। দুই বছরের কম বয়সী শিশু এবং বয়ঃসন্ধিকালে শিশু অ্যানিমিয়ার প্রধানত আয়রন ঘাটতিজনিত কারণে হয়ে থাকে। বিশেষ করে কন্যাশিশুর যখন মাসিক শুরু হয়।

-ফলিক এসিড ও বি-১২ ভিটামিনের অভাবে অ্যানিমিয়া হয়। শিশু বয়সের আন্ত্রিক অসুখ সিলিয়াক ডিজিজে ভোগা রোগী এই অবস্থায় পতিত হয়।

-অস্থিমজ্জা যখন রক্তকণিকা তৈরি করতে পারে না, রক্তাল্পতার লক্ষণ নিয়ে সূচিত হয়। এ এক ভয়াবহ অসুখ। এর নাম অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া। ক্রাইসিস নিয়েও প্রকাশ পেতে পারে। ফ্যানকোনি ও টিইসি- এগুলোও এর অন্য রূপ।

-দীর্ঘমেয়াদি অসুখে ভোগা শিশু রক্তস্বল্পতায় পড়ে। ক্রোনিক কিডনি, হাইপোথাইরয়ডিজম, এডিসনস ডিজিজ, পিটুইটারি গ্রন্থির সমস্যা, যেখানে আরবিসি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন মেলে না, এই অসুবিধা নিয়ে আসে। সিসা পয়জনিংয়ের শিকার হলে শিশু রক্তশূন্যতায় ভোগে। হিমোগ্লোবিনের আয়রন অংশজাত হিম তৈরিতে বিষাক্ত সিসা বাধা দেয়।

-লোহিতকণিকা যদি ভেঙ্গে যায়- অন্য নাম হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। নানাবিধ কারণে উপন্ন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে লোহিতকণিকা নষ্ট হয়ে যায়।

-ইনফেকশন, ড্রাগস, সর্প দংশন, বার্ন।

-ক্রোনিক লিভার ডিজিজ। মা বা বাচ্চার ব্লাড গ্রুপে গরমিল আর এইচ রক্ত গ্রুপের প্রতিক্রিয়াজনিত।

-সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, জি সিক্স পিডির অভাব।

-উচ্চ রক্তচাপ, প্লীহা স্ফীতি।

-রক্তপাতজনিত কারণে-

-চোট, বেশি রক্তস্রাব, পাকস্থলী-আন্ত্রিক রক্তপাত।

-কৃমির সংক্রমণ, বিশেষ করে বক্র কৃমি।

-রক্তপাতজনিত অসুখ- হিমোফাইলিয়া।

-রোগচিহ্ন-

-ফ্যাকাশে ভাব ত্বকে, ঠোঁটে, হাতে-পায়ের তালুতে।

-খিটখিটে মেজাজ, অতিশয় ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা।

-কারণ অনুযায়ী অন্যান্য লক্ষণ-

-আয়রন ঘাটতিজনিত অ্যানিমিয়ায় শিশুর অমনোযোগিতা ও দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমতো না হওয়া লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে।

-জন্ডিস কালো চা রঙের মূত্র, একটুতেই রক্তপাত সমস্যা প্রভৃতি।

-পরীক্ষা-নিরীক্ষা-

-সিবিসি, ব্লাড স্মিয়ার। ব্লাড আয়রন লেভেল।

-হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস-থ্যালাসেমিয়াতে।

-বোনম্যারো-অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া, লিউকেমিয়ায়।

-চিকিৎসা-

-কারণ অনুযায়ী। আয়রন ঘাটতিজনিত কারণে চিকিৎসক আয়রনসংবলিত ওষুধ লিখে থাকবেন। শিশুর খাবারে আয়রনসমৃদ্ধ আইটেম রাখার পরামর্শ দিতে পারেন। বেশি দুধপান বা দুগ্ধজাত ফর্মুলার ওপর নির্ভরশীল শিশু ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাই তার পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। ফলিক এসিড বা বি-১২ ভিটামিনের অভাব থাকলে তা দেয়া যেতে পারে।

-গ্রামাঞ্চলে শিশু বয়সে অ্যানিমিয়ার প্রধান কারণ ঘন ঘন কৃমির সংক্রমণ। ১০০ বক্র কৃমি শিশু থেকে প্রতিদিন ৩০ সিসি রক্ত চুষে খায়। সুতরাং, নির্দিষ্ট সময় অন্তর কৃমির ওষুধ খাওয়ানো।

বিয়ের পরদিনই চাকরি বাতিলের খবর পেলেন বর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার বিয়ে সেরেছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি বাজারের প্রণব রায়। এরপর শুক্রবার নববধূকে বাড়ি নিয়ে আসেন তিনি। রবিবার বৌভাতের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু তার আগেই ছন্দপতন। বিয়ের পরই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চাকরি গেল বরের। যার জেরেই শোরগোল পড়েছে এলাকায়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় স্কুলে গ্রুপ সি পদে কর্মরত ৮৪২ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে চাকরিচ্যুত কর্মীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে ক্রান্তি ব্লকের একজনের নাম পাওয়া গিয়েছে। তিনি রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী প্রণব রায়। তাঁর বাড়ি চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি বাজারে। বেশ আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার বিয়ে সেরেছিলেন প্রণব রায়। এরপর শুক্রবার নববধূকে বাড়ি নিয়ে আসেন তিনি। রবিবার তাঁর বৌভাতের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু তার আগেই ছন্দপতন। বিয়ের পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবার প্রণববাবু জানতে পারেন তাঁর আর চাকরি নেই। তৎক্ষণে বিয়ের পর্ব সম্পন্ন। খবর জানাজানি হতেই, মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে নবদম্পতির বিয়ের ছবি। নেটিজেনদের একাংশের কটাক্ষের মুখেও পড়তে হয় তাঁদের। যদিও এ ব্যাপারে এ ব্যাপারে প্রণব রায় বলেন, বিষয়টি জানতে পেরেছি। এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করব না। চাকরি বাতিলের খবর ছড়িয়ে যাওয়ায় এলাকাতেও কানাঘুষো শুরু হয়েছে। রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুদীপ দত্ত বলেন, কোর্টের নির্দেশে ও স্কুল সার্ভিস কমিশন যে আদেশ দেবে সেটা মেনে চলা হবে।

গরু চরাতে গিয়ে চিতার হামলায় জখম হলেন ৩

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গে ফের চিতাবাঘের হামলা। রবিবার বিকেলে শিলিগুড়ি লাগোয়া সুকনা জঙ্গলে চিতাবাঘের হামলায় জখম হলেন ৩ জন। তিনজনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সুকনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলবাড়ি এলাকার মালিবস্তিতে রবিবার গরু চরাতে গিয়েছিলেন স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা। বিকেলে গরু নিয়ে ফেরার সময় তাদের ওপর হামলা চালায় একটি চিতাবাঘ। চিতাবাঘের আঁচড়ে কামড়ে আহত হন ৩ জন গোপালক। অন্যরা তাঁদের উদ্ধার করে বসতির কাছাকাছি আনেন। তার পর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এর মধ্যে ১ জনের অবস্থা বেশ গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, রোজই জঙ্গলে গরু চরাতে যান গ্রামের গোপালকরা। তবে এর আগে এরকম হামলার ঘটনা ঘটেনি। বসন্তের শেষে এখন সুকনা জঙ্গলের শালগাছে নেই কোনও পাতা। নিচের জঙ্গলও শুকিয়ে সাফ। তার পরেও চিতাবাঘ বসতির কাছাকাছি চলে আসায় আশঙ্কায় বাসিন্দারা। এব্যাপারে বনদফতরের তৎপর হওয়া উচিত বলে দাবি করেছেন তাঁরা। অবিলম্বে চিতাবাঘটিকে ধরতে খাঁচা পাতার দাবিও জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

চাকরি গেল তৃণমূল নেতার দুই মেয়ে ও এক জামাইয়ের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ মার্চ ঃ নিয়োগ দুর্নীতি কান্ডের ছায়া এবার মালদাতে। হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি গেল তৃণমূল নেতার দুই মেয়ে এবং জামাইয়ের। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য জেলা রাজনৈতিক মহলে। এলাকাবাসী এমনকি এলাকার তৃণমূল কর্মীদেরও দাবি মোটা টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছিল ওই নেতার পরিবারের লোকেরা। কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে সাধারণ মানুষ। দুর্নীতি প্রসঙ্গে তৃণমূলকে খোঁচা বিজেপির। সাফাই জেলা তৃণমূলের। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় রায়ের ভিত্তিতে গ্রুপ সি পদে কর্মরত ৮৪২ জনের চাকরি গেছে। কোর্টের রায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে তারা আর স্কুলে যেতে পারবে না। তাদের বেতনও বন্ধ হবে। হাইকোর্টের নির্দেশের পরেই তড়িঘড়ি সেই তালিকা প্রকাশ করে কমিশন। তালিকা সামনে আসতেই দেখা যায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার নেতাদের পরিবারের লোকের নাম রয়েছে ওই তালিকায়। এবার সেখানে সংযুক্ত হলো মালদা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর রামপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রকাশ দাসের দুই মেয়ে মাম্পি দাস, শম্পা দাস এবং জামাই বিপ্লব দাসের চাকরি গেছে হাইকোর্টের রায়ে। মাম্পি দাস হরিশ্চন্দ্রপুর হাই স্কুল, শম্পা দাস হরিশ্চন্দ্রপুর কিরণবালা বালিকা বিদ্যালয় এবং বিপ্লব দাস কনুয়া ভবানীপুর হাই স্কুলে ক্লার্ক পদে কর্মরত ছিলেন। ৮৪২ জনের যে তালিকা প্রকাশ হয়েছে সেই তালিকায় রয়েছে তাদের নাম। এদিকে এই ঘটনা সামনে আসতেই খুশি এলাকাবাসী। কারণ তাদের দাবি শুধুমাত্র টাকার জোরে চাকরি পেয়ে গেছিল একই পরিবারের তিনজন। অথচ এলাকার প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী যারা তারা ঘুষ না দিতে পারায় চাকরি পায়নি। তাই হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে সকলে। এমনকি স্থানীয় এক মহিলার দাবী ২৪ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এদের চাকরি হয়েছিল। সেই টাকা কাকে দিয়েছিল বা কাদের সুপারিশে হয়েছিল এই নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। যদিও সমগ্র ঘটনায় কোন মন্তব্য করতে চায়নি প্রকাশ দাস বা তার পরিবারের লোকেরা। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে সরকার থেকে এই সংক্রান্ত এখনও কোনো কাগজ এসে পৌঁছায় নি। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য জেলা রাজনৈতিক মহলে। বিজেপির দাবি এই দুর্নীতির জন্য মানুষ তৃণমূলকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। যদিও তৃণমূলের সাফাই দল দুর্নীতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াবে না। বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো কাজ করবে। উত্তর রামপুর গ্রামের স্থানীয় তৃণমূল কর্মী কলাবতী দাস বলেন, ভালো ভালো ছেলে মেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না। আর এরা টাকা দিয়ে চাকরি করে নিয়েছে। তৃণমূলের নাম ব্যবহার করে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। যেটা হয়েছে খুব ভালো হয়েছে। উত্তর রামপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা গুল মহম্মদ বলেন, প্রকাশ দাস টাকা দিয়ে নিজের মেয়ে জামাইয়ের চাকরি করে নিয়েছিল। এমনকি ওর ভাগ্নেরও চাকরি হয়েছিল সেটা আগেই বাতিল হয়েছে। হাইকোর্টের এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। উত্তর রামপুর গ্রামের বাসিন্দা মোজাম্মেল হক বলেন, আমাদের এখানে অনেক ভালো ভালো ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। যাদের আর্থিক ক্ষমতা নেই ঘুষ দিতে পারেনি। তারা কেউ চাকরি পায়নি। আর এরা টাকার বিনিময়ে পেয়ে গেছিল। কনুয়া ভবানীপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজা চৌধুরী বলেন, ডিআই অফিস থেকে এই ব্যাপারে এখনো কোনো তথ্য আসেনি। মিডিয়া মারফত ঘটনাটি শুনেছি। তাই এই নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক রুপেশ আগরওয়াল বলেন, শিক্ষক থেকে শুরু করা অশিক্ষক কর্মী পুরো নিয়োগটাই দুর্নীতিগ্রস্ত। আজ তৃণমূলের যে নেতারা হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছে বুঝতে হবে তারা কাটমানির ভাগ পায়নি। চাকরি প্রার্থীরা ৭০০ দিন ধরে আন্দোলন করছে। আর অযোগ্যরা টাকার বিনিময়ে চাকরি করছে। মানুষ এদের ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেবে। মালদা জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, বিচার ব্যবস্থাকে আমরা সম্মান করি। কেউ যদি বেআইনি ভাবে বেনিয়ম করে কিছু পায় দল সেটার দায়িত্ব নেবে না। কোর্ট যে ভাবে রায় দিচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলো সেই ভাবেই পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিরোধীদের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। প্রসঙ্গত নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের অভিযোগ নিয়ে এই মুহূর্তে তোলপাড় সারা রাজ্য। একের পর এক শিক্ষক থেকে শুরু করে অশিক্ষক কর্মীদের চাকরি যাচ্ছে কোর্টের রায়ে। দেখা যাচ্ছে ফাঁকা ওএমআর শিট দিয়ে অনেকে পেয়ে গেছেন চাকরি। রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে এই দুর্নীতির জাল এমনটাই অভিযোগ। মালদাও তার ব্যতিক্রম নয়।

হোমের শিশুদের সঙ্গে বিবাহ বার্ষিকী পালন করলেন বিডিও

এজাজ আহম্মেদ, খড়গ্রাম, ১২ মার্চ ঃ কেউ অনাথ, কেউ বা স্বজনহারা! বাবা মায়ের আদর বলতে হোমের দিদিমনিরা। হোমের শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করলেন খড়গ্রাম বিডিও বাপী ধর। মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমায় খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত নগরে ডঃ আম্বেদকর জনসেবা মিশনে হোমের আবাসিক থাকা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ১৩তম বিবাহ বার্ষিকী পালন করলেন খড়গ্রামের বিডিও বাপী ধর। রবিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত খড়গ্রামের তিনটি হোমের প্রায় প্রায় ৬০ জন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গান, কবিতা, খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুদের উৎসাহ প্রদান, মুখে ফোটানো, হাসি আনন্দে বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করলেন বিডিও বাপী ধর। কেবলমাত্র খেলাধুলা নয়, ছিল প্রতিযোগিদের জন্য পুরস্কার। সারাদিনের টিফিন থেকে দুপুরের খাবারের দায়িত্ব যত্ন হাতে সামাল দিলেন বিডিও বাপী ধর ও তার সহধর্মিণী মিতালী ধর বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে মিতালী ধর বিশ্বাস বলেন, প্রতিবছর এই দিনটি আমরা সমাজের পিছিয়ে পড়া অসহায় শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে, বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। তাদের সঙ্গে আমরা আনন্দ করি, তাদের মনের জমে থাকা অজস্র বেদনা বোঝার চেষ্টা করি। যতটা পারা যায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। কিছু প্রয়োজনীয় পোশাক কিংবা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র উপহার হিসাবে দিয়ে থাকি। কেবলমাত্র খড়গ্রামে নয় যখন যেখানে থাকি সেখানেই এই দিনটি অসহায় শিশুদের জন্য উপহার। এ প্রসঙ্গে খড়গ্রামের বিডিও বাপী ধর বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশুদের পাশে আমরা সারাবছর থাকি কিন্তু এই দিন বিশেষভাবে তাদের জন্য অন্য অনুভূতির মধ্যে কাটানো চেষ্টা করি। তাদের সুখ-দুঃখকে নিজের করে নেওয়ার একটা প্রয়াস। বিডিও দাম্পত্য জীবনের বিবাহ বার্ষিকী দিনের এই অভিনবত্ব উদ্যোগে খুশি হোমের শিশু থেকে খড়গ্রামবাসী। সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজসেবী থেকে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা।

দলবদলের অনুষ্ঠানে এলাহি আয়োজন

রায়গঞ্জ, ১২ মার্চ ঃ ১১ নম্বর বীরঘই তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সম্মেলন ও যোগদান কর্মসূচি ঘিরে ডিম, ভাত, ডাল, সবজির আয়োজন হল রায়গঞ্জ ব্লকের ওই গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরেই। আর এতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব থেকে ওই অঞ্চলের একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব। জানা গেছে, রবিবার দুপুরে রায়গঞ্জ ব্লকের ১১ নম্বর বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনের ফাঁকা মাঠে আয়োজিত হয় ১১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সম্মেলন। অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস চন্দ্র বর্মন বলেন, এই সম্মেলনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতি সংসদ থেকে কমপক্ষে ২০ থেকে ৩০টি পরিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা কাঁধে তুলে নেন। আগামী দিনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০টি সংসদের সবকটিই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর পাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে গিয়ে দেখা গেল রান্না চলছে জোরকদমে। রান্নার দায়িত্বে রয়েছেন ৬জন রাঁধুনি। তারা জানান, গতকাল রাত থেকে চলছে রান্না। কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার লোকের বন্দোবস্ত করতে হবে বলে জানিয়েছেন নেতৃত্বরা। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা বিজেপি নেতা নীলেশ্বর বর্মন বলেন, বিজেপির জেতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এখন তৃণমূলের। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতটা জনগণের। ওখানে কোনো পার্টির কর্মসূচি চলতে পারে না। আমরা খুব শিগগিরই এই নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে জনগনকে জানাবো। ওরা পঞ্চায়েতকে তৃণমূল কংগ্রেসের নিজস্ব সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা বলেন, বর্তমান নেতৃত্ব পঞ্চায়েত অফিসে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের জন্য রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে একেবারে অন্যায় করেছে। আমরা যখন দায়িত্বে ছিলাম, এমন কাজ কোনোদিন করিনি। পঞ্চায়েতের সামনের মাঠে আয়োজন করে কর্মীদের খাওয়ানো হত। এদিকে এদিনের এই সম্মেলনে পঞ্চায়েত অফিসের ভেতরে ডিম ভাতের আয়োজন কেন জানতে চাইলে, অঞ্চল সভাপতি কৈলাস বাবু বলেন, আজ রবিবার পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকায় আমরা ওই দপ্তরের পাশের একটি ঘরে এই রান্না বান্নার ব্যবস্থা করেছি। কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার কর্মী-সমর্থক খাবে। ২দিন ধরে পরিশ্রম করে চলেছে। তাদের জন্য এতটুকু আয়োজন করতেই হত। পাশাপাশি অঞ্চল চেয়ারম্যান সুব্রত সরকার (বাপ্পা) বলেন, আমরা পঞ্চায়েত অফিসে নয়, দপ্তরের এক পাশে একটি ঘরে রান্নার আয়োজন করেছি। পঞ্চায়েত তো স্থানীয়দেরই। তারাই তো এই খাবার খাবে। ফাঁকা মাঠে আয়োজন হলে, খাবারের মান খারাপ হতে পারে, তাই এই আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রফিকুল আলম বলেন, আজ রবিবার বলেই এমন করা হয়েছে। পুরো অনুষ্ঠানের পর আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এটা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেব। এদিনের যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়া লাল আগরওয়ালা, কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়, জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা, রায়গঞ্জ ব্লক আইএনটিটিইউসির সভাপতি শৈলেন রক্ষিত, রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মানস ঘোষ সহ বহু নেতৃত্ব। তবে স্থানীয় বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সঞ্জয় মিত্রের অনুপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। পাশাপাশি, দলের বেশ কিছু সমর্থকদেরকেই হাতে নাকি পুনরায় দলের পতাকা তুলে দিয়ে জেলা নেতৃত্বের কাছে ভালো হতে চাইছে বর্তমান অঞ্চল নেতৃত্ব, এমনটাই কানাঘুঁষো অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদেরই। এখন দেখার, এই ডিম ভাতের আয়োজন কতটা প্রভাব ফেলে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে, সেদিকেই তাকিয়ে সাধারণ মানুষ।

প্রকাশ্য মঞ্চে দলীয় নেতাদের বিঁধলেন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১২ মার্চ ঃ এবার দলের প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। বললেন, এত অকৃতজ্ঞ, এত নিমকহারাম। কলেজই হল না, খেয়েই শেষ করে দিলে। রবিবার বর্ধমানের মেমারি দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজুর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিলবাড়ি গ্রামে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকেই দলের একাংশ নেতার বিরুদ্ধে বোমা ফাটিয়েছেন মন্তেশ্বরের বিধায়ক তথা রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ। বস্তুত, সম্প্রতি দলের একাংশ নেতার কাছে অপমানিত হয়েছিলেন সিদ্দিকুল্লাহ। তারপরই যেভাবে এদিন প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে নাম না করে দলের একাংশ নেতার বিরুদ্ধে বিষেদাগার প্রকাশ করেছেন তাতে এলাকার স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে ছড়িয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। সিদ্দিকুল্লাহকে বলতে শোনা যায়, সবকিছু করবে দলের নামে। দলের নামে উন্নতি হবে তোমার। দলের নামে বাড়ি হবে তোমার! দলের নামে নেতাগিরি করবে, আর ভোটের সময় দাদাগিরি করবে না, এটা হয় না! এত অকৃতজ্ঞ, এত নিমকহারাম। খানিক থেমে তাঁর সংযোজন, এলাকায় কলেজ হলে না হয় শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটতো। কলেজ হলে না হয় কিছু করে খেতে। কিন্তু কলেজ হল না, খেয়েই শেষ করে দিলে! রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সিদ্দিকুল্লাহর মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, দলের একাংশ নেতার দুর্নীতিতে তিনি তিতিবিরক্ত। একই সঙ্গে সারাবছর দলের খেয়ে মস্তানি করা নেতারা ভোটের সময় কেন চুপ করে বসে পড়বেন তা নিয়েও সোচ্চার হয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে দলের সংখ্যালঘু নেতার বক্তব্যের জেরে জনমানসে প্রশ্ন উঠছে, গায়ের জোরে তবে কি ভোটে জেতার কথা বলছেন সিদ্দিকুল্লাহ? পরে এই বিষয়ে মন্ত্রীর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি বর্ধমানের স্থানীয় নেতারাও। তবে পঞ্চায়েত ভোটের আগে নতুন করে মস্তানির পরিবেশ যে বাড়বে, তা সিদ্দিকুল্লাহ বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিনের কর্মসূচিতে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেমারি দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হরিসাধন ঘোষ, সহ-সভাপতি অমর সাহা, বিজুর দু'নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীনবন্ধু ঘোষ, পঞ্চায়েত প্রধান বৃন্দাবন ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

চাকরি হারানোর তালিকায় নাম আত্মীয়ের

কর্তব্যরত পুলিশ সুপারের ভূমিকা খতিয়ে দেখার আবেদন বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ মার্চ ঃ গ্রুপ সিতে চাকরি হারানোর তালিকায় এবার পুলিশ সুপারের নিকটাত্মীয়। তিনি আবার স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিরও নিটক আত্মীয়। তিনি বাঁকুড়ার সাবড়াকোন হাই স্কুলের গ্রুপ সি কর্মী জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। হাইকোর্টের নির্দেশের পরই রাজ্যজুড়ে বেরিয়ে আসছে চাকরি হারানো একের পর এক ব্যক্তির নাম। আর তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি বা নেতাদের নিকটাত্মীয় বা চেনা পরিচিত অনেকের নাম পাওয়া গিয়েছে। সেইরকমই ভুয়ো নিয়োগে চাকরি পাওয়ার তালিকায় এবার নাম পাওয়া গেল বাঁকুড়ার সাবড়াকোন হাই স্কুলের গ্রুপ সি কর্মী জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে গ্রুপ সি ৮৪২ জনের চাকরি বাতিল হয়। সেই তালিকায় ২৬৬ নম্বরে নাম রয়েছে জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাঁকুড়ার সাবড়াকোন এলাকার শালতোড়াতে বাড়ি ওই কর্মীর। জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কের এক দাদা স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এবং আরেক সম্পর্কের দাদা রাজ্যের এক জেলায় পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত। জয়ের নিজের কোন রাজনৈতিক পরিচয় না থাকলেও তার নিকট এক আত্মীয় পুলিশকর্তা আর এক আত্মীয় শাসকদলের নেতা। স্বাভাবিকভাবেই চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এখানে কোনও প্রভাব খাটানো হয়েছে কি না তার উত্তর খুঁজছে এলাকার মানুষ। তবে এই চাকরি হারানো নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পরিবারের তরফে। সাবড়াকোন হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতির দাবি, বিষয়টি কোর্টের বিচারাধীন। এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তবে ছেলেটি এলাকায় অত্যন্ত ভালো ছেলে এবং কাজের ছেলে হিসেবে নাম রয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তিনি জানান, এই চাকরি প্রভাব খাটিয়ে হয়েছে। তদন্ত সংস্থা খতিয়ে দেখুন ওই পুলিশকর্তার ভূমিকা কি ছিল।

চুরি যাওয়া স্কুটিসহ গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ চুরির স্কুটি সহ দুজনকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। গত ১০ মার্চ এনজেপি থানার অন্তর্গত বসুন্ধরা আবাসন থেকে একটি স্কুটি চুরি হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে নৌকাঘাট এলাকা থেকে চুরির স্কুটি উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় মনমোতো বিশ্বাস ও সূর্য সিংহ।

গাড়ি চালকদের চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ মার্চ ঃ শান্তি শৃঙ্খলা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখার পাশাপাশি এক মানবিক ও সমাজসেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো সোনামুখী থানা। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে চালকদের চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। চক্ষু পরীক্ষার জন্য আয়োজন করা হয় শিবিরের। সেখানে গাড়ি চালকদের চক্ষু পরীক্ষা করিয়ে কয়েকজনকে চশমা ও প্রদান করা হয়। এপ্রসঙ্গে এক পুলিশকর্মী বলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকার কারনে আমরা সামাজিক কাজে যোগ দিতে পারি না, কিন্তু আমাদের ষোলআনা ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ পাই না। তাই কাজের ফাঁকে ই আমরা সামাজিক কাজে আত্মনিয়োগ করি। পুলিশের কর্মকান্ডে অভিভূত গাড়ি চালকেরা।

পৃথক রাজ্যের দাবিতে মিছিল কেপিপির

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ মার্চ ঃ পৃথক রাজ্যের দাবিতে রবিবার জেলা কামতাপুর প্রগতিশীল পার্টি (কেপিপি)এর মিছিল। মিছিলটি কোচবিহার রাস মেলা মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করে আবার রাস মেলা মাঠে এসে শেষ হয়। মিছিলে মন্ত্রী উদয়ন গুহের বিরুদ্ধেও স্লোগান ওঠে। এই উপলক্ষে কেপিপি-র কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার রাই বলেন, পৃথক রাজ্য ছাড়াও ভাষা ও সংস্কৃতির দাবিতে এই মিছিল বের করা হয়েছিল। দিনহাটার বুড়িরহাটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ওপর হামলার নিন্দা করেন তিনি। তিনি বলেন, এখানে যখন ভূমিপুত্রের সন্তানই নিরাপদ নয়, তখন সাধারণ মানুষ কীভাবে নিরাপদ থাকবে। তাই আজকের মিছিল। নিশীথ প্রামাণিকের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান শোনা যায় মিছিল থেকে। উদয়ন গুহ মুর্দাবাদ, উদয়ন গুহ গো ব্যাক স্লোগান শোনা যায় মিছিলে।

সংশোধনাগারে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ শিলিগুড়িঃ জেল হেফাজতে মৃত্যু হল এক বিচারাধীন বন্দির। রবিবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে। জানা গেছে, বিচারাধীন বন্দির নাম মুন্না খান। বয়স ৫৬। তিনি শিলিগুড়ির খালপাড়ার বাসিন্দা। গত প্রায় তিনবছর ধরে শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে শিলং-এর একটি মহিলাকে আটকে রেখে অসৎ কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে। তাঁকে গ্রেফতার করে ছিল খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ। সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের দাবি, মুন্না খানের হাই ব্লাড প্রেসার ছিল। সেকারণে শৌচাগারে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। পরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষনা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এদিকে মৃতের পরিবারের অভিযোগ, মিথ্যে মামলায় মুন্না খানকে শিলিগুড়ি সংশোধনাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। শনিবার রাত ১টা নাগাদ সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ তাদের ফোন করে জানায়। শিলিগুড়ি হাসপাতালে গিয়ে দেখেন মুন্নার মৃত্যু হয়েছে। মুন্নার মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মৃতের পরিবারের আরও অভিযোগ, সংশোধনাগারের ভেতরেই মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা মুন্নার মৃত্যুর ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছেন। মৃতদেহটির ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সন্তান না হওয়ায় স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১২ মার্চ ঃ পেতেই হবে নিজের সন্তান। প্রথম স্ত্রী সন্তান দিতে পারেননি। তাই সন্তান পাওয়ার লক্ষ্যে বছর দুয়েক আগে আরেক মহিলাকে বিয়ে করেন উমেশ মাঝি। যদিও দ্বিতীয়বার বিয়ে করেও তাঁর সন্তানসুখ মেলেনি। তাই ক্ষোভে কুড়ুল দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীকে হত্যা করে বসেন উমেশ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার আড়শায়। যদিও একাজ করে রেহাই পাননি উমেশ। বর্তমানে তিনি পুলিশ হেফাজতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরুলিয়ার আড়শার হাড়মাডি গ্রামের বাসিন্দা উমেশ মাঝি। সন্তানসুখ পেতে প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আড়শার মিশিরটাঁড় গ্রামের বছর ৩০-এর হিমানী মাঝিকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন উমেশ। কিন্তু, তাঁর থেকেও সন্তান না পাওয়ায় উমেশ কুড়ুল দিয়ে হিমানী মাঝিকে হত্যা করেন বলে অভিযোগ। শনিবারই তাঁকে গ্রেফতার করার পর রবিবার আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত দিয়েছেন। স্ত্রীকে খুন করার পিছনে আর কী কারণ থাকতে পারে এবং আর কারা থাকতে পারে, সে বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, নিহত হিমানী মাঝির বাবা সোনারাম মাঝি আড়ষা থানায় জামাইয়ের বিরুদ্ধে খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি পুলিশকে বলেন, প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সন্তান না হওয়ায় উমেশ আমার মেয়েকে দু'বছর আগে বিয়ে করে। কিন্তু, আমার মেয়েরও সন্তান হয়নি। এটা নিয়ে উমেশ আমার মেয়ে হিমানির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতো। মাঝেমধ্যে চরম ঝামেলাও করত। তারপর বৃহস্পতিবার তিনি জানতে পারেন, হিমানীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে উমেশ খুন করেছে। সন্তান না হওয়ার জন্যই হিমানীকে উমেশ খুন করেছেন বলে তাঁর অভিযোগ। তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রামবাসীর সঙ্গেও কথা বলে জানতে পেরেছে, সন্তান না হওয়ার জন্য চরম মানসিক অবসাদে থাকতেন উমেশ। দুটি বিয়ে করেও সন্তান না হওয়ায় তাঁকে নিয়ে মজাও করতো বন্ধু-বান্ধবরা। এতেই আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে যান উমেশ। দ্বিতীয় বিয়ের পরই প্রথম স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করে। তাই রাগেই উমেশ হিমানীকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ। শনিবারই পুলিশ উমেশকে গ্রেফতার করে। এদিন জেলা আদালতে আসার পথে উমেশ অবশ্য এই বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাননি। তবে পুলিশ তাঁকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে পারে বলে খবর।

বর্ধমানে আইজেএ বার্ষিক সাধারণ সভা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ মার্চঃ ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী সাংবাদিক ইউনিয়ন 'ইন্ডিয়ান জার্ণালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন' তথা আইজেএ-র পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হল রবিবার। বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ওই সাধারন সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখর সেনগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য তারক নাথ রায়, রাজ্য কমিটির সম্পাদক দেবাশীষ দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণকান্ত পাট, রাজ্য কমিটির সদস্য তথা প্রবীন সাংবাদিক শ্যামল মুখার্জী, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি স্বপন মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদক অরুপ লাহা সহ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যরা। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করার পাশাপাশি কোষাধ্যক্ষ সেখ স্যামসুদ্দিন অসুস্থ থাকায় বিগত আর্থিক বছরের যাবতীয় আয় ও ব্যায়ের হিসাব পেশ করেন অরুপ লাহা। সাংবাদিকতা পেশায় বিভিন্ন সমস্যা ও তা সমাধানের উপায়, ক্ষুদ্র সংবাদপত্র গুলির আর্থিক দুরবস্থা, বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতা এবং আইজেএ-কে আরও শক্তিশালী সাংবাদিক সংগঠন হিসাবে আগামি দিনে গড়ে তোলার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলাস্তরের সদস্যগন। এদিনের বার্ষিক সাধারণ সভায় দক্ষিণ দামোদরের প্রবীন সাংবাদিক তথা কবুতর পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চানন দত্তকে সংবর্ধনা জানানো হয় অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। এদিন আইজেএ-র পুরানো কার্যকরী কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি তৈরী করা হয়। পুরানো কমিটি বিগত বছরে বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড সফলভাবে আয়োজন করায় দু'একটি রদবদল বাদে ২০২২-২৩ এর কার্যকারী কমিটিকেই আগামি বছরের জন্য মনোনীত করা হয়। কমিটির প্রস্তাবক ছিলেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক পল্লব রায় চৌধুরী। এদিনের অনুষ্ঠান পরিচালনায় সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করেন আমিনুর রহমান, অতনু হাজরা, সুকুমার দাস, জয়ন্ত দত্ত, রাম কুন্ডু, সোমনাথ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক জগন্নাথ ভৌমিক।

অজানা জন্তুর আক্রমণে আহত হলেন ৪ গ্রামবাসী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ মার্চ ঃ শনিবার রাত থেকে এক অজানা জন্তুকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বেলিয়াতোড়ের সামন্তমারা ও কাচ্ছালা গ্রামে। ইতিমধ্যেই ওই অজানা জন্তুর আক্রমণে এক শিশু-সহ মোট চার জন গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় রেঞ্জের জঙ্গল ঘেরা কাচ্ছালা ও সামন্তমারা গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জন্তুটি অনেকটা হায়নার মতো দেখতে। তবে হায়না কিনা, তা তারা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। রবিবার বনদফতর জানিয়েছে, ওই জন্তুটি আসলে শিয়াল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে হঠাৎ কাচ্ছালা গ্রামে ঢুকে জন্তুটি আক্রমণ চালায় গ্রামের বছর চৌষট্টির ভাদু ঘোষের ওপর। রাস্তায় কাজে বেরিয়েছিলেন এলাকারই এক যুবক। বাড়ি ফেরার পথে ওই জন্তুর মুখে পড়ে যান তিনিও। তাঁর ওপরেও হামলা চালায় জন্তুটি। কামড়ে-আঁচড়ে দেয়। এরপরই জন্তুটি পাশের গ্রাম সামন্তমারায় ঢুকে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জন্তুটি গ্রামে ঢুকে পাঁচ বছরের এক শিশুর ওপর চড়াও হয়। জন্তুটির হাত থেকে ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হন শিশুটির মা। শনিবার রাতে পাশাপাশি কাচ্ছালা ও সামন্তমারা এই দুটি গ্রামে মোট চার জন আহত হয়। আহত চার জনকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বেলিয়াতোড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও আহত এক মহিলার চোট গুরুতর থাকায়, তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। গ্রামবাসীদের দাবি, হায়না জাতীয় কোন জন্তু এই আক্রমণ চালিয়েছে। এর ফলে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বনদফতর জানিয়েছে, ওই জন্তু আসলে শিয়াল। জঙ্গল থেকে গ্রামে ঢুকে বেপরোয়া হামলা করছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বনবিভাগ। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, এখন তো সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হতেই ভয় লাগছে। দূর থেকে মানুষ দেখলেই লাফিয়ে পড়ছে গায়ে। পালানোর উপায় থাকছে না। বনবিভাগের এক কর্মী বলেন, মনে হচ্ছে শিয়ালই হবে, তবে হায়না নয়। জন্তুটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে বনদপ্তর।

e-Tender Notice

P.O-cum-D.W.O, B.C.W, Purulia invites e-tender of 2022-23, Bid closing Date 17/03/2023 upto 6 PM

NIT No	Tender Id
NIT- 12(e)	2023_DM_491099_1

Details may be seen on website http://wbtenders.gov.in

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
B.C.W, Purulia

Name Change

I,Md Sabir Resident of 38B Dr Biresh Guha Road Kolkata-700017,WEST BENGAL, India I have changed my Daughter name Mavish Sabir to Mehvish Sabir (shall henceforth be known as) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023.

Name Change

I,Md Nazimuddin Molla (old name) S/O Yasin Molla Resident of S-75,S.A. Farooqui Road,Po-Bartala, Ps-Matiabruz Kolkata-700018WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Nazimuddin Molla (New name),vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023.Md Nazimuddin Molla and Nazimuddin Molla both are same and one identical person.

Name Change

I,Pronab Roy (old name) S/O Atul Krishana Roy Resident of Vill&Po-Thakurnagar Ps-24Pgs 743287 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Pranabesh Roy (New name),vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023.Pronab Roy and Pranabesh Roy both are same and one identical person.

Name Change

I,Ali Man Khan instead of Md Ali Iman (old name) S/O Abul Hassan Resident of 11 Harin Bari Lane,C R Avenue, Kolkata-700073,WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Ali imam(New name),vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/03/2023.Ali Man Khan instead of Md Ali Iman and Md Ali imam both are same and one identical person.

মোদি স্টেডিয়ামে শাপমুক্তি বিরাটের

আমেদাবাদ, ১২ মার্চ ঃ অবশেষে আমেদাবাদে শাপমুক্তি বিরাট কোহলির। দীর্ঘ ৩ বছর ৪ মাস পরে টেস্ট ক্রিকেটে ফের শতরানের মুখ দেখলেন তিনি। বিরাট শেষবার টেস্ট সেঞ্চুরি করেছিলেন ২০১৯ সালের নভেম্বরে। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ডে-নাইট টেস্টে ১৩৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন কোহলি। তার পর থেকে ৪১টি টেস্ট ইনিংসে ৬টি হাফসেঞ্চুরি করলেও তিন অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি বিরাট। অবশেষে ৪২তম ইনিংসে এসে সেঞ্চুরির খরা কাটে তাঁর। আমেদাবাদ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪১ বলে ব্যক্তিগত শতরান পূর্ণ করেন কোহলি। চতুর্থ দিনের লাঞ্চের পরে ভারতীয় ইনিংসের ১৩৮.২ ওভারে লিয়নের বলে ১ রান নিয়ে তিন অঙ্কে পৌঁছে যান বিরাট। শেষমেশ ১৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬৪ বলে ১৮৬ রান করে আউট হন বিরাট। কোহলি নিজের টেস্ট কেরিয়ারের ২৮তম শতরান পূর্ণ করেন। সব থেকে টেস্ট সেঞ্চুরি করা ক্রিকেটারদের তালিকায় তিনি পিছনে ফেলে দেন দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রেম স্মিথ ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান বর্ডারকে। এই নিরিখে তিনি ছুঁয়ে ফেলেন অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল ক্লার্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকার হাসিম আমলাকে। উল্লেখ্য, গ্রেম ও বর্ডার টেস্টে ২৭টি করে সেঞ্চুরি করেছেন। ক্লার্ক ও আমলা করেছেন কোহলির মতোই ২৮টি করে টেস্ট সেঞ্চুরি। আর একটি টেস্ট সেঞ্চুরি করলেই কোহলি ছুঁয়ে ফেলবেন জো রুট ও কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যানকে। উভয়েই টেস্টে ২৯টি করে শতরান করেছেন। তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে কোহলির এটি ৭৫তম আন্তর্জাতিক শতরান। শচিনের ১০০ সেঞ্চুরি থেকে ২৫ ধাপ দূরে দাঁড়িয়ে কোহলি। সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে সব থেকে বেশি আন্তর্জাতিক শতরানকারীদের তালিকায় কোহলি আগেই দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিলেন। সব থেকে বেশি টেস্ট সেঞ্চুরিকারীদের তালিকায় বিরাট উঠে আসেন যুগ্মভাবে ১১ নম্বরে। এতদিনে এটা সবার জানা যে, সব থেকে বেশি ৫১টি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন শচিন। ঘরের মাঠে কোহলির এটি ১৪তম টেস্ট সেঞ্চুরি। দেশের মাটিতে ৫০তম টেস্টের ৭৭তম ইনিংসে কোহলি ১৪তম শতরান সংগ্রহ করেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে এটি কোহলির ৮ নম্বর সেঞ্চুরি। এই নিরিখে তিনি ছুঁয়ে ফেলেন সুনীল গাভাসকরকে। ভারতীয়দের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি ১১টি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন শচিন তেন্ডুলকর। তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কোহলির এটি ১৬ নম্বর আন্তর্জাতিক শতরান। মাস্টার ব্লাস্টার্স ৭৫টি শতরান করতে খেলেছিলেন ৫৬৬টি ইনিংস। আর বিরাট সময় নিলেন ৫৫২টি ইনিংস। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০টি শতরান করার নজির রয়েছে শচিন তেন্ডুলকরের। ৭৮২ ইনিংস খেলে এই নজির গড়েছিলেন তিনি। আর ৫৫২টি ইনিংস খেলে ৭৫তম শতরানটি সম্পন্ন করলেন বিরাট কোহলি। এই তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিকি পন্টিং। তাঁর আন্তর্জাতিক শতরানের সংখ্যা ৭১টি। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রীতিমতো উইকেটে কামড়ে পড়ে রইলেন বিরাট কোহলি। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই টেস্ট ক্রিকেটে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের শতরানের খরা কাটালেন কোহলি। এদিকে দীর্ঘপ্রতীক্ষার পরে টেস্টে সেঞ্চুরি করলেও সেই আগ্রাসনে সিক্ত উচ্ছ্বাস দেখা গেল না বিরাট কোহলির। বরং একেবারে হালকা মেজাজে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। সতীর্থ ও দর্শকদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিলেন। সেইসঙ্গে চুমু খেলেন লকেটে। যে সেলিব্রেশনের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। রবিবার আমেদাবাদ টেস্টে নাথান লিয়নের বলটা ফরোয়ার্ড স্কোয়ারের দিকে ঠেলে টেস্টে ২৮ তম শতরান পূরণ করেন বিরাট। ২০১৯ সালের নভেম্বরের পর ফের লাল বলে শতরান করলেও একেবারে চিরাচরিত আগ্রাসী বিরাটকে দেখা যায়নি। বরং অনেক ধীরস্থির বিরাটকে দেখা যায়। এক রান সম্পূর্ণ করার আগে হাতটা কিছুটা মুঠো করেন। হেলমেট খুলে দর্শক এবং সতীর্থদের অভিবাদন গ্রহণ করেন বিরাট। তারপর মাঠে ব্যাটটা রেখে জামার ভিতর থেকে লকেট বের করে দেখান এবং তাতে চুমু খান। যে বিরাট অনেক বেশি অভিজ্ঞ, অনেক বেশি পক্ক এবং অনেক ভালোভাবে দুনিয়া চিনে ফেলেছেন। যে বিরাট কিছুটা দার্শনিকও হয়ে উঠেছেন। বিরাটের সেলিব্রেশনের কমেন্ট্রি বক্সে ভারতের প্রাক্তন হেড কোচ তথা বিরাটদের প্রাক্তন দ্রোণাচার্য রবি শাস্ত্রী বলেন, বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। ও জানে যে ওকে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে। ড্রেসিংরুমের থেকে অভিবাদন গ্রহণ করল। দর্শকদের থেকে অভিবাদন গ্রহণ করল। লকেটে চুমু খেল। ও নিশ্চিতভাবে ওই দিনগুলির কথা মনে পড়ছে ওর। যে দিনগুলি ওকে শতরানের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমার মনে হয় না.।

জয় পেতে অজিদের চাপে ফেলার কৌশল রোহিতের

আমেদাবাদ, ১২ মার্চ ঃ আমেদাবাদ টেস্টের পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়াকে যে ভারত ভালোই চাপে রাখবে তা বোঝা যাচ্ছে রোহিত শর্মার আগ্রাসী মনোভাবে। কপাল ভালো থাকলে এদিনই অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু কুহনেম্যানকে সাজঘরে ফেরত পাঠাতে পারতো ভারত। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ ওভার খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে তিন রান তুলেছে। এখনও পিছিয়ে ৮৮ রানে। অস্ট্রেলিয়ার ৪৮০ রানের জবাবে আজ ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৫৭১ রানে। পিঠে ব্যথা থাকায় শ্রেয়স আইয়ার ব্যাট করতে নামেননি। বিরাট কোহলি ৩৬৪ বল খেলে ১৮৬ রান করলেন। তাঁর ইনিংসে রয়েছে ১৫টি চার। অক্ষর প্যাটেল ১১৩ বলে ৭৯, শ্রীকর ভরত ৮৮ বলে ৪৪, রবীন্দ্র জাদেজা ৮৪ বলে ২৮ রান করেন। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ব্যাট করেছিল ১৬৭.২ ওভার। ভারত খেলল ১৭৮.৫ ওভার। তার মধ্যে নাথান লিওন কেরিয়ারে এই প্রথম কোনও ইনিংসে ৬৫ ওভার বল করলেন। ৯টি মেডেন, ১৫১ রান দিয়ে তিনি নিলেন ৩ উইকেট। ভারতে সফররত কোনও দেশের বোলারদের মধ্যে লিওনই এদিন সবচেয়ে বেশি উইকেট দখলের রেকর্ড গড়লেন। টড মার্ফিও এই প্রথম টেস্টে ৪৫.৫ ওভার হাত ঘোরালেন। তিনি ১০টি মেডেন ওভার করেছেন, ১১৩ রানের বিনিময়ে তাঁর ঝুলিতেও গিয়েছে তিন উইকেট। মিচেল স্টার্ক ও ম্যাথু কুহনেম্যান একটি করে উইকেট পেয়েছেন। এদিন ফিল্ডিং করতে গিয়ে বাউন্ডারি লাইনের বিলবোর্ডে ধাক্কা লেগে হাঁটুতে চোট পান উসমান খোয়াজা। তিনি অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেন করতে নামতে পারেননি। ট্রাভিস হেড ব্যাট করতে নামেন কুহনেম্যানকে নিয়ে। ভারত দুই প্রান্ত থেকে দুই স্পিনার দিয়ে আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং সাজিয়ে অজিদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। এরই মধ্যে পঞ্চম ওভারে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বল কুহনেম্যানের ব্যাট ছুঁয়ে উইকেটের পিছনে গেলেও তা তালুবন্দি করতে পারেননি শ্রীকর ভরত। তিনি এই ক্যাচটি নিলে ভারত আরও ভালো জায়গায় থাকতে পারতো। দিনের শেষ ওভারে মহম্মদ শামির বলে শর্ট লেগে ক্যাচ গিয়েছিল। চেতেশ্বর পূজারা ঝাঁপালেও তা তাঁর চেয়ে কিছুটা দূরে পড়ে। অক্ষর প্যাটেল দিনের শেষে বলেন, এই উইকেটে ব্যাটাররা থিতু হয়ে গেলে বোলারদের পক্ষে বিশেষ কিছু করার নেই। তা সত্ত্বেও কাল প্রথম সেশনে নিশ্চিতভাবেই ভারত দ্রুত কয়েকটি উইকেট তুলে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে চাইবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। টেস্ট ড্রয়ের সম্ভাবনাই বেশি। তবে ভারতের জয়ের সম্ভাবনাও থাকছে। আমেদাবাদে পিচের পুরো ফায়দা লুটছে দুই দলের ব্যাটাররাই। অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে ৪৮০ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল। উসমান খোয়াজার ১৮০ এবং ক্যামেরন গ্রিনের ১১৪ রানের হাত ধরে অজিরা রানের পাহাড় গড়ে। তবে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৬ উইকেট তুলে নিয়ে অজিদের শেষ পর্যন্ত ৫০০ টপকাতে দেননি। বাকি মহম্মদ শামি ২ উইকেট নিয়েছিলেন এবং ১টি করে উইকেট নিয়েছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা এবং অক্ষর প্যাটেল। ভারতও ব্যাট করতে নেমে যথেষ্ট লাভবান হয়েছে এই পিচ থেকে।

লড়াইয়ে রোমাঞ্চ ফেরালেন ম্যাথিউজ

ক্রাইস্টচার্চ, ১২ মার্চ ঃ ব্যাটার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজের সেঞ্চুরিতে নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট জমে উঠেছে। সিরিজের প্রথম টেস্ট জিততে শেষ দিন নিউজিল্যান্ডের দরকার ২৫৭ রান। শ্রীলঙ্কার প্রয়োজন ৯ উইকেট। ম্যাথিউজের ১১৫ রানের উপর ভর করে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০২ রান করে শ্রীলঙ্কা। ২৮৫ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে চতুর্থ দিন শেষে ১ উইকেটে ২৮ রান করেছে নিউজিল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ১৮ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে তৃতীয় দিন শেষে ৩ উইকেটে ৮৩ রান করেছিলো শ্রীলঙ্কা। ৭ উইকেট হাতে নিয়ে ৬৫ রানে এগিয়ে ছিলো শ্রীলঙ্কা। ম্যাথিউজ ২০ ও নাইটওয়াচম্যান প্রবাথ জয়সুরিয়া ২ রানে অপরাজিত ছিলেন। জয়সুরিয়াকে ৬ রানে বিদায় করেন আগের দিন ৩ উইকেট নেওয়া নিউজিল্যান্ড পেসার ব্লেয়ার টিকনার। এরপর পঞ্চম উইকেটে ১০৫ রানের জুটি গড়েন ম্যাথিউজ ও দিনেশ চান্ডিমাল। ৪২ রানে চান্ডিমালকে শিকার করেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক টিম সাউদি। ষষ্ঠ উইকেটে ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার সাথে ৬০ রানের জুটি গড়ার পথে টেস্ট কেরিয়ারের ১৪তম সেঞ্চুরির দেখা পান ম্যাথুজ। ১১টি চারে ২৩৫ বলে ১১৫ রান করে পেসার ম্যাট হেনরির বলে আউট হন ম্যাথিউজ। ম্যাথিউজের আউটের পর বাকি ৪ উইকেটে ৪২ রানের বেশি তুলতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। ৩০২ রানে শেষ হয় লঙ্কানদের ইনিংস। নিউজিল্যান্ডের টিকনার ৪টি, হেনরি ৩টি ও সাউদি ২টি উইকেট নেন। ২৮৫ রানের টার্গেটে দিনের শেষভাগে ১৭ ওভার ব্যাট করার সুযোগ পায় নিউজিল্যান্ড। ডেভন কনওয়েকে হারিয়ে ২৮ রান তুলে দিন শেষ করেছে কিউইরা। ৫ রান করে শ্রীলঙ্কার পেসার কাসুন রাজিথার শিকার হন কনওয়ে। টম লাথাম ১১ ও কেন উইলিয়ামসন ৭ রানে অপরাজিত আছেন।

ইংল্যান্ডকে টি-২০ সিরিজে হারাল বাংলাদেশ

মীরপুর, ১২ মার্চ ঃ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জেতার স্বপ্নপূরণ করে ফেলল বাংলাদেশ। একদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজে ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে শেষ ম্যাচে জিতেছিল টাইগাররা। এরপর টানা দুটি টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ জিতে সিরিজ পকেটে পুরে ফেলল শাকিব আল হাসানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের তিনি জানান, বিসিবি সভাপতি তাঁকে বলেন বাংলাদেশ সকলকে হারালেও ইংল্যান্ডকে হারাতে পারিনি। তা শুনে সৌরভ বলেন, ইংল্যান্ড আসছে। আপনারা তাদের হারাতে পারবেন। এমনকী চলতি বছর ভারতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে বাংলাদেশ নিজেদের শক্তির সঠিক প্রয়োগ করলে সেমিফাইনাল অবধি যেতে পারে বলেও উল্লেখ করেছিলেন মহারাজ। ইংল্যান্ড টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পর এই প্রথম কোনও টি-২০ সিরিজ খেলল। তাতেই শোচনীয় পরাজয়। আজ মীরপুরে বাংলাদেশ দুরন্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। টস জিতে জস বাটলারের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠায় বাংলাদেশ। ২০ ওভারে টি ২০-র বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ১১৭ রানে অল আউট হয়ে যায়। বেন ডাকেট ২৮ বলে সর্বাধিক ২৮ রান করেন। ফিল সল্ট করেন ২৫। মেহেদি হাসান মিরাজ ৪ ওভারে ১২ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট দখল করেন। তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, শাকিব আল হাসান ও হাসান মাহমুদ পান একটি করে উইকেট। জবাবে খেলতে নেমে বাংলাদেশ ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮.৫ ওভারে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। তিনটি চারের সাহায্যে ৪৭ বলে ৪৬ রান করে অপরাজিত থাকেন নাজমুল হোসেন শান্ত। বাংলাদেশের এই ব্যাটারের প্রশংসা করেছিলেন খোদ সৌরভ। প্রথম টি-২০ আন্তর্জাতিকে শান্ত ৩০ বলে ৫১ রান করেছিলেন। হয়েছিলেন ম্যাচের সেরা। মেহেদি হাসান মিরাজ বল হাতে সাফল্যের পর ব্যাট হাতেও ১৬ বলে ২০ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। তৌহিদ হৃদয় করেন ১৭। তিন বলে আট রান করে অপরাজিত থাকেন তাসকিন। ইংল্যান্ডের বোলারদের মধ্যে সফলতম জোফ্রা আর্চার। তিনি ৪ ওভারে ১৩ রান খরচ করে তিনটি উইকেট নিয়েছেন। মঈন আলি, স্যাম কারান এবং এই ম্যাচে অভিষেক হওয়া রেহান আহমেদ একটি করে উইকেট নেন। প্রথম টি-২০ আন্তর্জাতিকে বাংলাদেশ ১২ বল বাকি থাকতে ইংল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল। সেই ম্যাচে ইংল্যান্ড ৬ ওভারে তুলেছিল ১৫৬ রান। এই প্রথম কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ড। নিজেদের দেশের মাটিতে সেটি জিতে নিল টাইগাররা। মঙ্গলবার ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করার লক্ষ্য নিয়ে সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলাদেশ।

ছিটকে যাচ্ছেন শ্রেয়স আইয়ার

আমেদাবাদ, ১২ মার্চ ঃ চলতি বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শেষ হলেই ভারত-অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে। আগামী ১৭ মার্চ মুম্বইতে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে মুখোমুখি রোহিত শর্মা ও প্যাট কামিন্স। এরপর ১৯ মার্চ বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় ওয়ানডে। সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ ২২ মার্চ মুম্বইতে। বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের চতুর্থ তথা শেষ টেস্টের অন্তিম দিন আগামিকাল। রবিবার অর্থাৎ আজই বিরাট আপডেট চলে এল। পাঁচদিন পর শুরু হতে চলা ভারত অস্ট্রেলিয়া ওডিআই সিরিজ থেকে সম্ভবত ছিটকে যেতে চলেছেন তারকা ব্যাটার শ্রেয়স আইয়ার! রোহিত অ্যান্ড কোং শ্রেয়সের চোটের জন্য তাঁর সার্ভিস পাবে না। এমনটাই জানা যাচ্ছে এখন। আমেদাবাদ টেস্টের চতুর্থ দিন শ্রেয়স পিঠের ব্যথার জন্য ব্যাট করতে নামেননি। তাঁর বদলে ব্যাটিং অর্ডারে এগিয়ে আসেন কেএস ভারত। তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পরেই শ্রেয়স পিঠের নীচের দিকে ব্যথা অনুভব করে। বিসিসিআই-এর মেডিক্যাল টিম ওর দেখভাল করছে। শ্রেয়স সম্ভবত ওয়ানডে সিরিজ খেলবেন না। তাঁর জায়গায় সুযোগ পেতে পারেন রজত পতিদার। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্যাপ্টেন ওয়ানডে সিরিজ না খেললে, সরাসরি হয়তো আইপিএলে খেলবেন। আমেদাবাদ টেস্টে রবীন্দ্র জাদেজা ফেরার পর শ্রেয়সের আসার কথা ছিল। কিন্তু পিঠের চোটের জন্য তিনি খেলতে পারেননি। কোহলিকে সঙ্গ দিতে আসেন অন্ধ্র তারকা ভরত। তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটার ৮৮ বলে ৪৪ রানের মারকাটারি ইনিংস খেলে আউট হন। কোহলির সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে গুরুত্বপূর্ণ ৮৪ রান যোগ করেন তিনি।

৯০ মিনিটে ফয়সালা চান ফেরান্দো

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ আইএসএলে ফাইনাল থেকে আর এক ধাপ দূরে এটিকে মোহনবাগান। গত বছর হায়দরাবাদের কাছে হেরেই ফাইনাল খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল প্রীতমদের। এ বারে সেই বদলা নিতে মরিয়া সবুজ মেরুন ব্রিগেড। অ্যাওয়ে ম্যাচে ওগবেচেদের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে মোহনবাগান। সেটাই অ্যাডভান্টেজ সবুজ মেরুন শিবিরের কাছে। ঘরের মাঠে পূর্ণ সমর্থন নিয়ে হায়দরাবাদকে হারিয়ে আইএসএল ফাইনাল খেলতে মরিয়া ফেরান্দোর দল। হোম অ্যাডভান্টেজ কাজে লাগানোর কথা বলছেন বাগান ফুটবলার কার্ল ম্যাকহিউও। নব্বই মিনিট ম্যাচ গোলশূন্য থাকলে খেলা গড়াবে অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও রেজাল্ট এক থাকলে টাইব্রেকারে ম্যাচের নিষ্পত্তি হবে। তবে বাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো ৯০ মিনিটেই ম্যাচ শেষ করতে চান। ঘরের মাঠে আক্রমণাত্মক ফুটবলেই প্রতিপক্ষকে শেষ করতে চায় মোহনবাগান। প্রথম সেমিফাইনালের আগে মোহনবাগান ফুটবলাররা বেশ ক্লান্ত ছিলেন। হায়দরাবাদ ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য বিশেষ সময়ও পাননি প্রীতমরা। তাই অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে পয়েন্ট চুরি করতে পেরে খুশি ফেরান্দো। ফিরতি সেমিফাইনালের আগে তিনি বললেন, আমরা চাই ৯০ মিনিটে ম্যাচ শেষ করতে। প্রথম দিন থেকে যেমন আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছি, তেমনই খেলব। ঘরের মাঠে পূর্ণ সমর্থন নিয়ে মাঠে নামছি। আশা করছি, সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে পারব। একই সঙ্গে বাগান কোচ বলেন, এই মরশুমটা আমাদের জন্য খুব কঠিন গিয়েছে। মাঝপথে বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে হারিয়েছি। এখন ফাইনালে খেলাই আমাদের পাখির চোখ। দল হয়তো অপরিবর্তিতই রাখছেন বাগান কোচ। হায়দরাবাদের বক্সে প্রথম থেকেই আক্রমণ শানাতে চান দিমিত্রি পেত্রাতোস, হুগো বোমাসরা। একই সঙ্গে রক্ষণে সতর্ক থাকতে হবে স্লাভকো, প্রীতমদের। শুরু থেকে ম্যাচের রাশ নিজেদের দখলে নিতে চান ফেরান্দো। বলেই দিলেন, সোমবারের ম্যাচ আমাদের কাছে একপ্রকার ফাইনাল। সম্পূর্ণ আলাদা মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামতে হবে। প্রতিটা জায়গা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। গত বছর এই হায়দরাবাদের কাছেই হেরেছিল মোহনবাগান। ম্যাকহিউ বলছেন, দুটো মরশুম সম্পূর্ণ আলাদা। ফুটবলার অনেক বদল হয়েছে। গত বছর প্রথম পর্বেই ১-৩ হেরে গিয়েছিলাম। এ বারে ড্র করায় কিছুটা অ্যাডভান্টেজ আমরা। বাগানের ফিরতি সেমিফাইনাল দেখতে টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। সপ্তাহের প্রথম দিনও ৫০ হাজার দর্শক স্টেডিয়ামে থাকতে পারেন। দ্বিতীয় পর্বের আগে সূচি নিয়ে কিছুটা বিরক্ত ফেরান্দো। বলেছেন, গত ম্যাচের আগে হায়দরাবাদ লম্বা বিশ্রাম পেয়েছিল। আমরা পাইনি। তাও যথেষ্ট লড়াই করেছিলাম। এ বারও একই রকম পরিস্থিতি। তবু আমার বিশ্বাস, কোনও দলই ম্যাচটা অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যেতে চাইবে না। আমরা ৯০ মিনিটেই জিতে মাঠ ছাড়তে চাই। যদি অতিরিক্ত সময়ে গড়ায়, তা হলে আমাদের রিজার্ভ বেঞ্চের খেলোয়াড়রাও তৈরি থাকবে। ফাইনাল ধরে মাঠে নামলেও সেরা দল মাঠে নামাতে পারবেন কি না, তার নিশ্চয়তা নেই মোহনবাগানে। আশিক কুরুনিয়ন ও কিয়ান নাসিরির চোট এখনও সারেনি। দু'জনের জন্যেই ম্যাচের আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান ফেরান্দো। বলেছেন, আশিক ও কিয়ানের জন্য ম্যাচের আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ডাক্তার, ফিজিয়োরা সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছে। দেখা যাক কাল ম্যাচের আগে ওরা কেমন থাকে। মোহনবাগানের পক্ষে আশার খবর, সুস্থ হয়ে উঠেছেন গ্লেন মার্টিন্স। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে পুরোদমে অনুশীলন করছেন ব্রেন্ডন হ্যামিলও। তবে রক্ষণে প্রীতম কোটাল এবং স্লাভকো দামিয়ানোভিচের জুটি ফেরান্দো ভাঙতে চান কিনা, সেটা দেখার। পরিস্থিতি যাই হোক, ফুটবল দর্শনে যে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না, তা সাফ জানিয়েছেন সবুজ-মেরুন কোচ। বলেছেন, জিততে হলে আক্রমণ করতেই হবে। মাঝে মাঝে প্রতিপক্ষ সেকেন্ড বলে বা ট্রানজিশনে এগিয়ে থাকতে পারে। তখন আমরা রক্ষণে জোর দেব। কিন্তু জায়গা তৈরি করা, তা কাজে লাগানো, বল নিয়ন্ত্রণে রাখা, আক্রমণে ওঠা-এ সব একই রকম থাকবে। ৯০ মিনিটই আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। চলতি মরশুমে এত চড়াই-উতরাইয়ের পরেও দল ফাইনালের দোরগোড়ায়। ফেরান্দোর কাছে এটাই অনুপ্রেরণা। বলেছেন, এই মরশুমে আমরা অনেক খারাপ সময় কাটিয়েছি। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে ছেড়ে দিতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও একই রকম ভাবে এগিয়েছি। দুঃসময়েও নিজেদের ভাবনাগুলো ঠিক ছিল। এখন আমরা ফাইনালের সামনে ঠিকই। কিন্তু যত বার খারাপ সময় এসেছে এবং তা কাটিয়ে ওঠার জন্য দলের ছেলেরা যে মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, তা আমার কাছে এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ফাইনালে ওঠাই নয়, মোহনবাগানের আসল লক্ষ্য ট্রফি। ফেরান্দো বলেছেন, আমাদের ট্রফিটা জেতাই প্রধান লক্ষ্য। গত দু'বারে যেটা করতে পারিনি। আমাদের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ওটাই। গত বার আমরা প্রথম সেমিফাইনালেই ৩-১ হেরে যাই। পরে ১-০ জিতেও ছিটকে যাই। এ বার ঘরের মাঠে বেশ কয়েকটা ম্যাচে ভাল খেলেছি। আশা করি, সোমবারও জিতব।

শেষ মুহূর্তের গোলে দলকে জেতালেন এমবাপে

প্যারিস, ১২ মার্চ ঃ কিলিয়ান এমবাপের শেষ মুহূর্তের গোলে শনিবার ব্রেস্টকে লিগ ওয়ানের ম্যাচে ২-১ ব্যবধানে পরাজিত করেছে পিএসজি। এই জয় কিছুটা হলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলতে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে পরাজিত হয়ে বিদায়ের হতাশা থেকে পিএসজিকে রক্ষা করেছে। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে প্যারিসের জায়ান্টদের ইউরোপীয়ান আসর থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়। এর মাধ্যমে আরও একবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজির ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠলো। এখন পিএসজির সামনে মরশুমের বাকি সময়টা শুধুমাত্র লিগ ওয়ানের ম্যাচ ছাড়া আর কিছু থাকলো না। ব্রিটানি সফরে ৩৭ মিনিটে কার্লোস সোলারের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল পিএসজি। ব্রেস্ট গোলরক্ষক মার্কো বিজোট এমবাপের শট রুখে দিলে ফিরতি শটে সোলার বল জালে জড়ান। ব্রেস্ট এখনো রেলিগেশন খরা এড়ানোর লড়াইয়ে রয়েছে। বিরতির আগে ফ্রাংক হোনোরাটের গোলে সমতায় ফিরে ব্রেস্ট। এই ম্যাচে এক পয়েন্ট আদায় করতে পারলে রেলিগেশন এড়ানোর ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে যেতে পারতো ব্রেস্ট। কিন্তু লিওনেল মেসির থ্রু বলে এমবাপে শেষ মুহূর্তে গোল করে পিএসজিকে রক্ষা করেন। এই গোলের চার মিনিট আগে ব্রেস্ট মিডফিল্ডার হ্যারিস বেলকেবলাকে পিছন থেকে আঘাত করে হলুদ কার্ড দেখতে হয়েছিল এমবাপেকে। কিছুটা ছন্দহীন পারফরমেন্স সত্ত্বেও এই জয়ে পিএসজি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মার্সেইর থেকে লিগ টেবিলে পয়েন্টের ব্যবধান ১১'তে বাড়িয়ে নিয়েছে। ম্যাচ শেষে পিএসজির বস ক্রিস্টোফে গাল্টিয়ার বলেছেন, সবাই হয়তো বলবে এটা খুবই কম ব্যবধানের জয়। কিন্তু জয় জয়ই। সবকিছু সবসময় নিখুঁত হয়না। আমরা অনেক সুযোগ পেয়েছি। শেষ মুহূর্তের গোলে আমরা জয়ী হয়েছি, এই বাস্তবতা লুকানোর কিছু নেই। বায়ার্নের বিরুদ্ধে পরাজয়ের তিন দিন পর এখানে এসে জয়ী হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা শিরোপা লড়াইয়ে টিকে আছি। সবকিছু হয়তো আমাদের পক্ষে নেই, কিন্তু জয়টাই এই মুহূর্তে মূখ্য। কাতারি মালিকের অধীনে নবম ও লিগে ১১তম রেকর্ড জয়ের পথে সঠিকভাবেই এগিয়ে চলেছে পিএসজি। কাল নেইমরাসহ বেশ কিছু খেলোয়াড়কে ছাড়াই ব্রেস্টের মাঠে খেলতে নেমেছিল পিএসজি। দোহায় ডান গোড়ালির অস্ত্রোপচারের কারনে ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার অনুপস্থিত রয়েছেন। এবারের মরশুমে বাকি সময়টাতে নেইমারের ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। বুধবার জার্মানিতে বায়ার্নের কাছে দ্বিতীয় লেগে ২-০ গোলের পরাজয়ের ম্যাচটি থেকে মূল দলে ফিরে আসা তিনজন খেলোয়াড়ের মধ্যে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সোলার অন্যতম। ভ্যালেন্সিয়ার প্রাক্তন এই খেলোয়াড় ম্যাচের শুরুতেই পিএসজিকে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু মেসির অ্যাসিস্টে তার শক্তিশালী শট দারুনভাবে রক্ষা করেন বিজোট। কিন্তু ৩৭ মিনিটে সোলার আর কোন ভুল করেননি। ৪৩ মিনিটে রোমেইন ডেল কাস্তিরোর লম্বা পাসে সার্জিও রামোস ও টিমোথে পেম্বেলেকে কাটিয়ে হোনোরাট ব্রেস্টকে সমতায় ফেরান। দ্বিতীয়ার্ধে বিজোট মেসির শট রুকে দেন। কিন্তু ডাচ এই গোলরক্ষক এমবাপেকে আর আটকাতে পারেননি। এনিয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় পিএসজির হয়ে এই মরশুমে ৩১ গোল করলেন ফরাসি এই সুপারস্টার। কানাডিয়ান জোনাথন ডেভিডের সাথে লিগ ওয়ানের পিএসজি সর্বোচ্চ ১৯ গোল করলেন এমবাপে। শুক্রবার লিঁওর সাথে লিলির ৩-৩ গোলের ড্রয়ের ম্যাচটিতে হ্যাটট্রিক করেছেন ডেভিড। টেবিলের পঞ্চম স্থানে থাকা রেনে শনিবারের আরেক ম্যাচে অক্সেরের সাথে গোলশূন্য ড্র করেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615